ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা

(১৯০১ থেকে ১৯৭১)

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার
প্রফেসর
উর্দু ও ফার্সী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

এ, কে, এম, আমিনুল ইস[illegible]
এম. ফিল, ২য় বর্ষ
উর্দু ও ফার্সী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

891.4307
HAD

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রীর
জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

382722

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা (১৯০১ থেকে ১৯৭১)

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার
প্রফেসর
উর্দু ও ফার্সী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

এ, কে, এম, আমিনুল হক
এম, ফিল, ২য় বর্ষ
উর্দু ও ফার্সী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Library
382722
382722
GIFT
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, ফিল, ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এ. কে. এম. আমিনুল হক "ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা" (১৯০১ থেকে ১৯৭১) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল, ডিগ্রীর জন্য লিখিত ও উপস্থাপিত । এটি বা এর কোন অংশ অন্য কোথাও কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত হয়নি বা কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

Kulsoom A. Bashar 14.12.2000
(ডঃ কুলসুম আবুল বাশার)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
প্রফেসর উর্দু ও ফার্সী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তাং

382722

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক কথা

"ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা" (১৯০১ থেকে ১৯৭১) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগ কতৃর্ক ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষা বর্ষে রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত হই। আমি যথা সময়ে এম. ফিল. প্রথম পর্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। এই গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আমার পরম শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা অধ্যাপিকা ডঃ কুলসুম আবুল বাশার বিভাগীয় চেয়ারম্যান পদে দায়িত্বশীল ও প্রশাসনিক কর্ম ব্যস্ততা থাকার পরও যে পর্যাপ্ত সময় আমার গবেষণা পত্র তৈরীর কাজ দেখা ও সময়োচিত উপদেশ প্রদানের জন্য ব্যয় করেছেন সেজন্য তাঁর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই । গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি বিভাগীয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বর্তমান বিভাগীয় চেয়ারম্যান আবু মূসা মোঃ আরিফ বিল্লাহ,ডঃ উম্মে সালমা , কানিজ-ই- বাতুল, আরো অনেকের প্রতি । তাঁরা আমাকে গবেষণার কাজে পরার্মশ ও উৎসাহ প্রদান করেন। এছাড়া বিভিন্ন বই পত্র সংগ্রহ করার ব্যাপারে যিনি সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তিনি হলেন বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রধান সহকারী খন্দকার আবুল খায়ের এবং গিয়াসউদ্দিন। তাদের কাছে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আরো অনেকের কাছে ঋণ রয়ে গেল।

অভিসন্দর্ভটি অত্যন্ত যত্ন এবং ধৈর্য সহকারে কম্পিউটার কম্পোজ করেছেন আব্দুল মতীন সরকার তাকে ও অশেষ ধন্যবাদ।

382722

এ. কে. এম. আমিনুল হক
শিক্ষা বর্ষ ১৯৯৫-৯৬,রেজিং ৬৭
উর্দু ও ফার্সী বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রাক কথা

ভূমিকা ১-৩

প্রথম অধ্যায়

খাজা পরিবারের অবদান ৪-২২

দ্বিতীয় অধ্যায়

খাজা পরিবার বহির্ভূত লোকদের অবদান ২৩-১১২

তৃতীয় অধ্যায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের শিক্ষকগণের অবদান ১১৩-১২৮

চতুর্থ অধ্যায়

খানকায় উর্দু ও ফার্সী চর্চা ১২৯-১৩০

পঞ্চম অধ্যায়

পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন সংগঠনে উর্দু ও ফার্সী চর্চা ১৩১-১৩২

উপসংহার ১৩৩-১৩৪

গ্রন্থপঞ্জী ১৩৫-১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

উর্দু ও ফার্সী ভাষার সাহিত্য যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ একথা ইতিহাসের সকল পাঠকই জানেন। অতীতে বাংলাদেশে কিছু মনীষী উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চায় যে অবদান রেখেছেন, তার মূল্যও কম নয়।

সাধারণত দেখা যায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎপত্তি আর উৎকর্ষ সাধিত হয় রাজধানীতে, কারণ রাজধানীই দেশের প্রাণ কেন্দ্র । ঢাকা শহর এক সময় (১৯০৫-১৯১১) সাল পূর্ব বাংলা আসাম প্রদেশের রাজধানী ছিল। পরবর্তী কালে এই শহর পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হয়। বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী । যুগে যুগে ঢাকায় দেশের বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী তথা জ্ঞানী - গুণী মানুষের সমাগম হয়ে আসছে। উর্দু ও ফার্সীর বিজ্ঞলোকেরা দীর্ঘকাল ধরে ঢাকায় বসবাস করছেন, আর উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা ও চলে নির্বিঘ্নে।

ঢাকার গণজীবনে ফার্সী ভাষার প্রভাব যথেষ্ট। এর কারণ এ দেশের প্রচলিত বাংলা ভাষার বড় একটা অংশ আরবী, ফার্সী শব্দের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। ঢাকা শহরের আদি বাসিন্দাদের মুখের ভাষায় উর্দুর প্রভাব ব্যাপক । তৎকালীন ঢাকায় প্রচলিত বাংলা ভাষায় যথেষ্ট আরবী , ফার্সী শব্দ এমনকি উর্দু ফার্সীর বাক্যাংশ ও কাব্যাংশ ব্যবহৃত হতো। আজও পুরণো ঢাকায় বাংলার সাথে উর্দুর মিশ্রণ দেখা যায়। যেমন 'আপকা বাড়ী কাহা' এখানে 'বাড়ী' শব্দটি বাংলা এবং 'আপকা' ও 'কাহা' শব্দ দুটি উর্দু। বাংলাদেশের সুধী সমাজে আরো বলা হয়ঃ 'বাদ মাগরীব' ওয়াজ হবে 'বাদ মাগরীব' এ বাক্যাংশটি ফার্সী কায়দায় গঠিত। 'মিলাদুন্নবী' এই শব্দ মালা আরবী কায়দায় গঠিত ।

ঢাকার অশিক্ষিত লোকদেরকেও প্রায়শ আরবী, ফার্সী শব্দ মেশানো উর্দু বলতে শুনা যায় । যেমন , 'তুমহারী ইতনী বড়ী জুরআত' তোমার এত বড় সাহস ? এক সময় ধোপাকে 'সুফায়েদগর' বলা হত। বাংলা ভাষায় উর্দু ও ফার্সীর প্রভাবের ক্ষেত্রে এদেশীয় উর্দু ও ফার্সী ভাষাবিদ ও সাহিত্যিকদের দান কম নয়। ইদানিং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহর "বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য" ১৯৮৩ নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি উনিশ শতকের ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস সর্বপ্রথম লিখেন ইকবাল আযীম ।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর "মাশরিকী বাংগাল - মে - উর্দু" গ্রন্থটি ১৯৫৪ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর এ বিষয়ে বই লিখেন জনাব ওফা রাশিদী। তাঁর "বাংগাল মে উর্দু" নামক গ্রন্থটি হায়দারাবাদ থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকে ঢাকায় যে সব উর্দু ও ফার্সী কবি-সাহিত্যিক উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা করছেন তাদের পূর্ব পুরুষরা হয়ত ছিলেন ইরানী, অথবা এশিয়া বা ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত। যেমন সৈয়দ মুহাম্মদ বাকের তাবাতাবাঈ, আগা আহমদ আলী ইস্পাহানী প্রমুখ। কেবল বহিরাগত লোকেরাই এ দেশে ফার্সী ও উর্দু চর্চা করেনি, বরং ঢাকার আদিঅধিবাসীদের মধ্যেও এমন কিছু সংখ্যক উর্দু ও ফার্সী কবি-সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন যারা সত্যিই এ বিষয়ে কৃতিত্বের দাবিদার । যেমন নওয়াব মুহাম্মদ আযাদ, শরফুল হোসাইনী, প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বিশ শতকে যারা "ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চায়" বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে খাজা মুহাম্মদ আফজল , খাজা মুহাম্মদ আদেল, হাকীম হাবীবুর রহমান, মির্যা ফকির মুহাম্মদ , বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য।

বিষয় বিন্যাসের দিক থেকে " ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা " অভিসন্দর্ভটি আলোচ্য ভূমিকা এবং উপসংহার ব্যতিরেকে মোট পাচঁটি অধ্যায়ে বিভাজিত। প্রথম অধ্যায় খাজা পরিবারের অবদান। দ্বিতীয় অধ্যায় খাজা পরিবারের বহির্ভূত লোকের অবদান। তৃতীয় অধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের শিক্ষকগণের অবদান। চতুর্থ অধ্যায় খানকায় উর্দু ও ফার্সী চর্চা। পঞ্চম অধ্যায় পত্র - পত্রিকা ও বিভিন্ন সংগঠনে উর্দু ও ফার্সী চর্চা।

তৃতীয় অধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের যে সকল শিক্ষক উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা করেছেন এবং অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে ডঃ আন্দালীব শাদানী ছিলেন অন্যতম । বর্তমানে যিনি উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যেরচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। বক্ষমান থিসিসের মধ্যে ডঃমুহাম্মদ আবদুল্লাহ সাহেবকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। কারণ তিনি ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহকারী প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। এই জন্য তাঁকে বহির্ভূত লোকের অবদানের অধ্যায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভে "ঢাকা" বলতে ঢাকা শহর, "ঢাকাবাসী" বলতে যাঁরা ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনের বড় একটি অংশ ঢাকায় অতিবাহিত করে উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা করেছেন কেবল তাঁদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এই অভিসন্দর্ভটি রচনায় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমি কোন প্রকার আর্থিক সহযোগীতা পাইনি । তবে উর্দু ও ফার্সী বিভাগ কর্তৃক মাসে চার শত টাকা করে বার মাসে আটচল্লিশ শত টাকা পেয়েছিলাম । আর্থিক সমস্যা থাকায় থিসিস রচনা করার কাজে অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব হয় নি । লাইব্রেরী বলতে আমার অবলম্বন ছিল ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত হাকীম হাবীবুর রহমান সংগ্রহ ও ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার লাইব্রেরী। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ও আমি কতকটা উপকৃত হয়েছি। বিভিন্ন লাইব্রেরীতে উর্দু ও ফার্সীর যেসব মূল গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি সেগুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করে বা জরুরী অংশের মর্ম অনুধাবন করে লেখক ও তাঁদের লেখা সম্পর্কে মোটামোটি একটা ধারণা গ্রহণ করার পর অভিসন্দর্ভটি রচনায় সক্ষম হয়েছি। অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও সুধীজন আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করছেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি।

এ, কে, এম, আমিনুল হক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

খাজা পরিবারের অবদান

ঢাকা জেলায় উনিশ শতক এবং বিশ শতকে উর্দু ও ফার্সী সাহিত্য প্রসংগে সর্বাগ্রে নাম নিতে হয় ঢাকায় বসবাসকারী খাজা পরিবারের। এ দুটি সাহিত্যে এঁদের অবদান কেবল ঢাকা জেলার অন্য যে কোন পরিবারের অনুপাতই বেশী নয় । বংগদেশের যে কোন খান্দান বা যে কোন এলাকার তুলনায় ও এঁদের সাহিত্য সম্ভারকে অধিকতর ঐশ্বর্যশালী বলে মনে করা হয়। উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চায় ফরিদপুরের কাজী পরিবার, মেদিনী পুরের সোহরাওয়ার্দী পরিবার, কলিকাতাস্থ টিপু সুলতান পরিবার ও সিলেটের মজুমদার পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু সর্বতোভাবে বিচার করতে গেলে এক্ষেত্রে খাজা পরিবারের জুড়ি নেই বললেই চলে। উর্দু ছিল এঁদের মাতৃভাষা । আরবী ছিল সবারই ধর্মীয় ভাষা । বৃটিশ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা লগ্নে এগুলির মাঝখানে আসর জমিয়েছিল ইংরেজী ভাষা। খাজা পরিবারে একটি ভাষার চর্চা ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। মুগল আমলের ঐতিহ্যবাহী এ খান্দানটি সম্ভ্রমে বরণ করেছিলেন বৃটিশ শাসন এবং ইউরোপের আধুনিক তাহযীব-তমদ্দুন । তাই এতে ঘটেছিল উর্দু, ফার্সী, আরবী, ইংরেজী একয়টি ভাষা ও সাহিত্যের চমৎকার মিলন।[১]

বৃটিশ সরকার অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, ফার্সী ভাষা হলো মুগল সংস্কৃতি ও মুসলিম শাসনের প্রতীক এবং এর উপর নির্ভর করেই টিকে আছে মুসলিম শাসনের পুরণো স্মৃতি। এই ভাষাভিত্তিক বাদশাহী মন মানসই মুসলিম জাতিকে পাশ্চাত্য জ্ঞান থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে রেখেছে । তাই বৃটিশ সরকর কর্তৃক ১৮৩৭ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে অফিস আদালতে ফার্সী ভাষার প্রচলন চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার জন্য এক ফরমান জারি করা হয়, এবং তদস্থলে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রায় ছয়শত (১২০৪-১৮৩৭) বছর ধরে যে ফার্সী ভাষার চর্চা বলতে গেলে হিন্দু - মুসলমানদের রক্ত - মাংসে পরিণত হয়েছিল তার গতি অকস্যাৎ রুখে দেয়া সহজ ছিলনা । সরকারী দপ্তরসমূহে এর ব্যবহার বন্ধ হলেও বাংলাদেশের বিশেষ একটি মহলে এর প্রচলন পূর্বের চাইতে আরো বৃদ্ধি পায়। রক্ষণশীল আরবী, ফার্সী শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে থাকেন, এবং খারিজী মকতব মাদ্রাসায় আরবী ফার্সীর চর্চাকে ভালভাবেই জিইয়ে রাখেন। বৃটিশ আমলে মুদ্রণ প্রক্রিয়াসংবাদ পত্রের প্রকাশনা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে কবি-সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিকদের রচনা-বলীকে জনসমক্ষে তুলে ধরা এবং সেগুলি গ্রন্থকারে ও গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রাখার সুযোগ সুবিধা আরো বেড়ে যায়। উর্দু-ফার্সীর কবি-সাহিত্যিক ও ঐতিহ্যদরদী লোকেরা এসুযোগ হেলায় হারাননি। ঢাকার খাজা পরিবারের উর্দু- ফার্সী সাহিত্যেরচর্চার প্রতি লক্ষ্য করলেও বিষয়টি অনেকটা প্রতিভাত হয়ে উঠবে । [২]

ঢাকার খাজা পরিবারের খাজা মোহাম্মদ আফজল, খাজা বেদার বখত বেদার, খাজা মমতাজ বখত, খাজা আতিকুল্লাহ শায়দা, খাজা মুহাম্মদ আযম, খাজা মুহাম্মদ মুআয্যম, খাজা

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য, ১৯৮৩ পৃঃ ৭৩, ৭৪

২। আবদুস সাত্তার, তারীখ-এ-মাদ্রাসা-এ-আলিয়া, ঢাকা, ১৯৫০ পৃঃ ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

নাজিমউদ্দীন, খাজা মুহাম্মদ আদেল, খাজা মুহাম্মদ ইসমাইল যবীহ, প্রমুখ বিংশ শতাব্দীতে উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যচর্চা করেন এবং এর পৃষ্ঠপোষকতাও করেন। ১৯১১ সালে খাজা মুহাম্মদ আযম, "ইসলামী পঞ্চায়েত ঢাকা" (اسلامی پنچایت ڈھاکہ) নামক যে উর্দু পুস্তিকাটি রচনা করেন, ঢাকার সামাজিক ইতিহাসে তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বেশী দিনের কথা নয়, উর্দু-ফার্সী অধোগতির যুগে খাজা মুহাম্মদ আযমের পুত্র খাজা আদেল ১৯৪৩ সালে ঢাকা থেকে 'জাদ' (جاد) নামক একটি উর্দু মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে বাংলাদেশের নিভু নিভু উর্দু চর্চার ধারাকে আবার উজ্জীবিত করে তোলার প্রয়াস পান। পত্রিকাটি ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ঢাকার উর্দু সাহিত্য চর্চার আসরকে উজ্জীবিত রাখে।[১] মোটের উপর ঢাকার খাজা পরিবার নানাভাবে ঢাকায় তথা বাংলাদেশে উর্দু - ফার্সীর সাহিত্য ভান্ডারের বিষেশ সংযোজন সাধন করেন।

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

খাজা মুহম্মদ আফযাল

খাজা মুহম্মদ আফযাল (১৮৭৫-১৯৪০) ছিলেন ঢাকার অনারেবল খাজা মুহাম্মদ ইউসুফ জানের পুত্র।[১] তিনি ঢাকা মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন এবং১৮৯৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঐ মাদ্রাসার এ্যংলো - পার্সিয়ান বিভাগ থেকে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করেন । এরপরেও তিনি পড়াশোনা অব্যাহত রাখেন এবং ঢাকা কলেজে তিন বৎসর অধ্যয়ন করেন। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তিনি গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করতে পারেননি।[২] ঢাকার খাজা পরিবারে তিনিই সর্বপ্রথম মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করেন। [৩]

খাজা আফযাল একদিকে ছিলেন স্বজাত্যবোধের অধিকারী একজন রাজনীতিক, অন্যদিকে ছিলেন বিশিষ্ট উর্দু ও ফার্সী কবি । কাব্য রচনায় তাঁর উস্তাদ ছিলেন ঢাকার স্বনামধন্য কবি সৈয়দ মাহমুদ আযাদ (১৮৪২ -১৯০৭) ও ইরানী কবি বিসাল সিরাজীর ভাগ্নে মির্যা মুহাম্মদ মাখমুর সিরাযী । বলা হয় যেমন উস্তাদ তেমনি শাগরিদ। এই উস্তাদদ্বয়ের যথাযথ তালীমের ফলে খাজা আফযাল ফার্সী কাব্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি ছন্দ বিশারদও ছিলেন। তিনি অনতিবৃহৎ একটি ফার্সী দীওয়ানের রচয়িতা। মূলত তিনি ছিলেন ফার্সী কবি । তবে বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে তিনি কিছু উর্দু গযলও লিখেছিলেন । ছন্দোবদ্ধ বাক্যাংশ বা শের যোগে 'আবজাদ' অক্ষরের গণনা মুতাবিক ঘটনাপঞ্জির সাল তারিখ বর্ণনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। ঢাকা শহরে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তারিখ রচয়িতা (Chronogram writer) বলে খ্যাত ছিলেন। তাঁর উস্তাদ মাহমুদ আযাদ " আবজাদ " হরফে তারিখ নির্ণয়ের এই দক্ষতার জন্য তাঁকে দ্বিতীয় নাস্‌সাখ[৪] বলে অভিহিত করেন। খাজা আফযাল উঠতে বসতে, চলতে - ফিরতে ছোট- বড় ঘটনার তারিখ " আবজাদ " হরফের হিসাব মুতাবিক ক্ষনেকের মধ্যে পূর্ণশের বা একক চরণ যোগে রচনা করে ফেলতেন। অনেক সময় লাশ দাফন করার পূর্বেই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শের বা চরণের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির মৃত্যু তারিখ রেকর্ড করে ফেলতেন।[৫] এই রীতি ফার্সী ও উর্দুর কবি-সাহিত্যিক ছাড়া অন্যান্য ভাষার কবি - সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা যায়না । এতে ঘটনাসমূহের সাল - তারিখ রেকর্ডে পরিণত হয়, যা পরবর্তীকালে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সঠিক সাল তারিখ নির্ধারনে সহায়তা করে। সাল - তারিখের এরূপ নথিকরণ (Chronology) করতে গিয়ে খাজা আফযাল যে সব কবিতা বা শের লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সেগুলোকে তিন খন্ডে সংকলিত করা হয়। এছাড়া নওয়াব আহসানউল্লাহর সহধর্মীনির মৃত্যু শোকে তিনি " গম-এ - মাহপায়কর" নামে মৃত্যু তারিখ সংবলিত একটি পুস্তিকাও এক সপ্তাহের পরিসরে রচনা করেন। তিনি দাগ দিহলবীর (১৮৩১-১৯০৫) মৃত্যু তারিখ নির্ণায়ক ৭১টি শের এবং নওয়াব স্যার আহসান উল্লাহর বিয়োগ-তারিখ নির্ধারক ৮২ টি " কিতআ " [৬] রচনা করেন । কিন্তু তাঁর কোন

১। Leading Men in the Empire : British India . p. 182
এ বইটি আখ্যা পৃষ্টা ছেড়া বলে প্রকাশনার সাল তারিখ দেওয়া হয়নি।

২। Ibid. P, 183

৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ , ঢাকার কয়েকজন মুসলীম সুধী, ঢাকা , ১৯৯১, পৃঃ -৮৯

৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৫.

৫। রহমান আলী তায়েশ, মুনশী , তাওয়ারীখ - এ- ঢাকা , আরা ১৯১০ , পৃঃ ৩১৫

৬। পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

রচনাই ছাপাখানার মুখ দেখেনি। 'তাওয়ারিখ- এ- ঢাকার' রচয়িতা মুনশি রহমান আলী তায়েশ তাঁর ঐসব রচনার পাভুলিপি স্বয়ং দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু বর্তমানে ঐ সবের কোন হদিস মেলে না। রহমান আলী তাঁর বইতে কয়েক পাতা জুড়ে আফযালের তারিখ নির্ণায়ক কয়েকটি গযল এ ছাড়া তাঁর ফার্সী দীওয়ান ও উর্দু দীওয়ান থেকে বেশ কিছু সংখ্যক গযল কবিতার উদ্ধৃতি দেন। বর্তমানে খাজা আফযালের রচনাবলী পাওয়া না গেলেও রহমান আলীর এসব উদ্ধৃত কবিতার আলোকে তাঁর কাব্যমান মোটামুটি নিরূপণ করা চলে। রহমান আলীতায়েশ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : তিনি কবিতা লিখছেন দেদার । তাঁর কাব্য সাবলীল ।[১] তিনি 'শামসুস শুআরা' (কবিদের সুর্য) খেতাবে ভূষিত হন। রহমান আলী রচিত " তাওয়ারীখ -এ- ঢাকা" গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টি অর্থাৎ ঢাকার উর্দু ও ফার্সী কবি-সাহিত্যিকদের জীবন ও সাহিত্যকর্ম সংবলিত অংশটি খাজা আফযালেরই নির্দেশনা ও সহায়তায় সংযোজিত হয়। এই অধ্যায়ের গোড়াতেই খাজা আফযালের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কাব্য- পরিচিতি স্থান লাভ করেছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সে সময় খাজা আফযাল ঢাকার একজন শ্রেষ্ট উর্দু ও ফার্সী কবি ছিলেন।[২]

আফযালের ফার্সী দীওয়ান থেকে কিছু সংখ্যক শের প্রদত্ত হলো-

شد دل هذف ناوك ناز تو جگرهم

شد درسر سوداے تو هو ش ازسروسرهم

دل دو ختی ازتیر نگه بلكه جگرهم

قربان اداے تو واندازنظر هم

جمعیت دلها ی جهانی شده بر باد

تاباد صبا زلف ترا سا خته برهم

مهرست جگر تفته زمهر رخت ای شوخ

دارد زكلف داغ بدل جرم قمر هم

برجاه مكن ناز كه شد تا جوران را

১। রহমান আলী তায়েশ, পূর্বোক্ত .পৃঃ .৩১৪

২। " " পূর্বোক্ত, পৃঃ .৩১৫

Dhaka University Institutional Repository

برباد زسر چنگ فلك افسرو سرهم

صد درد غم ويك اثر مهر تو در مان

صد زخم دل ويك نظر لطف تو مرهم[১]

খাজা আফযালের কিছু সংখ্যক উর্দু শের তুলে ধরা হলো–

گھر آنے میں نہیں ھان کایہ جھگڑا ھم نہ ما نیں گے

اجی ھر روز کا امر وز فرداھم نہ ما نیں گے

ھے رنگ زود و چشم تر ھمارے عشق کا شا ھد –

تعجب ان کا کھنا ھے یہ دعوا ھم نہ ما ننیں گے

کر یگی دم میں سید ھا آسکو شانہ لیکے مشاطہ

یہ بل لینا تری زلف دوتا کا ھم نہ مانیں گے

سوال ایك بو سہ لب کا جو ھم کر تے ھیں رو روکر

وہ ھنس ھنس کر یہ کھتے ھیں یہ کھنا ھم نہ مانیں گے

نہ دنیا میں زیارت روے زیبا کی ھو ئی حا صل

کر یں گے حشر میں اك حشر بر پاھم نہ مانیں گے

خیال با لھوس تھا اور حیا تھی پا سبا نی میں

حریم خاص میں تھے آپ تنھا ھم نہ مانیں گے– [২]

১। রহমান আলী তায়েশ, পূর্বোক্ত .পৃঃ .৩২২

২। পূর্বোক্ত.পৃঃ. ৩২৩

Dhaka University Institutional Repository

খাজা আতিকুল্লাহ শায়দা

খাজা আতিকুল্লাহ শায়দা (১৮৫৩-১৯২৮) ঢাকার নওয়াব পরিবারে একজন ঐতিহ্যবাহী ও সংস্কৃতিবান সুসন্তান ছিলেন । তাঁর পিতার নাম খাজা আব্দুল মান্নান। তিনি ছিলেন একাধারে উর্দু ঔপন্যাসিক, উর্দু - ফার্সী কবি ও বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ। সাহিত্যের জলসায় যোগদানে তিনি নিয়মিত যোগদান করতেন।[১] ঢাকার খাজা আব্দুল গাফ্ফার ও খাজা মুহাম্মদ আশরাফ ছিলেন তাঁর সমসাময়িক । তাঁর চেহারা ছিল ভাবগম্ভীর ও আকর্ষণীয় । তিনি রইসী ঠাটে থাকতেন।[২] তাঁর বেশ-ভূষা ছিল লখনৌও দিল্লীর উচ্চাভিজাত শ্রেণীর লোকদের ন্যায়।ধর্ম-কর্মে নামায-রোযায় তিনি নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাঁর দানে অনেক নিরাশ্রয় লোকের জীবিকা নির্বাহ হতো।[৩] খাজা শায়দার ইংরেজী জ্ঞান ছিল স্বল্প তবে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে তিনি ছিলেন সুশিক্ষা প্রাপ্ত।তাঁর উর্দু গদ্য রচনায় সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতা লক্ষণীয়। তিনি দুটি উর্দু উপন্যাসের রচয়িতা ।"আফসানা -এ-ইবরত খেয" (افسانہ عبرت خیز)।২৫৫ পৃষ্ঠা সংবলিত "খোদা- কি -শান"(خدا کی شان) শীর্ষক উপন্যাসটি লখনৌর কওমী প্রেস থেকে ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়।এটি এখন দুস্প্রাপ্য । এর একখানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। বঙ্কিম চন্দ্রের (১৮৩৮ -৯৪) বাংলা উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণীর' (دیبی چودھرانی)সংগে এই উপন্যাসটির অদ্ভুত সামঞ্জস্য বলতে গেলে ছত্রে-ছত্রেই মিল রয়েছে । 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থাকারে প্রথমবার প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে। এর ৪/৫ বছর পর ১৮৮৯ সালে আতিকুল্লাহ শায়দার " খোদা - কী- শান" জনসমক্ষে আসে। এদুটি গ্রন্থকে পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, " খোদা - কী- শান" উপন্যাসটি "দেবী চৌধুরাণীর" সরাসরি অনুবাদ না হলেও নিশ্চয়ই এর ভাষা অবলম্বনে লিখিত, যদিও আতিকুল্লাহ শায়দার বইটিতে সেরূপ কোন স্বীকৃতি কোথাও নেই । উপন্যাস দুটির চরিত্র গুলোর নামের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।'দেবী চৌধুরাণীর' চরিত্রগুলো হিন্দু কিন্তু ' খোদা -কী-শান' উপন্যাসের অধিকাংশ স্থলে মুসলমানদের নাম স্থান লাভ করেছে । বঙ্কিমের প্রধান চরিত্র হরভল্লব রায় (দেবী চৌধুরাণী তথা প্রফুল্লের শ্বশুর)) গিন্নী (শাশুড়ী) ব্রজেশর (স্বামী) সাগর (সতীন) , নয়ন তারা (সতীন) ও নিশি (শিক্ষয়িত্রী) এর স্থলে শায়দার উপন্যাসে স্থান লাভ করেছে যথাক্রমে মির্যা বাহাদুর বেগ, বেগম সাহেবা, খুরশিদ মির্যা , ফীরোযী, আকবরী ও শাম-সুননিসা। বঙ্কিমের এখানে প্রফুল্ল নামক যে চরিত্রটি রাণী তথা ডাকাতদের সর্দারনী হয়ে দেবী চৌধুরাণী নাম ধারণ করেছে, সেটি শায়দার এখানেও একই নামে উপস্থাপিত হয়েছে।

মালেকা ও ভবানী পাঠকের নির্দেশ মোতাবিক ১০ বছরের শিক্ষা প্রাপ্তির পর তার নাম হয়েছে 'দেবীচৌধুরাণী "। মুসলমান শাসকের ভয়ে বাংলার যে শেষ হিন্দু রাজা গভীর বনে রত্নরাজি পুঁতে রেখেছিলেন, বঙ্কিমের এখানে তার নাম হলো নীলাম্বর দেব। শায়দার এখানে তাঁর নাম জাগর নাথ। ভবানী ঠাকুর ও রংরাজ - এদুটি চরিত্র উভয় গ্রন্থে একই নামে দেখা যায়। ইংরেজ চরিত্র গুলোর নাম যথা গুডল্যাড, হেষ্টিন, লেফটেন্যান্ট ব্রেনান উভয় উপন্যাসে অভিন্ন। বঙ্কিমের

১। ইকবাল আযীম, মাশরিকী বাংগাল-মে-উর্দু, ঢাকা, ১৯৫৪, পৃঃ ৮৮

২। পূর্বোক্ত

৩। পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বইতে হরভল্লব রায়ের বাড়ী বরেন্দ্র ভূমির ভূতনাথ গ্রাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে, আর শায়দার রচনায় তদস্থলে স্থান পেয়েছে আযমপুর। বঙ্কিম দেবী চৌধুরাণী ' রচনা করেছিলেন যাজপুর (কটক) ও হাওড়ায় অবস্থান কালে। শায়দা তাঁর " খোদা- কী - শান"লিখেছিলেন ঢাকা নগরীতে বসে । তবে তিনি কখন তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তার উল্লেখ নেই। শায়দা ছিলেন অষ্টাদশ শতকের চল্লিশ দশকে কাশ্মীর থেকে ঢাকা আগত খাজা পরিবারের (নওয়াব পরিবার) একজন সদস্য। তাঁর পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দু। তা সত্বেও তিনি সরাসরি বঙ্কিমের দেবী চৌধুরাণীর ভাব অবলম্বনে উপন্যাসটি লিখেছিলেন বলে মনে হয় । কারণ ১৮৯৩ সালের পূর্বে বঙ্কিমের এ উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। 'খোদ-কী-শান' বইটির ভাষায় কোন কৃত্রিমতা নেই। সর্বত্রই প্রবাহ ও প্রাঞ্জলতা বিদ্যমান। বইটি পড়লে মনে হবে এটা একটি মৌলিক রচনা, অনুবাদ নয় এখানেই লেখকের সার্থকতা ।

আতীকুল্লাহ শায়দা তাঁর " খোদা-কী - শান "(خدا کی شان)উপন্যাসের ভূমিকায় বলেছেন যে, স্ত্রী- শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন এবং মেয়েদেরকে সংসার ধর্ম শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যেই তিনি এ গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। খাজা শায়দা 'আফসানা -এ-ইবরত - খেয' শিক্ষণীয় কাহিনী শীর্ষক আরো একটি উর্দু উপন্যাস লিখেছিলেন যা কখনো ছাপাখানার মুখ দেখেনি । বর্তমানে ঐ পান্ডুলিপির কোন হদিস মেলেনা । প্রফেসর ইকবাল আযিম হাকিম হাবিবুর রহমানের গ্রন্থাগারে উপন্যাসটির পান্ডুলিপি দেখেছেন এবং তাঁর " মাশরিকী বাংগাল-মে-উর্দু"(مشرقی بنگال میں اردو) নামক গ্রন্থে সেখান থেকে কিছু উদ্ধৃতিও পেশ করেছেন । তিনি বলেন "এটি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত এতে লক্ষণীয় দুজন ভদ্রবেশী প্রতারকের কাহিনী বর্ণিত রয়েছে । ঐ দুজন প্রবঞ্চক মেকি অলংকার ও রত্নের বিনিময়ে ঢাকা থেকে প্রচুর স্বর্ণ পাচার করে নিয়ে যায়। তারা বেনারসেও ঐরূপ একটি ব্যাপার ঘটায়। ধৃত অবস্থায় তাদের কে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়, এবং তারা এখানে শাস্তি ভোগ করে। খাজা শায়দা ঘটনাটিকে কল্পনার রঙ্গে রাঙ্গিয়ে একটি উপন্যাসাকারে পেশ করেন। ৮০ পৃষ্টার এই উপন্যাসটি ১৯০৭ সালে রচিত হয় ।

শায়দা ভাল একজন উর্দু কবিও ছিলেন । অধ্যাপক ইকবাল আযীম ঢাকার নওয়াব বাড়ীর গ্রন্থাগারে শায়দার দুটি নোটবুক পেয়েছিলেন। ফুল স্কেপ সাইজের ১০৪ পৃঃ জোড়া একটি নোটবুকে জনৈক হস্তলিপি বিশারদ কর্তৃক শায়দার কবিতাসমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। ঐ নোট বুকের ভূমিকায় শায়দা উর্দু গদ্যে যে কয়েকটি কথা লিখেছিলেন , তাতে সংগীতের বিষয়বস্তু কি ধরণের হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ "এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এ পৃথিবীতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বতন্ত্র একটা ঝোঁক থাকে এবং তার জন্য সে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে। আমার ঝোঁক রয়েছে সংগীতে এবং তাতে আমি আমার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুই অর্জন করতে পারিনি। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, আগেকার মহাপুরুষদের সংগীতে মুনাজাত আর দোআ-ই বেশী স্থান লাভ করতো। কিন্তু এখন সে সবের নাম গন্ধও নেই। এখনকার গানের প্রধান উপাদান হলো অশ্লীল আর বেহুদা কথা। আমি আমার রুচি মাফিক কিছু গান লিখেছি। আমি এ দিকটির প্রতি কঠোরভাবে লক্ষ্য রেখেছি যে, গানগুলো যেন বিষয়বস্তুহীন না হয়।"[১]

১। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ২৩৩-৩৪

Dhaka University Institutional Repository

খাজা শায়দার ঐ নোটবুকে ঠুংরি , কাহারবা , খেয়াল, দেস -মল্লার, কাফি, ললৎ , কালাংড়া, মুলতান, পিলু, শাহানা, রামকেলি এক কথায়, সংগীতের প্রত্যেকটি রাগ- রাগিনী ভিত্তিক কবিতা, যেমন রুবাই, বন্দ, কিতআ, নযম, ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি রাগ-রাগিনীর লয়েরও ইংগিত ছিল। তিনি প্রচলিত -রাগ-রাগিনী গুলোকে ভেংগে নতুন রাগ-রাগিনী সৃষ্টি করেছিলেন । কোন জলসা বা কোন অনুষ্ঠানে কি ধরণের গান গাওয়া বা কবিতা পাঠ করা উচিত সে সম্পর্কেও ঐ নোটবুকে নির্দেশ ছিল। ঐ নোট বুকে তাঁর ১০৩টি রাগ-রাগিনী বিশিষ্ট গান ছাড়া ১৯টি গযলও ছিল। গযলগুলোর মধ্যে ১৩টি ছিল শায়দার নিজ নামে। অবশিষ্ট গুলোর সাথে অন্যান্য কবির নাম জুড়ে রাখা হলেও মূলতঃ সবগুলো ছিল শায়দার স্বরচিত । প্রত্যেকটি গযলের সাথে রচনার তারিখ উল্লেখ ছিল। শেষ গযলটি ছিল ১৯১২ সালে লেখা। গযলগুলোর মধ্যে ৪টি ছিল ফাসীতে উর্দু ও ফাসী গযল ছাড়া ঐ নোট বুকে উর্দু কাসীদা মর্সিয়া, সালাম, নওহা, তাহনিয়ত, সাহারা, মুখাম্মাস, কিত্আত, এবং রেখ্তী কবিতাও ছিল। [১]

অপর একটি নোটবুকেও উক্ত নোটবুকের ন্যায় বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর ছাঁচে ঢালা তাঁর অনেক কবিতা লিপিবদ্ধ ছিল। তাছাড়া এই নোটবুকে খাজা আব্দুল করিম, খাজা আহসানুল্লাহ শাহীন, খাজা আব্দুল গফুর আখতার এবং ঢাকার অন্যান্য কবিরও অনেক গীত ছিল। কবি হাফেয, ইশরতী, আমীর খুসরু, মীর তাকী মীর , জামী, ওয়াজীদ আলী শাহ্, আখতার প্রমুখেরও কিছু গযল কবিতা তাতে সংগৃহীত হয়েছিল । এগুলো গাওয়ার জন্যই বোধ হয় ঐ নোট বুকে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল। [২]

প্রফেসর ইকবাল আযীম তাঁর "মাশরীকি বাংগাল মে -উর্দু" গ্রন্থে শায়দার যথেষ্ট সংখ্যক উর্দু ও ফার্সী গযল তাঁর নিকট সংরক্ষিত রয়েছে বলে দাবি করেন ।[৩] আতিকুল্লাহ শায়দা ১৯০৮ সালে ১৩ পৃষ্ঠার একটি কবিতা সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন। এতে আরবী বর্ণনানুক্রমে " রদীফ-এ-লাম" পর্যন্ত বেশ কতগুলো শের সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল।

আতিকুল্লাহ শায়দার রচিত গজল থেকে কয়েকটি শের পেশ করা হল।

دل جو لگا یا صد مہ ائھا یا آخر کیوں یہ کام کیا

اچھے خاصے شہزادے نے اپنے کو بدنام کیا

صبح ہے اپنی صبح قیامت شام ہے اپنی شام غریباں

رات گزاری آہ وبکا میں دن کو جوں توں شام کیا

عمر گزاری عشق بتاںمیں اب بیھٹے کیا روتے ہو

فکر کرو کچھ آخر کی بھی عمر کویوں ہی تمام کیا [৪]

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৫

২। ইকবাল আযীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৯

৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯২

৪। পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

খাজা মুহাম্মদ আদেল

খাজা মুহাম্মদ আদেল (১৯০৪-১৯৭৩) ঢাকার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যামোদী ও বিশিষ্ট খেলোয়াড় ছিলেন। খাজা মুহাম্মদ আযম তাঁর পিতা খাজা আতিকুল্লাহ শাহযাদা শায়দা তাঁর দাদা, এবং নওয়াব খাজা আহ্সানুল্লাহ তাঁর নানা ছিলেন। পুরানো রীতি-নীতি অনুসারে খাজা আদেল আরবী, ফার্সীর শিক্ষা অর্জন করেন নিজ গৃহে । তাঁর জন্য এটা গৌরবের বিষয় ছিল যে, তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন তাঁর দাদা খাজা আতিকুল্লাহ শায়দার ন্যায় একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের নিকট। নিজ পরিবারে প্রচলিত ফার্সী, আরবী, শিক্ষা ছাড়াও খাজা আদেল তফসীর , হাদীস, ইতিহাস এবং ফিকহ বিষয়েও দক্ষতা অর্জন করেন। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো তিনি কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে যথারীতি ইংরেজী শিখেননি। এভাবে যতটুকু শিখেছেন নিজে নিজেই তা আয়ত্ব করেছেন কোন শিক্ষকের কাছে তিনি যাননি। এসত্ত্বে ও তিনি ভাল ইংরেজী জানতেন , ভাল ইংরেজী লিখতে পারতেন, [১] এবং বলতেও পারতেন । তিনি ইংরেজী সাহিত্য পড়ে বেশ উপভোগ করতেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি কাব্যচর্চা করতেন । ১৯৪১ সাল থেকে তিনি যথারীতি উর্দু কাব্য রচনা শুরু করলেন, এবং কবি সম্মেলনে যোগদান করতে লাগলেন। প্রথম দিকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মৌলবী শাআদাত্তুল্লাহর নিকট তাঁর কবিতা সংশোধন করাতেন । অতঃপর মামাত ভাই কবি খাজা বেদার বখতের কাছেও অনেক জ্ঞান অর্জন করেন । পরবর্তী সময়ে তিনি কখনো কখনো রেজাআলী ওহ্শাতের নিকট কবিতা সংশোধন করাতেন। [২]

খাজা আদেল ফার্সী কবিদের মধ্যে আমীর খসরু, হাফেয, ও জামীর, কাব্য খুবই পছন্দ করতেন । উর্দু কবিদের কাব্য তিনি কখনো আগ্রহ সহকারে পড়তেন না। তবে উর্দু কবিদের সংস্রব ও সাহচর্যকে তিনি তাঁর সাহিত্যরসিক অভিরুচি বৃদ্ধির সহায়ক বলে মনে করতেন। বিভিন্ন সময় উর্দু কবি নাতিক লখনৌবী, আরযু লখনৌবী, এবং রংগরস সাহিত্যিক সৈয়দ মুহম্মদ আযাদের সাহচর্য লাভের সুযোগ তাঁর হয়েছিল। হাকীম হাবীবুর রহমানের সাহচর্যে তিনি জীবনের প্রধান একটি অংশ অতিবাহিত করেন। তাঁরা উভয়ে এককভাবে 'জাদু'(جادو)পত্রিকার (ঢাকা) সম্পাদনা করতেন। হাকীম সাহেবের " আসুদগানে -এ- ঢাকা " (آسودگان ڈھاکہ)

'ঢাকা পচাস বরস পহলে'(ڈھاکہ پچاس برس پہلے)শীর্ষক গ্রন্থ দ্বয়ের উপাদান সংগ্রহে এবং সে দুটির প্রস্তুতি পর্বে তিনি বিশেষ সহায়তা করেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৯ সালে ইংরেজী দৈনিক "ডন' পত্রিকা আয়োজিত "কবি - সম্মেলনে" (মুশাআরা) যোগদানের উদ্দেশ্যে খাজা আদেল করাচী গমন করেন, এবং এ উপলক্ষে তিনি লাহোর, ভাওয়ালপুর ও মুলতান ভ্রমণ করেন। ভারত বিভাগের পূর্বেও ১৯২৪ সালে তিনি একবার লখনৌ, আজমীর, বেনারস, আগ্রা ইত্যাদি স্থান সফর করেছিলেন। এদুটি সফর ছাড়া তিনি আর কখনো বাংলার বাহিরে যাননি। -৩

১। ইকবাল আযীম, মাশরিকী বাংগাল-মে-উর্দু, ঢাকা, ১৯৫৪, পৃঃ ৩২৮

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৯

৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

"জাদু" (১৯২৩)পত্রিকার প্রকাশনা খাজা আদেলের বিশেষ একটি অবদান। খাজা মুহাম্মদ আযমের তত্ত্বাবধানে এবং খাজা আদেল ও হাকীম হাবীবুর রহমানের যুগ্ম সম্পাদনায় জাদু পত্রিকাটি ১৯২৩ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। কয়েক বছর পর তা বন্ধ হয়ে যায়। খাজা আদেলের চেষ্টায় পত্রিকাটি ১৯৪৩ সালে পুনঃ প্রকাশিত হয় এবং ১৯৪৬ সাল পযর্ন্ত তা অব্যাহত থাকে । ঐ সময় বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল ঢাকায় একটি উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করা সহজ সাধ্যছিল না। তা সত্বেও উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয়ের চেষ্টায় তা সম্ভব হয়ে উঠে। দ্বিতীয় দফা "জাদু" প্রকাশিত হলে খাজা আদেল তাতে ধারাবাহিক ভাবে বাংলার উর্দু কবিদের বিভিন্ন দিকে আলোচনা করতে শুরু করেন। ২০/২৫ জন উর্দু কবির ফল প্রসু বিস্তারিত আলোচনা তাতে স্থান লাভ করে। বিশেষ কারণে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এর যে সংখ্যাগুলো বের হয়ে ছিল সেগুলোও আজ দুষ্প্রাপ্য ।[১] খাজা আদেল যে সব উর্দু কবিতা রচনা করেন সেগুলো তিনি সংরক্ষন ও সংকলন করেনি। ইকবাল আযীম তাঁর কতগুলো শেরের উদ্ধৃতি দেন । তাঁর কাজের মান নিম্নতর নয় । [২]

খাজা আদেল গল্প পছন্দ করতেন না । তিনি প্রধানত সাহিত্যও ধর্ম গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন। কেবল গ্রন্থ পাঠ আর সাহিত্য চর্চাই নয়, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি ও টেনিস খেলার প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল। তিনি শিকারও পছন্দ করতেন । তিনি ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী একজন সুপুরুষ ।

নিম্নে খাজা আদেলের একটি উর্দু গজল পেশ করা হলো।

تیرا مقام اگرچہ ہے وہم و گماں سے دور
لیکن نہیں ہے دیدہ صاحب دلاں سے دور
طائر کو آشیاں میں کہاں امن ہے نصیب
بجلی دکھائی دیتی ہے گو آشیاں سے دور
تو ہی بتا دے میرے لئے ہے کوئی جگہ
تیری زمیں سے دور ترے آسماں سے دور
دنیا کا حال دیکھ کے گھبرا گیا ہے دل
جی چاہتا ہے چل دوں کہیں اس جہاں سے دور
جو ہمسفر ہیں ہونے نہیں دیتے ہم قدم
ہوں ساتھ کارواں کے مگر کارواں سے دور- [৩]

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৪

২। পূর্বোক্ত পৃঃ ১৮৫

৩। ইকবাল আযীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩০

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকটি উর্দু শের

سب سے نظر بچا کے وہ چشم حیا پر ست

اك بار اٹھ گئی جواِدھر کچہ نہ پو چھے

بیگانہ وار گذرے وہ یہ بھي فریب تھا

پو شیدہ التفات نظر کچہ نہ پو چھئے

کھو یا ھواسا بیٹھا تھا میں ان کی بزم میں

کیا کھہ رھی تھی ان کی نظر کچہ نہ پو چھئے –[১]

১। ইকবাল আযীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩০-৩৩১

Dhaka University Institutional Repository

খাজা মুহাম্মদ ইসমাইল যবীহ

খাজা মুহাম্মদ ইসমাইল যবীহ (১৮৮১-১৯৫৯) ছিলেন ঢাকার একজন বিশিষ্ট রইস, খ্যাতনামা পন্ডিত ,উর্দু কবি ও নিপুন ক্রীড়াবিদ । রিভারভিউ নামে অভিহিত তাঁর মনোরম বাসভবনটি ছিল বুড়িগংগা নদীর তীরে অবস্থিত। নদীর দৃশ্য ও উন্মুক্ত সমীরন তাঁকে কবিমনস্ক, ভাবুক ও কোমলমতি করে তুলেছিল । তাঁর পিতা খাজা সলীমুল্লাহ ওরফে ভোলা মিয়া একজন সুফী ভাবাপন্ন লোক ছিলেন। স্বভাবতই ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তাঁর বিরাগ ছিল । তিনি ইসমাইলের ৮ বছর বয়সেই নিজ ঘরে তাঁর কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ১২ বছর বয়সে ইসমাইল পিতৃহারা হন এবং তাঁর শ্বশুর (ভাবী) নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহর ছায়াতলে লালিত পালিত হন। ১৯ বছর বয়সে তিনি প্রাচ্য শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[১]

উর্দু-ফার্সী ও আরবীতে খাজা ইসমাইলের বিশেষ জ্ঞান ছিল। তিনি পেশাগত কবি ছিলেন না।[২] তিনি যে সামান্য সংখ্যক উর্দু গযল রচনা করেছেন তা তাঁর কাব্য প্রতিভার পরিচয় বহন করে। খাজা ইসমাইলের কোন কাব্য পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়নি। রিয়ায খায়রাবাদী প্রকাশিত " ফিতনা" নামক সাময়িকীতে তাঁর কিছু সংখ্যক গযল প্রকাশিত হয়। ইকবাল আযীম তাঁর বেশ কয়েকটি শেরের উদ্ধৃতি দেন।[৩] কাব্য রচনা ক্ষেত্রে খাজা ইসমাইল দাগ দিহলবীর শাগরীদ নাসিম হালসবীর শিষ্য ছিলেন । ইনি ছিলেন নওয়াব সলিমুল্লাহর মীর মুনশি । নাসিম হালসবীর মৃত্যুর পর খাজা ইসমাইল দাগ দেহলবীর অপর শাগরিদ খাজা বেদার বখতের সাথে কাব্য সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করতেন । সুতরাং খাজা ইসমাঈল স্বভাবতই নিজ উস্তাদের উস্তাদ দাগ দেহলবীর প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেন। এছাড়া তিনি বিশেষ করে হাকীম মুমিন খারও অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। স্থানীয় কবি- সাহিত্যিকদের মধ্যে হাকীম হাবীবুর রহমান, খাজা মমতাজ বখত, শরফূদ্দীন শরফ, মির্যা ফকীর মুহাম্মদ, সৈয়দ আযাদ, সৈয়দ মাহমুদ আযাদ, প্রমুখের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। শেষোক্ত ব্য ক্তির নিকট তিনি কাব্যশিল্পের শিক্ষাও গ্রহণ করেছিলেন।[৪]

বাংলাদেশে উর্দুর প্রচলন ও জনপ্রিয়তা সাধনে খাজা ইসমাইল অন্যতম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন । পূর্ববংগীয় 'আনজুমান -এ-উর্দুর' (انجمن اردو) জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন হাকীম হাবিবুর রহমান। ইসমাইল ছিলেন সহকারী সেক্রেটারী। (১৯৩২-১৯৪২) ঐ আঞ্জুমানের উদ্যোগে ঢাকায় ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত মাসিক উর্দু মুশআরা (কবি সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হতো । ঐসব মুশাআরায় খাজা ইসমাইল , খাজা বেদার বখত, ডক্টর আন্দালীব শাদানী, মির্যা ফকীর মুহাম্মদ, প্রমুখ যথারীতি অংশ গ্রহণ করতেন, এবং কখনো কখনো ওয়াহশাত কিলকাত্তাবীও যোগদান করতেন । মুশআরায় উপস্থাপিত কবিতা সমুহের সংকলন "দীদায়ে হায়রাত" শিরোনামে

১। ইকবাল আযীম, মাশরিকী বাংগাল-মে-উর্দু, ঢাকা, ১৯৫৪, পৃঃ ২৩১

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৩

৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৪

৪। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

যথারীতি প্রকাশিত হতো । খাজা ইসমাইলই এসব প্রকাশনার ব্যয় বহন করতেন। তাঁর বাসভবনেও মাঝে মাঝে আলাপ আলোচনার আসর অনুষ্ঠিত হতো। ঐ সব আসরে মির্যা ফকীর মুহাম্মদ, খাজা মুহাম্মদ আলীম, খাজা মুহাম্মদ আদেল, সৈয়দ শরফুদ্দিন, মওলানা ওয়াহ্শাত, সৈয়দ ফযল আহমদ ফযলী যোগদান করতেন।[১] আবু যোহা নুর আহমদ বলেন, হাকীম হাবীবুর রহমানের বাড়ীতে একরাত্রে মুশাআরা হয়েছিল । তাতে খাজা ইসমাইল স্বরচিত একটি উর্দু কবিতা পড়েছিলেন ।

ইসলাইল যাবীহর কয়েকটি উর্দু শের নিম্নে পেশ করা হলো

ایک نظّار ے کی حسرت خوب ھے

دور کی صاحب سلامت خوب ھے

میرے خط میں غیر کو لکھا سلام

واہ یہ طرزِ کتابت خوب ھے

آئینہ ھر وقت ھے پش نظر

سچ ھے منہ دیکھی محبت خوب ھے

رسم الفت کو جو بُرا جانے

درد دل کی وہ قدر کیا جانے

بادہ عشق میں ھے لزت کیا

زاھد خشك اسکو کیا جا نے-[২]

১। ইকবাল আযীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৭

২। পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

খাজা মুহাম্মদ আযম

খাজা মুহাম্মদ আযম (১৮৭৪-১৯৫৪) ছিলেন খাজা আতীকুল্লাহ শায়দার বড় পুত্র এবং নওয়াব স্যার আহ্সানুল্লাহর জামাতা ।[১] খাজা আযম বাংলার অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। ঢাকায় তাঁর বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর স্মৃতিস্বরূপ ঢাকায় কে . এম,আযমলেন নামে একটি গলির নামকরণ করা হয়েছে।[২]

তিনি উর্দু , ফার্সী বাংলা ও ইংরেজী এই চারটি ভাষাতেই ভাল জ্ঞান রাখতেন। তিনি " *Panchayat System of Dhaka* শীর্ষক একটি বই রচনা করেন । ৬১ পৃষ্ঠার এ বইটি কলকাতার গুপ্ত মুখার্জী এন্ড কোম্পানী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার সাল তারিখ উল্লেখ নেই। খাজা আযম স্বয়ং ইংরেজী বইটির উর্দু অনুবাদ করেন এবং তা "ইসলামী পঞ্চায়েত ঢাকা" (اسلامی پنچایت ڈھاکہ) নামে অভিহিত করেন । ৮০ পৃঃ এ বইটি ১৯১১ সালে[৩] কলকাতার নুসরাতুল ইসলামী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এটি অতীত ঢাকার একটি সামাজিক ইতিহাস। এতে খাজা আযম ঢাকার পঞ্চায়েত প্রথার ইতিহাস, এ প্রথা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে এর গঠনপ্রনালী পঞ্চায়েত প্রধান তথা সর্দারদের ক্ষমতা , তাঁদের সামাজিক দায়-দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত ইত্যাদিব্যাখ্যা করেন। বইটির প্রথম দিকে তিনি ঢাকা শহরের ঐতিহ্য বর্ণনা করে শহরটিকে "প্রাচীন স্মৃতির প্রতীক" এবং এখানকার অধিবাসীদেরকে ঐতিহ্য -পূজারী বলে অভিহিত করেন।[৪] পঞ্চায়েত প্রথাকে তিনি পূর্ববাংলার মুসলমান কর্তৃক আবিস্কৃত একটি গণতান্ত্রিক শাসন প্রথা বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, পূর্ববাংলার মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই বহিরাগত ইসলাম প্রচারক পীর-ফকীরগণ এবং এখানকার ইসলাম-দীক্ষিত মুষ্টিমেয় মুসলমান তাঁদের ইসলামী বিধিবিধান পালনও পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির উদ্দেশ্যে এই প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন।[৫] অধিবাসীদের চলিত ভাষার ভিত্তিতে ঢাকার পঞ্চায়েত দুইভাগে বিভক্ত ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। সে দুটি হলো " বারাহ পঞ্চায়েত " ও" বাইস পঞ্চায়েত"। যে সব এলাকার অধিবাসীরা মুসলমানী বাংলায় কথা বলতো, সেখানকার পন্চায়েত সমূহ "বারাহ পন্চায়েত " বলে অভিহিত ছিল। এরা ছিল এখানকার আদি অধিবাসী । আবার যে পাড়ার ভাষাছিল উর্দু, সেখানকার "পঞ্চায়েত " সমূহকে বলা হতো বাইস পনচায়েত এরা ছিল বহিরাগত বিশেষত উত্তর ভারত থেকে আগত।[৬]

পঞ্চায়েত সংক্রান্ত বইটি ছাড়া খাজা আযম শরৎবোসের একটি উপন্যাসের উর্দু অনুবাদ করে তা 'বড়ী বহু' (বড় বৌ) নামে অভিহিত করেন। ১৫২ পৃষ্ঠার এ অনুদিত বইটি ১৯২১ সালে লা-হোরের জর্জ স্টীম প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকের কথা থেকে জানা যায় যে, বইটি তিনি

১। Who's who in *India*, part viii , Lucknow, 1911, P 34.

২। আযম, মুহম্মদ খাজা, ইসলামী পঞ্চায়েত ঢাকা, কলকাতা, ১৯১১,পৃঃ ৪১.

৩। Jyotis chandra Das Gupta. National Biography for India, Vol, VI. Dhaka 1919. pp,11-12

৪। I bid. p.12

৫। আযম , মুহাম্মদ খাজা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬-৭

৬। ইকবাল আযীম, মাশরিকী বাংগাল-মে-উর্দু, ঢাকা, ১৯৫৪, পৃঃ ২১৮

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৮ সালে কোন এক সফরের অবসর মুহূর্ত গুলোতে অনুবাদ করেছিলেন। পাকিস্তান আমলের গোড়ার দিকে তিনি ঢাকা রেডিও কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে "যামানে -কে -আন্দায বদলেগায়ে" (زمانے کے انداز بدل گئے) (কালের গতি প্রকৃতি বদলে গেছে) শীর্ষক একটি উর্দু প্রবন্ধ পড়ে শোনান । খাজা আযম একজন সংগীতজ্ঞও ছিলেন। তাঁর পিতা আতীকুল্লাহ শায়দা রাগ - রাগীনির যে বইটি (অপ্রকাশিত) রেখেগেছেন তাতে তিনি তাঁর "ইসলামী পঞ্চায়েতে ঢাকা" নামক বইটি "Panchayat System of Dhaka" শীর্ষক পুস্তকের হুবহু অনুবাদ নয়। এটাকে শেষোক্তটির অনুবাদ বলা যায় । খাজা আযম 'ইসলামী পঞ্চায়েত ঢাকার' ভূমিকায় নিজেই বলেছেন, ইংরেজী বইটি ইংরেজী শিক্ষিতদের রুচি মোতাবেক লিখিত হয়েছে। এতে প্রতিপন্ন হয় যে, খাজা আযম উর্দু বইটি বিশেষত সাধারণ মুসলমান পাঠকদের জন্য লিপিবদ্ধ করেন।[১] এদেরকে বলা হতো " খোশবাস " (সুখী শ্রেণী) পুত্রের (আযম) গীত প্রীতির কথা উল্লেখ করেন।"হাকীম হাবীবুর রহমান খাজা আযমকে একজন কবি বলেও উল্লেখ করেন"।

খাজা মুহাম্মদ আযমের কয়েকটি উর্দু শের নিম্নে পেশ করা হলো।

کس طرح کھئے یار نے مارا
اس تغافل شعار نے مارا
آنکھیں پتھرا گئیں مری آخر
دید کے انتظار نے مارا
سینہ گلشن بنا ھے داغوں سے
ھائے اس گل زار نے مارا
ایک جاں کیا ھزار جان قربان
اس کے غمزے نے،پیار نے مارا
یار کا شکوہ کیجئے بے سود
اس دل بے قرار نے مارا
اعظم دل شکستہ کو آخر
دل کي چاھت نے پیار نے مارا-[২]

৭। ইকবাল আযীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৭

৮। পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

খাজা মুহাম্মদ মুআয্‌যম

খাজা মুহাম্মদ আযমের সহোদর ছোট ভাই খাজা মুহাম্মদ মুআয্‌যম ও ঢাকার নওয়াব পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন । তিনি আরবীও ফার্সীতে দক্ষ ছিলেন। তিনি বেশ কিছু কাল ঢাকার সেশন জজ ছিলেন। জনসেবার স্বীকৃতি স্বরূপ গভর্নমেন্ট তাঁকে " খানবাহাদুর " খেতাবে ভূষিত করেন। তিনি প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় লোক ছিলেন।[১]

খাজা মুআয্‌যম কাব্যচর্চা করতেন প্রবন্ধও লিখতেন । সাংবাদিকতার প্রতিও তাঁর ঝোঁক ছিল। অবসর সময়ে তিনি বই পুস্তক লিখতেন। হাকীম হাবীবুর রহমান ও খাজা আদিল প্রকাশিত "জাদু" (৯১৮)(ঢাকা) পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে খাজা মুআয্‌যমের তত্বাবধানে তা পুনঃ প্রকাশিত হয়, তাঁর ভাতিজা খাজা মুহাম্মদ আদিল (খাজা আযমের পুত্র) যখন "জাদু" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তখন খাজা মুআয্‌যমই প্রকৃত পক্ষে ঐপত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সমূহ লিখতেন। এ পত্রিকার মুদ্রন ও প্রকাশনার দায়দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তাঁর উপর। তিনি 'তুহ্‌ফাতুত্ তালিবীন' (تحفۃ الطالبین) শীর্ষক ১৪৪ পৃষ্ঠার একটি উর্দু পাঠ্য পুস্তক শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা করেন। বইটি ১৮৯৯ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[২] খাজা মুআয্‌যম ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ ছিলেন । ঢাকার জিল্কিরা হাবীবিয়া কলেজের ট্রাষ্টী -বোর্ডের তিনি অন্যতম ট্রাষ্টি ছিলেন। তিনি এই কলেজের শুভাকাঙ্খী ছিলেন। নওয়াব সলীমুল্লাহর কন্যা খুরশীদ বানুকে তিনি বিয়ে করে। ১৯৩৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তিনি ঢাকায় ইনতিকাল করেন।

১। ইকবাল আযীম, মাশরিকী বাংগাল-মে-উর্দু, ঢাকা, ১৯৫৪, পৃঃ ১৩৭

২। পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

খাজা মুহাম্মদ আসগড়

খাজা মুহাম্মদ আসগড় (মৃত: ১৯০৮) ছিলেন ঢাকার এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব । তদানীন্তন ঢাকা নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক (পরে স্কুল ইন্সপেকটর) ও পূর্ব বংগ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দীননাথ সেন (১৮৩৯-১৮৯৮) ছিলেন তাঁর সহপাঠি ও বিশেষ বন্ধু ।[১] খাজা আসগর নওয়াব আব্দুল গনীর জ্যেষ্ঠ কন্যাকে বিয়ে করেন। ঢাকার সমাজ জীবনের সাথে তিনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন । ১৮৬৩ সালে তিনি ঢাকায় নওয়াব আব্দুল লতিফ প্রতিষ্ঠিত "মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির " একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। [২]

খাজা আসগর ভাল উর্দু জানতেন। তিনি নওয়াব আব্দুল গনী ও নওয়াব আহ্সানুল্লাহর নির্দেশে উর্দুতে " তারীখ -এ- আযাদী -এ আমেরিকা " শীর্ষক একটি সুন্দর পুস্তক রচনা করেন। তিনি এ বইটিকে " জংগ এ-হাফাত সালাহ " (সাত বছরের যুদ্ধ) নামেও অভিহিত করেন। ১০৪ পৃঃ সংবলিত এর- একখানা মুদ্রিত বই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। বইটির আখ্যা পৃঃ ছেঁড়া বলে এর প্রকাশনার সাল তারিখ জানা হলোনা। নওয়াব আহসানুল্লাহ শাহীনের নির্দেশনা ও সহায়তায় ১৮৮৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী " আহসানুল কাসাস" নামে একটি উর্দু সাপ্তাহিক ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। সেই সংখ্যায় খাজা আসগরের "তারিখ -এ-আযাদী -এ-আমেরিকা" (تاریخ آزادی امریکہ) গ্রন্থের প্রারম্ভিক কিছুটা অংশ প্রকাশিত হয়। এতে অনুমিত হয় যে, বইটি ঐ সময়ের পর কোন এক সময় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বইটি আমেরিকার স্বাধীনতা বিপ্লব সম্পর্কে লিখিত। [৩]

খাজা আসগর রচিত " তারীখ -এ - আযাদী- এ- আমেরিকা " গ্রন্থে ৭টি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায় আমেরিকায় গণতান্ত্রীক সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা (৪ঠা জুলাই ১৭৭৬) দ্বিতীয় অধ্যায়ে জেনারেল বরগোইনের গ্রেফতার, তৃতীয় অধ্যায়ে সাগর যুদ্ধে আমেরিকার জয়লাভ, চতুর্থ অধ্যায় যুদ্ধ চলা কালে ঔপনিবেশিকদের দুর্দিন ও সাময়িক পরাজয়, পঞ্চম অধ্যায়ে মিঃ আর্নলেন্ডর গ্রেফতার, ষষ্ট অধ্যায়ে লর্ডকর্ন ওয়ালিসের গ্রেফতার, এবং সপ্তম অধ্যায়ে জর্জ ওয়াসিংটনের স্বাধীনতা যুদ্ধ কালীন সেনাপতির পদ থেকে ইস্তফা ও সেনা বাহিনী থেকে বিদায় গ্রহণের বর্ণনা রয়েছে ।[৪] বইটি পড়লে মনে হবে যে, বইটি আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ সংক্রান্ত সে সময়কার বিভিন্ন সুত্রে প্রাপ্তব্য তথ্যাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফ হাল ছিলেন ।

১। অদিনাথ সেন, দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববংগ, ২য় খন্ড কলিকাতা, ১৯৪৮, পৃঃ ৭৭

২। Sharif Uddin Ahmed, Dacca, London, 1986, P. 79

৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ৬৪

৪। খাজা মুহাম্মদ আসগড়, তারীখে আযাদী-এ-আমেরিকা, পৃঃ ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

খাজা মমতাজ বখত

খাজা মমতাজ বখত ছিলেন খাজা বেদারের ছোট ভাই । খাজা বেদারের মত তিনি ও দাগ দেহলবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম দিকে ব্যবসা করতেন। পরে অবশ্য দরবেশও সুফীদের মত জীবন যাপন করেন। শেষ জীবনে তাঁর মধ্যে সুফীভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি ভাল কবিতা লিখতেন । তিনি কুরআন হিফয করেন ও হজ্জ পালন করেন।

প্রফেসর ইকবাল আযীম তাঁর (مشرقی بنگال میں اردو) "মাশরিকী বাংগাল-মে - উর্দু" গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন। খাজা মমতাজ বখতের এক আত্মীয় খাজা আলিমুল্লাহ সাহেব তাঁকে মমতাজ বখতের একটি কাব্যগ্রন্থ দিয়েছিলেন সেখানে তিনি খাজা বেদারের এবং কিছু খাজা মমতাজ বখতের গজল সংগ্রহ করেছিলেন। ঐ কাব্য গ্রন্থে মমতাজ সাহেবের ২৮ টি গজল এবং কওমী নযম রয়েছে ।[১]

মমতাজ বখতের অপর একটি প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ "اسلام کی پکار" (ইসলাম কি পাক্কার নামে) প্রকাশিত হয়েছে। ইহা ১৯৫১ সালে করাচী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে তাঁর উর্দু গযল থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হলো :

ادا قاتل نظر قاتل تمہارا گھر قاتل

پھراٹھنا بیٹھنا بھی ہے انہیں کے درمیاں مجھکو

ملادوں گاھراك بچھڑے ہوئے قطرہ کودریا سے

کسی دن دعوتِ آغوش دے سیل رواں مجھکو

مہارت رنگ وبو کی کچھ نہ کچھ ہو جائے گی پیدا

ابھی کئے دن ہوئے گلشن میں رکھے آشیاں مجھکو [২]

১। কানিজ-ই-বাতুল, নিবন্ধমালা পঞ্চম খন্ড, জুন ১৯৮৯, মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাঃ বিঃ পৃঃ ৫৫

২। ইকবাল আযীম, মাশরিকী বাংগাল-মে-উর্দু, ঢাকা, ১৯৫৪, পৃঃ ২২১

Dhaka University Institutional Repository

খাজা বেদার বখত

খাজা বেদার বখত (১৮৮৪-১৯৪২) খাজা বংশের যোগ্যতম উত্তর সূরী ছিলেন। প্রথমে তিনি মৌলভী আবদুল লতীফের নিকট শিক্ষা লাভ করেন । সরকারী মাদ্রাসা হতে মেট্রিক পাস করে সাব রেজিস্ট্রারের পদে নিযুক্ত হন । ঢাকার আহ্সান মঞ্জিলে তাঁর বাসস্থান ছিল। সেখানে তিনি অধিকাংশ সময় নির্জনবাসী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করতেন। সরকারী চাকরী জীবনে তাঁর গ্রাম্য জীবন অতিবাহিত করতে হতো । এবং যখন শহরে আসতেন তখন ঘরে বসে কবিতা চর্চায় মগ্ন থাকতেন। হাকিম হাবীবুর রহমান তাঁর সহচর ছিলেন। খাজা বেদারের ছোট ভাই মমতাজ বখ্ত একজন ভাল কবি। তিনি এখন করাচী মসজিদের ইমাম তাঁরা দুইভাই বন্ধুর মত ছিলেন। তিনি সহজসরল ভাষায় কবিতা লিখতেন । আন্দালিব শাদানী ছিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু ।

খাজা বেদারের কবিতা 'জাদু' (جادو)পত্রিকাও " গোলদাস্তা " নামক কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়। তিনি ঢাকার কয়েকজন নাম করা কবি খাজা আব্দুল গফুর কমর , শরফুদ্দীন শরফ , মির্যা ফকীর মুহাম্মদ;ও খাজা আদিলের ওস্তাদ ছিলেন। [১]

তাঁর উর্দু গযল হতে কয়েকটি শের পেশ করা হলঃ

ہمارے گھر بھی وہ ائے گے غیروں کے بھی گھر میں
مگر تھا فرق یہ ٹھرے کھیں دم بھر کھیں برسوں

بجا ھے تم تو وعدے کے بڑے سچے ھو کیا کھنا
ھمیں جھو تے ھیں دم دیتے رھے تم کو ھمین برسوں

بت پرستی میں تو پیدار کئی ساري عمر
لوگ کیا دیکھ کے کھتے ھیں مسلمان مجھ کو – [২]

১। কানিজ-ই-বাতুল, নিবন্ধমালা পঞ্চম খন্ড, জুন ১৯৮৯, মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাঃ বিঃ পৃঃ৬৪

২। ইকবাল আযীম, মাশরিকী বাংগাল-মে-উর্দু, ঢাকা, ১৯৫৪, পৃঃ ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

খাজা পরিবারের বহির্ভূত লোকদের অবদান

নওয়াব সৈয়দ মুহাম্মদ আযাদ

সৈয়দ মুহাম্মদ আযাদ (১৮৫০-১৯১৬) ছিলেন ঢাকা তথা বাংলাদেশের একজন কৃতি সন্তান উচ্চপদস্থ বৃটিশ কর্মচারী, সমকালীন শ্রেষ্ট রংগরস রচয়িতা, স্বতন্ত্র লেখনী ভঙ্গির অধিকারী, উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান উর্দু প্রবন্ধকার এবং সর্বোপরি, বাংলা পাক- ভারতে উর্দুর সর্বপ্রথম গদ্য নাটকের স্রষ্ঠা।[১] সৈয়দ মুহাম্মদ আযাদ অবশ্য বেশী কাব্য রচনা করেননি, তবে গদ্য -সাহিত্যে কাব্যরস সঞ্চার করে তিনি কবির ভূমিকাই পালন করেছিলেন। বড় ভাইয়ের মত তিনিও সাহিত্য - ক্ষেত্রে ভনিতা অবলম্বন করেন। তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র অনুকরণীয়ভঙ্গির অধিকারী। দিল্লীর মুহাম্মদ হুসাইন আযাদ (১৮৩৪-১৯১০) ছিলেন অভিনব লেখনীভঙ্গির অধিকারী প্রখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক । তিনি তার অভিনব প্রদর্শন করেন প্রধানত উর্দুর রূপক গল্প রচনায়। আলোচনাধীন আযাদকে উর্দুর দ্বিতীয় মুহাম্মদ হুসাইন আযাদ বলা যেতে পারে। তিনি তাঁর রসরচনায় এমন এক অনুপম লেখনীভঙ্গি প্রয়োগ করেছিলেন যার অনুকরণ পরবর্তী সময় কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি বলেই মনে হয়। দিল্লীর আযাদ ভাব-গম্ভীর সাহিত্য রচনায় যেমন কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করেছিলেন তেমনি ঢাকার আযাদও তাঁর রঙ্গ রচনায় ভাবও রূপক-জগতে প্রবেশ করেছিলেন।

মুহাম্মদ আযাদের রসরচনার পেছনে কার্যকর ছিল তাঁর সমাজ সংস্কারের মানস। উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে বাংলার মুসলিম সাহিত্যিকরা ইসলামী চেতনা সৃষ্টি ও বিগত মুসলিম গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। কিন্তু আযাদ সেসময় ঐ পথে না গিয়ে অভিনব পদ্ধতিতে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ সৃষ্টি করে উপমহাদেশে নবাগত পাশ্চাত্য সভ্যতার অনিষ্টকর দিকগুলো সমাজের সামনে চিহ্নিত করে চলছিলেন। বাংলা সাহিত্য যখন কোন মুসলমান লেখক কথা-সাহিত্যের দ্বারে পদার্পণ করেননি তখন ঢাকার আযাদ উর্দু নাটক রচনা করে ঘুনে ধরা মুসলমান অভিজাত সমাজের মিথ্যে অহমিকা রোধে আঘাত করে তাদের চৈতন্য সৃষ্টির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। উর্দু কবি আকবর এলাহ্বাদী (১৮৪৬-১৯২১) রসাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক কাব্যের মধ্যদিয়ে যেমন ইউরোপীয় তাহ্যীরের অন্ধ অনুকরণ সৃষ্ট অমংগলকর দিক গুলোর প্রতিকটাক্ষ করেছিলেন, আযাদও তেমনি কল্পিত 'মওলানা আযাদ' নাম ধারণ করে ' সওয়ানেহ-এ-উমরী-এ-মওলানা আযাদ' (মওলানা আযাদের আত্মজীবনী) শীর্ষক একটি রসাত্মক পুস্তক লিখে পাশ্চাত্য সভ্যতার অবাধ অনুকরণ ও নারীর বল্গাহীন স্বাধীনতার চরিত্র হননকারী দিক গুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন।[২]

১। সৈয়দ মুহাম্মদ আযাদ, খান্দানী হালাত (অপ্রকাশিত) পৃঃ ৫-১০

২। প্রফেসর মুশতাক সম্পাদিত, নওয়াবী দরবার, (রচয়িতা নওয়াব সৈয়দ মুহাম্মদ আযাদ) কলিকাতা, ১৯৪৭, পৃঃ ১৯

Dhaka University Institutional Repository

আযাদ প্রথম কলকাতার 'দূরবীন' পত্রিকায় (ফার্সী সাপ্তাহিক) প্রবন্ধ লিখতেন।[১] অতঃপর ৩০ বছরেরও বেশী সময় ধরে 'আওয়াধ আখবার', "আওয়াধ পান্‌চ", "আগ্রা আখ্‌বার," "মুশীর -এ-কায়সার", "আকমালূল আখবার " ইত্যাদি পত্রিকায় দৈনন্দিন জীবনের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন।[২] সুন্তুদে সম্পাদিত 'রাইস এ্যান্ড রাইয়ত' পত্রিকায় (কলকতা) আযাদ প্রবন্ধ লিখতেন এবং সম্পাদকের অনুরোধে মাঝে মধ্যে সম্পাদকীয় ও লিখে দিতেন।[৩] রসরচনাকালে ও বিদ্রূপাত্মক ভাষায় লিখিত তাঁর বেশীর ভাগ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'আওয়াধ পান্‌চ' পত্রিকায়। প্রফেসর আব্দুল গফুর শাহবায কর্তৃক সম্পাদিত ও সংকলিত হয়ে সেগুলো "খিয়ালাত -এ-আযাদ" (خیالات آزاد) শিরোনামে প্রকাশিত হয় । এছাড়া তিনি " নওয়াবীদরবার" (نوابی دربار) ও "নওয়াবী খেল' (نوابی کھیل) নামক দুটি উর্দু নাটক, লেফার ক্লাব নামক উর্দুতে একটি ব্যাংগাত্মক পুস্তিকা (লখনৌ ১৯০০) এবং 'মওলানা আযাদ' এই ছন্দ নামে' সাওয়ানিহ -এ - মওলানা আযাদ-' শীর্ষক একটি উর্দু আত্মজীবনী রেখে যান।

১৮৭০ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ (১৮১৭-১৮৯৮) আলীগড় থেকে তাঁর সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মুখপাত্র 'তাহযীবুল-আখলাক' প্রকাশ করেন । এ পত্রিকাটি ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে বৃটিশ সরকারের সমর্থক। এর আসল উদ্যেশ্য ছিল উপমহাদেশীয় সমাজকে পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় জাগ্রত করা। দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমাজে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা, এবং জাতিকে উন্নতির পথে ধাবিত করা। এ পত্রিকা প্রকাশের সাতবছর পর ১৮৭৭ সালে লখনৌর মুনশী সাজ্জাদ হুসাইনের (১৮৫৬-১৯১৫) উদ্যোগে লখনৌ থেকে 'আওয়াধ পান্‌চ' নামক অপর একটি সাপ্তাহিক ব্যঙ্গ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল অনেকটা রক্ষণশীল, প্রাচীনপন্থী, স্যার সৈয়দের আন্দোলন-বিরোধী ও তাহ্‌যীবুল আখলাক এর প্রতিদ্বন্দ্বী। রাজনৈতিক দিক থেকে এটি ছিল কংগ্রেসের সমর্থক। একদিকে এর উদ্দ্যেশ্য ছিল পুরনো সমাজ ও পুরনো তাহ্‌যীবের অনিষ্টকর দিক তুলে ধরা, অপর দিকে এর মূল লক্ষ্য ছিল রসাত্মকও ব্যংগাত্মক ভাষায় উপমহাদেশে আগত পাশ্চাত্য তথা আধুনিক সভ্যতার অবাধ অনুকরণ সৃষ্ট দোষ ত্রুটির প্রতি 'অঙ্গুলি' নির্দেশ করা এবং তীব্র সমালোচনার তীর বর্ষণ করে আলীগড় নেতাদের পাশ্চাত্য- প্রীতির প্রবণতাকে জর্জায়িত করা । 'তাহযীবুল আখলাক' কে কেন্দ্র করে আলীগড়ে যেমন স্যার সৈয়দ মনোভাবাপন্ন একদল লেখক এগিয়ে এসেছিলেন, তেমনি " আওয়াধ পান্‌চ"কে জুড়ে ও লখনৌতে নয়জন রসরচয়িতার একটি 'নবরত্ন সভা' গড়ে উঠেছিল । নওয়াব সৈয়দ মুহাম্মদ আযাদ ছিলেন ঐ নবরত্ন সভার অন্তর্ভুক্ত। " আওয়াধপান্‌চ" (اودھ پنچ) পত্রিকাটি ১৯১২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় আযাদের যেসব হাস্যরসাত্মক ও সমাজ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়

---

১ । মুহম্মদ আসকারী অনুদিত তারীখ -এ- আদাব-এ- উর্দু, লখনৌ ১৯৫২, পৃঃ ১০৫ (গদ্যাংশ)

২ । ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ২০৭

৩ । মুশতাক আহমদ, প্রফেসর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭

Dhaka University Institutional Repository

সেগুলো সংকলন করেই পাটনার আব্দুল গফুর শাহ্ বায তাঁর ভুমিকাসহ " খিয়ালাত -এ-আযাদ" (خیالات آزاد) নামক গ্রন্থটি পাঠকদের নিকট উপস্থাপিত করেন। এর প্রথম খন্ড ১৮৮৭ সালে লখনৌর কওমী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এটি ছিল তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এর একখানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে। এতে সাতটি প্রবন্ধ স্থান লাভ করেছে।

(১) মওলানা আযাদ -কী -ডিক্শনারী (২) মওলানা আযাদ -কা-খুমারিস্তান্ -কা-ডিনার (৩) মওলানা আযাদ -কা- নামাহ্-ওয়া-পায়াম (৪) মওলানা আযাদ -কা-বিলায়ত -কা শওক (৫) মওলানা আযাদ -কা- সফরনামাহ্ (৬) মওলানা আযাদ -কা-ইশ্তিহার -এ- শরর্বার (৭) মওলানা আযাদ -কী- সিতায়িশ-এ-নেচার। দ্বিতীয় খন্ডসহ "খিয়ালাত-এ-আযাদ" প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে কলকাতার রিদওয়ানী প্রেস থেকে। এই সংস্করণে ১৮৭৮ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত "আওয়াধ পান্চ" (اودھ پنچ) পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর আরো ৯টি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়। সংযোজিত প্রবন্ধগুলো হলো ঃ(১)লোক্যাল সেল্ফ গভর্নমেন্ট-কী-চমক্তী ডিক্শনারী (২) নয়ে সাল -কী -নই ডিক্শনারী (৩) পুরানী রওশ্নী -কী-নই -স্কুল -কী-ডিক্শনারী (৪) চৌদাহ্বী সদী-কী-পুরানী রওশ্নী -কী-নই ডিক্শনারী (৫) হাস্রত্ আন্জাম্ নামাহ্-ওয়া-পায়াম (৬) হস্রত ফারজাম্নামহ্-ওয়া-পায়াম (৭) বাদশাহ্ -নসব আ-মরায্ (হুসন -কা-মালিখুলিয়া) (৮) রোয়েদাদ-এ-ইজ্লাস-এ-জন্জাল্ কাউন্সিল (৯) গরমাগ র্ম তার- কী খবরেঁ। 'খিয়ালাত -এ-আযাদ' এর তৃতীয় সংস্করণ (৩০০ পৃষ্ঠা) ডক্টর গুলাম হুসাইন যুল্ফিকার কর্তৃক সংকলিত হয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ তূমিকাসহ প্রকাশিত হয় লাহোরের মাক্তবা-এ- খিয়াবান -এ-আদাব থেকে ১৯৬৭ সালে ।

" আওয়াধ পান্চ" -এর অন্যান্য লেখকের ন্যায় আযাদেরও লক্ষ্য ছিল প্রাচীন ও আ-ধুনিকের দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তিনি যে আভিধানিক পদ্ধতি এবং পত্র ও পত্রোত্তরের মাধ্যম অবলম্বন করেছেন, তাতে বিষয়বস্তু অনুভূতি কল্পনা ও রসাত্মক লেখনী ভঙ্গি এ সবকিছুর সমাবেশ তাঁর প্রবন্ধাবলী কে বিশেষ একটি রূপে ভুষিত করেছে। এরূপেই তাঁর লেখাকে মৌলিকত্বের গুণে গুণান্বিত করেছে। তিনি মানব মনের নিভৃত কোনের এমন অনেক গোপন অনুভূতি তুলে ধরেছেন, যা আপাতদৃষ্টিতে সমাজের কাছে ধরা দেয়না। এই বৈশিষ্ট্যের প্রতিলক্ষ্য করেই কোন কোন সমালোচক তাঁকে যুগের সর্বশ্রেষ্ট মৌলিক উর্দু সাহিত্যিক রূপে আখ্যায়িত করতে চেয়েছিলেন। এলাহাবাদের "পাইওনীয়ার" পত্রিকা তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেনঃ

Syed Mahomed is also a noted persian scholar, a born orator, and perhaps the most original and gifted of contemporary Urdu writers . He is the master of a chaste and and elegant style in Urdu -[১]

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১০

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় বস্তুর বৈচিত্রের সাথে তাল রেখে আযাদ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য সংজ্ঞা রীতি অবলম্বন করে তথাকথিত নতুন সভ্যতা ও প্রগতিশীলতার বিভিন্ন মুখী অভিব্যক্তিকে রসাল শব্দরাজির তুলি দিয়ে এমন অদ্ভুতভাবে উপস্থাপিত করেছেন যাতে প্রচলিত আভিধানিক অর্থ পশ্চাতে তলিয়ে যায় এবং তাঁর ব্যবহৃত আভিধানিক শব্দ থেকে নতুন নতুন ভাবের উদয় হয়। এই পদ্ধতি বাংলা সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় না। নমুনা স্বরূপ তাঁর কয়েকটি শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যার অংশ বিশেষ দেখা যাকঃ

অনার ঃ একপ্রকার বিলেতী মিকচার, যা মনভোলানোর জন্য ফলপ্রসূ। নতুন ধরণের বিলেতী আলু, যা মাটি থেকে কখনো বের করা হয় না এবং যার সৌরভে সাহেব লোকদের মস্তিষ্ক থাকে সুগন্ধময়। সিভিলাইলেজেশন ঃ স্বদেশবাসীকে অধপশু মনে করা নিজ পূর্ব পুরুষদের কে ভুত-প্রেতরূপে আখ্যায়িত করা , জ্যাকেট প্যান্ট পরিধান করা, সড়কে চলার-সময় শিস দেওয়া, ছড়ি হেলানোও বুট পটকানোর অভ্যাস থাকা, আলু খাবার সখ ও সূরা পানের নেশা থাকা। কোর্ট শিপ ঃ বিয়ের আগেই যুবক যুবতীর মধ্যে এক প্রকার পবিত্র ভাল-বাসার উদ্ভব হওয়া, বিয়ে করার জন্য যুবতীর প্রতি যুবকের বা যুবকের প্রতি যুবতীর রহস্যময় ও মজাদার আগ্রহ প্রকাশ করা ইত্যাদি।

পার্লামেন্ট ঃ চিন্তাবিদদের আখড়া বক্তাদের লালন-পালনের সূতিকাগার। দেশের উপযুক্ত লোকদের বাকশক্তি প্রর্দশনের থিয়েটার, কণ্ঠ লড়াইয়ের ময়দান, খেয়ালী পোলাও বিক্রেতার দোকান, পারস্পরিক প্রতারণা ও ব্যক্তিগত হিংসা বিদ্বেষের তন্দুর । সভ্য স্ত্রী ঃ মনোলোভা , মনোরমা একটি ভেষজ ঔষধ স্বামী থেকে বয়সে দশ বছর বড় , অনাত্মীয়ের আসরে যখন তখন ঝলক সৃষ্টির জন্য নিবেদিত মানব বেশে পালকহীন পরী, এমন জাদু, যা ২০ মাথায় চড়ে কথা বলে।

আযাদ অভিধানের এই শাব্দিক অর্থের প্রয়োগ -রীতি অবলম্বনে নানা শব্দের অন্তরালে নিজ ধ্যান-ধারণা রসাল ভাষায় বর্ণনা করেন। "খিয়ালাত-এ-আযাদ" গ্রন্থে ডিকশনারীর শিরোনামে ৯টি প্রবন্ধ স্থান লাভ করেছে। ডিকশনারীর পর শুরু হয়েছে চিঠিপত্রের পালা । এতে বিভিন্ন সম্পর্কের লোকের কাছে লিখিত ১৫টি চিঠি রয়েছে। " সাঈদ -এ-আযালী" নামক ব্যক্তি - লিখিত সাতটি চিঠির মধ্যে একটি স্ত্রী, তিনটি পিতাও তিনটি বন্ধুর নামে প্রেরিত। এসব চিঠির মধ্যে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে নিজ স্ত্রীর কাছে লিখিত পত্রে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন নওজোয়ানদের ধ্যান-ধারণা ও অনুভূতির চিত্রায়ন করা হয়েছে চমৎকার ভাবে। অন্যান্য চিঠির মধ্যে ৫টি রয়েছে"তেগ-এ-বেনিয়াম" নামক লোকের দিক থেকে "মওলানা আওয়াধপানচ" নামক ব্যক্তির নামে । এই চিঠিগুলোও ইংল্যান্ড থেকে লিখিত হয়েছে এবং তাতে ইউরোপীয় তাহযীব ও পাশ্চাত্য সমাজের কয়েকটি দিকের সমালোচনা করা হয়েছে এবং ন্যায়সংগত ভাবেই সেই সমাজের মূল্যায়ন করা হয়েছে। বাকি তিনটি পত্র রয়েছে এক বিলেতী মেয়ের তরফ থেকে তার ও ইউরোপস্থ বন্ধু-বান্ধবের নিকট। এই মেম বিলেত প্রবাসী কোন এক ভারতীয় ব্যক্তির সাথে প্রনয়াবদ্ধ হয়ে ভারতে এসেছিল। এই পত্র গুলোতে ঐ মেমের হতাশামনের মিশ্র আবেগ বিধৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আযাদ লন্ডন কখনো যাননি। কিন্তু তাঁর লন্ডন থেকে লেখা শিরোনামযুক্ত পত্রগুলোতে যেভাবে সেখানকার সমাজে নিখুঁত চিত্র রয়েছে তাতে "হিস্টরি অব উর্দু লিটারেচার" এর রচয়িতা রাম বাবু সাক্সিনা মনে করেছেন যে, সত্যিই তিনি লন্ডনে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই ঐ পত্রগুলোতে লিখেছিলেন।[১] নিম্নে একটি পত্রের নমুনা দেখা যাক। পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রভাবান্বিত এক যুবক বিলেত থেকে উপমহাদেশে তাঁর স্ত্রীকে ইউরোপের স্ত্রী- স্বাধীনতা সম্পর্কে লিখছে:"পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই আল্লাহর বান্দা; তিনি ন্যায়বিচারক; তিনি উভয়কে সমান সৃষ্টি করেছেন; পুরুষদের দুটি চোখ; মেয়েদের ও দুটি চোখ;তবে কেন মেয়েদেরকে স্বাধীনতা, জ্ঞানলাভ ও খোদার কুদরতের তামাশা থেকে বঞ্চিত রাখা হবে ? এটা কি ইনসাফ হতে পারে যে, মেয়েদেরকে কয়েদখানায় বন্ধ করে রাখবো, সারা দুনিয়ার তামাশা থেকে বঞ্চিত করবো, আর নিজেরা লেখাপড়া করে উপযুক্ত হবো; নিজেরাই ভাল ভাল খাবার খাবো, পান করবো, আর তাদেরকে সে সব থেকে দূরে সরিয়ে রাখবো। পুরুষের মনে কলি প্রস্ফুটিত করার জন্য মেয়েরা হলো বসন্তের বায়ু স্বরূপ; পুরুষের মস্তিক ধোলাইয়ের জন্য নারী প্রেমের নেশা হলো জার্মানির সুরা থেকেও উত্তম। পুরুষদের মনমেজাজ সব সময় ঠিক রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা মেয়েদেরকে যন্ত্র স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন । এমতাবস্থায় মেয়েদের যদি কয়েদী করে রাখা হয়, তবে পুরুষরা কি করে চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে পার্থিব কাজ কর্ম সমাধা করবে;[২] আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কেন যে তোমাকে সাথে আনলামনা ! আনলে এতদিনে তোমাকে ঘষে-মেজে মনের মত করে নিতাম এবং তোমার অন্ধকার হৃদয়ে নতুন সভ্যতার প্রদীপ জ্বালাতে পারতাম। তুমি আমার সাথে থাকলে আমার অনেক মতলব উদ্ধার হতো। কারণ এখানে অবিবাহিতের চেয়ে মেমধারী ব্যক্তিরই সম্মান বেশী । তাঁকে সভাসমিতি ও আসরে আমন্ত্রন করাহয় এবং সর্বস্তরের লোকই তার মন যোগায়। বিশেষত অবিবাহিত ব্যক্তিরা তো তার পুজাই করে। এমতাবস্থায় তোমাকে যদি সাথে নিয়ে আসতাম, তবে সারা লন্ডন তোমার তামাশা দেখতো এবং হাজার হাজার মেম তোমার সাক্ষাতে আসতো। অনেক যুবক লর্ড ও ডিউক হরেক রোজ আমার সাথে দেখা করতে আসতো, কারণ আমাদের দেশের কোন মেয়ে লোক এখানে নেই, তাই তোমার মন যোগানো হতো খুববেশী; সবাই তোমাকে গলার মালা বানিয়ে রাখতো; আর মাগনা আমার মতলব হাসিল হতো।"[৩]

উক্ত পত্রধারার পর "খিয়ালাত -এ-আযাদ"গ্রন্থের শেষাংশে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের ৯টি প্রবন্ধ। তন্মধ্যে "সিতায়িশ-এ-নেচার"(প্রকৃতির প্রশংসা) শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রশংসার দাবিদার।এতে তিনি একজন নিপুন শিল্পীর ন্যায় তাঁর কল্পনা ও অনবদ্য বর্ণনাভঙ্গি প্রয়োগ করে চমৎকারভাবে প্রকৃতির দৃশ্য-অদৃশ্য রহস্য তুলে ধরেছেন। এই রচনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করেই প্রফেসর আবদুল গফুর শাহ্বায বলেছেন।

১। মির্যা মুহাম্মদ আসকরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৫ (গদ্যাংশ)

২। নওয়াব সৈয়দ মুহাম্মদ আযাদ, খিয়ালাত-এ-আযাদ, লাহোর, ১৯৬৭ পৃঃ ৭২

৩। পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ জগতে এ ব্যক্তির এতই অবদান রয়েছে বলে মনে হয়, যতটুকু ইংরেজী সাহিত্যে রয়েছে ম্যাকলে (১৮০০-১৮৫১) কারলাইল (১৭৯৫-১৮৮১) ও গোল্ড সমীথের (১৭২৮-১৭৭৪)।[১] তিনি আরো বলেন, ভারতে বোধ হয় এমন কোন প্রবন্ধকার নেই, যার কলম থেকে অভিনব ভঙ্গির এতবেশী হৃদয় গ্রাহী ও সমাদৃত লেখা নিঃসৃত হয়েছে ।[২]

আযাদের রম্য রচনা সম্পর্কে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়কার উর্দুর অধ্যাপক রশীদ আহমদ সিদ্দীকী (১৮৯৬-১৯৭৭)। বলেনঃ মুহাম্মদ আযাদ যে যৌক্তিক ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় পশ্চিমা জগতও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি কটাক্ষ করেছেন সামগ্রিক ভাবে বলতে গেলে এর নজীর উর্দু সাহিত্যে মেলাভার। আযাদের বিদ্রুপাত্মক ও ব্যংগাত্মক রচনায় যে সুরটি প্রাণে সবচাইতে বেশী বাজে এবং যা মনকে আনন্দ দেয়, তা হলো তাঁর স্বভাব সঞ্জাত রসিকতা। বিদ্বেষ-ভাব বা হিংসা পরায়ণতা তাঁর লেখায় ও কোথাও পরিলক্ষিত হয় না । এই নিরিখে তাঁকে উর্দু সাহিত্যের হোরেস ও চসার বলা অযৌক্তিক হবেনা। আযাদ ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর হাস্যরসিকতা ও রম্য রচনা গুলো যে সাহিত্যের যথাযথ মাপকাঠিতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছে, বলতে গেলে তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তা সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করা যায় না যে, নওয়াব আযাদের অনেক লেখাই নগ্ন। তাঁর কোন কোন লেখা মৃদু হাসির উদ্রেক না করে বিষাদই সৃষ্টি করে।[৩]

"সওয়ানিহ -এ-উমরী-এ-মওলানা আযাদ" হলো মুহাম্মদ আযাদের প্রকাশিত দ্বিতীয় গ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য রচনার ন্যায় এ রসরচনাটিও প্রথমে "আওয়াধ পান্‌চ" (اودھ پنچ) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময় আব্দুল গফুর শাহ্‌বায কর্তৃক সংকলিত ও সংশোধিত হয়ে তা আযীমাবাদের সুবহে সাদিক প্রেস থেকে গ্রন্থাকারে (১৬৮ পৃষ্ঠা) ১৮৯১সালে প্রকাশিত হয়। এটি মূলত অনেকটা তাঁরই আত্মজীবনী । এতে তিনি " মওলানা আযাদ" এই ছদ্মনাম ধারণ করে মওলানা আযাদ -এর- কণ্ঠে উপমহাদেশে অনুপ্রবিষ্ট ইউরোপীয় সভ্যতা এবং সেই তাহযীব- তামাদ্দুনের দ্বিধাহীন পুজারীদের মন-মানসিকতার ব্যংগচিত্র অংকন করেন। মুহাম্মদ আযাদ আত্মজীবনের ছায়া অবলম্বনে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে এবং বিভিন্ন রসাত্মক ঘটনায় জোড়াতালি দিয়ে এজীবনীটি দাঁড় করিয়েছেন। " নওয়াবী দরবার" (نوابی دربار) মুহাম্মদ আযাদের তৃতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ (১০৪ পৃষ্ঠা) । এ গ্রন্থটিকে উপমহাদেশে উর্দুর প্রথম গদ্যনাটক বলে মনে করা হয়। এর পূর্বে আমানত রচিত বা মাদারী লাল লিখিত 'ইন্দর সভা' (১৮৫৩) বা এর কিছু পরে আহমদ হুসাই ওয়াফির প্রনীত " বীমার বুল বুল" (১৮৮০) ইত্যাদি :[৪] উর্দু নাটক জন সমক্ষে আবির্ভূত হয়েছিল বটে, কিন্তু সেগুলো ছিল গান ও নাচ প্রধান গীতিনাট্য ।

১। নওয়াব সৈয়দ মুহাম্মদ আযাদ, পূর্বোক্ত , পৃঃ ৭২

২। রশীদ আহমদ সিদ্দীকী, তানযিযাত ওয়া মুযাহিকাত, এলাহাবাদ, তারিখ বিহীন, পৃঃ৮২

৩। আবুল ফযল আল ফাইয়ায ," সওলত-এ-আলমগীরী, এর শীর্ষ পাতা ছেঁড়া বলে রচনা বা প্রকাশনার তারিখ জানা গেলনা।

৪। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৪-১৫

Dhaka University Institutional Repository

সেগুলো অপেরা বলেই অভিহিত । গীত ও নৃত্যের প্রশ্নটি বাদ দিলেও আঙ্গিকের নিরিখে সেগুলোকে সত্যিকার অর্থে নাটক বলা চলবেনা। ইউরোপীয় আধুনিক আঙ্গিকের মাপকাঠিতে বিচার করলে "নওয়াবীদরবার" ই প্রথম উর্দুনাটক বলে বিবেচিত হবে।[১] "নওয়াবী দরবার" (نوابی دربار) মূলত ১৮৭৮ সালের ১৬ এপ্রিল থেকে ঐ বছরের ১৬ জুলাই পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে লখনৌর " আওয়াধ পান্চ" (اودھ پنچ) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই বছরই তা আগ্রার বালকিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে পুস্তকাকারে জনসমক্ষে আবির্ভূত হয়। আব্দুল গফুর শাহবায কর্তৃক তাঁর লেখা ভূমিকাসহ এর দ্বিতীয় সংস্করণ বাজারে ছাড়া হয় আওরংগবাদ (দাক্ষিনাত্য) থেকে ১৯০১ সালে । মুমতায মংলোরী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে তাঁর ভূমিকাসহ এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় লাহোরের মাকতাবা-এ-খিয়াবান-এ-আদাব থেকে ১৯৬৬ সালে। পূর্ববর্তী সংস্করণের কোন বই এখন পাওয়া যায় না।

" নওয়াবী দরবার" এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর বাস্তবভিত্তিক প্লট । এই নাটকে বর্ণিত ঘটনাবলী সত্যও বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। এতে বিশেষ একটি যুগের শ্রেণী বিশেষের কর্মকান্ড মন-মানসিকতার প্রতিধ্বনি মেলে । বইটির সর্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা লক্ষণীয়। ঘটনাগুলো পরস্পর যোগসূত্রে গ্রথিত। নাটকটি পড়ার সময় পরবর্তী ঘটনার জন্য পাঠকের মন উদগ্রীব ও উৎকণ্ঠিত থাকে। নাট্যকার প্রত্যেকটি ঘটনার খুটিনাটি বর্ণনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । তাঁর বর্ণিত ঘটনাসমুহের যথার্থতা প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট যুগের সামাজিক ইতিহাসই যথেষ্ট। এটি একটি সামাজিক নাটক। এর অংশ বিশেষ কয়েকবার মঞ্চস্থ করা হয়েছে।[২]

"নওয়াবী দরবার" যখন "আওয়াধ পান্চ" পত্রিকায় ছাপা হচ্ছিল তখনি তা উর্দু সাহিত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত (১৮৭৮) হওয়ার, পর তা সর্বত্র সমাদৃত হয়। "নওয়াবী দরবার" ছাড়া আযাদ নীতিমূলক আরো কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন।[৩] "নওয়াবী খেল" নামক তাঁর নাট্যপুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার পর এর বিক্রির ইশতেহারও দেয়া হয়েছিল। ইশতেহারে[৪] বলা হয়েছিল যে, " নওয়াবীখেল" নাটকে কলকাতার অভিজাত শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের লোকের কর্ম-কান্ড ও তাদের আনন্দ উৎসবের চিত্র বিদ্রুপাত্মক ভাষায় বিধৃত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে "নওয়াবীদরবার" ছাড়া তাঁর অন্য কোন নাটকের হদিস মেলেনা।

১। হাকীম হাবীবুর রহমান, সালাসা গাস্‌সালা, (অপ্রকাশিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত) পৃঃ ৩৭৬

২। সৈয়দ মুহাম্মদ আযাদ, নওয়াবী দরবার, ১৯৬৬, লাহোর, (সৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল গফুর শাহ বায) লিখিত ভূমিকা পৃঃ ১

৩। খিয়ালাত-এ-আযাদ, পূর্বোক্ত (মুহাম্মদ আব্দুল গফুর শাহবায) লিখিত ভুমিকা, পৃঃ ৫

৪। মুহাম্মদ আযাদ, সওয়ানিহ -এ-উমরী-এ-মওলানা আযাদ, নামক গ্রন্থের শীর্ষ পৃষ্ঠার উল্টো পিঠে।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ মাহমুদ আযাদ

সৈয়দ মাহমুদ আযাদ (১৮৪২-১৯০৭) ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি তদানীন্তন ঢাকার একজন নামজাদা রইস ছিলেন। তাঁর প্র- পিতামহ সৈয়দ মীর আশরাফ আলী ইরান থেকে ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন এবং আমীরি হালতে জীবন অতিবাহিত করেন। পিতামহ সৈয়দ আলী মাহদী বৃটিশ সরকারের নিকট থেকে খানবাহাদুর উপাধি লাভ করেন। মাহমুদ আযাদের পিতা সৈয়দ আসাদুদ্দীন হায়দার ও খ্যাতনামা লোক ছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই কাব্য চর্চার প্রতি সৈয়দ মাহমুদ আযাদের অনুরাগ ছিল। সৌভাগ্যবশত শৈশবেই তিনি ঢাকার প্রখ্যাত ফার্সীবিদ ওফার্সী সাহিত্যিক আগা আহমদ আলী ইসফাহানীর শিষ্যত্ব লাভ করেন। হাকীম হাবীবুর রহমানের ভাষায় তিনি যা শিখেছিলেন, আগা আহমদ আলীর নিকটই শিখেছিলেন। নাস্ সাখ প্রথমবার যখন ঢাকায় ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে বহাল ছিলেন (১৯৭৪-৭৯) তখন তাঁর উস্তাদ কবি যায়গম রামপুরী তাঁর ঢাকাস্থ বাস ভবনেই থাকতেন। এসময় মাহমুদ আযাদ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহন করেন। তিনি যায়গমের প্রশংসায় বলেন। [১]

كامل فن سخن ما هر اصنا ف كلام

كوئى ضيغم سا نظر مجهه كو نه استادآيا [২]

মাহমুদ আযাদ কবিসম্রাট গালিবের ও শিষ্যত্ব গ্রহন করেন। গালিবের সাহচর্য লাভের উদ্দেশ্যে মাহমুদ আযাদ পুনঃপুনঃদিল্লীতে অবস্থান করেন। ফলে সেখানকার মুস্তফা খান শিফতা, মাজরুহ, মওলানা হালী, প্রমুখের সংগেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গালিব যেমন তার উর্দু কাব্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করে ফার্সী কাব্যকেই নিজের জন্য গৌরবের বস্তু বলে মনে করতেন, তেমনি মাহমুদ আযাদও নিজ ফার্সী কাব্য সম্পর্কে অনুরূপ মনোভাব পোষন করতেন। গালিব বলেন:

فا رسى بيں تابه بينى نقشهاى رنگ رنگ

يگزراز مجموعه اردو كه بير نگ من است

১। হাকীম হাবীবুর রহমান, সালাসা গাস্সালা, পৃঃ ৫৫

২। মাহমুদ আযাদ, দীওয়ান-এ-আযাদ, আযীমাবাদ, ১৩০৭, পৃঃ ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ আযাদ বলেনঃ

آزاد نظم ریختہ کچھ میرا فن نہیں

واقف ہیں فارسی کے مرے شعر ترسے آپ [১]

বস্তুত মুহাম্মদ আযাদ ফার্সী কাব্য চর্চাই করতেন বেশী,তবে মাঝে মধ্যে উর্দু কবিতাও রপ্ত করতেন। নাস্ সাখ যেমন প্রধানত উর্দু কবিছিলেন। মুহাম্মদ আযাদও তেমনি, ছিলেন মূলত ফার্সী কবি। তাঁর ১১২ পৃষ্ঠা সংবলিত ফার্সী দীওয়ানের শেষ ১৩ পৃষ্ঠায় (১০২-১১৪) মাত্র ১৪টি উর্দু গযল ও ৫টি উর্দু রুবাই রয়েছে। বাকি সবটুকু জুড়ে রয়েছে ফার্সী কবিতা। প্রথম দিকে ২-৪৫ পৃষ্ঠা নাগাদ রয়েছে ৯টি কাসীদা। ৪৫-৫৫ পৃষ্ঠা নাগাদ স্থান লাভ করেছে ১৪টি গযল । বাকি অংশে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে মসনবী, কিতআ ও রুবাই। ফার্সী কাসীদা ও ফার্সী মসনবী মাহমুদ আযাদকে মাহমুদ আযাদে পরিনত করেছে। তিনি মাত্র ১১২ পৃষ্ঠার দীওয়ানে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর সামনে সমসাময়িক কবিদের বড় বড় দীওয়ানও হার মেনেছে। তিনি তার এক মুসাদ্দাসে কাব্য কৃতিত্বের যে দাবি করেছেন, তা অমুলক নহে। এতে তাঁর আত্ম বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে। মুসাদ্দসটি এইঃ

مختصر کر سخن آزاد کہ ہے وقت دعا

اس مسدس فصیحون کا قلم توڑ دیا

ہے عجب طرز بیان اور ہی رنگ انشا

سیکھے تجھے سے کوئی اردو ئے معلیٰ کہنا

ہےبلا فرق یہی طرز بیان دھلی

سن لیں بنگالہ میں احباب زبان وصلی [২]

শাদানী বলেন, বিস্ময়কর বিষয় হলো এই যে, আযাদ স্বল্প মাত্রায় কবিতা লিখেও অল্প সময়ের মধ্যে যে সিদ্ধ হস্ততা, উৎকর্স, আদোপান্ত গুনগত সমতা, ভাবগাম্ভীর্য ও হৃদয় গ্রাহিতার প্রমাণ দিয়েছেন, সেটাই তাঁকে উস্তাদ কবিদের সারি ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট। [৩]

১। মাহমুদ আযাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১২

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৮

৩। রহমান আলী তায়েশ, তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা, আরা ১৯১০, পৃঃ ৩৩০

Dhaka University Institutional Repository

উর্দু ও ফার্সী উভয় ভাষায় তিনি চমৎকার কবিতা লিখছেন। দ্বি-ছন্দ বিশিষ্ঠ তাঁর 'মুন্তাহাল আফকার' শীর্ষক মসনবী কবিতা এবং চমৎকার কসীদাসমূহ এই প্রতিভারই জ্বলন্ত স্বাক্ষর। [১]

মাহমুদ আযাদ যখন ৩০ বছর বয়স্ক, তখন "নিগারিস্তান-এ-সুখান" এর রচয়িতা সৈয়দ নূরুল হাসান তাঁর কাব্য প্রতিভা দেখে যে মন্তব্য করেছিলেন তা হলো তাঁর কবিজীবন সবেমাত্র যৌবনে পদার্পন করেছে। তাসত্ত্বেও তিনি সমকালীন কবিদের ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁর দ্বিছন্দ বিশিষ্ট "মুনতাহাল আফ্কার" শীর্ষক মসনবী কবিতাটি গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। তার চমৎকার কাসীদাগুলী তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও বিচারধর্মী দৃষ্টিভংগির স্বাক্ষ্য দিচ্ছে। [২] মুনশী রহমান আলী তায়েশ মাহমুদ আযাদের কবিতার মূল্যায়ন করে বলেন। তাঁর বাক্যালংকারমন্ডিত কবিতা সমূহ ভাব গাম্ভীর্য ভাষার নির্মলতা ও যথাযথ শব্দ প্রয়োগ গুনে সমৃদ্ধ। কম যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের পক্ষে তাঁর ফার্সী কাসীদা অনুধাবন করা খুবই মুশকিল। আবদুল গনীর প্রশংসায় রচিত ও দ্বিবিধ ছন্দে আবৃত্তি যোগ্য তাঁর 'মুনতাহাল আফকার' শীর্ষক মসনবী কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। তিনি ঢাকার ১৮৮৮ টর্নেডো সংক্রান্ত ঘটনাটি কবিতাকারে বর্ণনা করেন। [৩]

এস, এম, ইকরাম বংগদেশের ফার্সী সাহিত্য প্রসংগে বলেনঃ বংগের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কবি হলেন সৈয়দ মাহমুদ আযাদ। তাঁর দীওয়ানটি ক্ষুদ্রাকারের হলেও এতে যেসব জোরালো কাসীদা ও উচ্চ মানের গযল সমূহ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে তা তাঁকে পাকিস্তানী কবিদের মধ্যে সম্মানজনক আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। [৪]

হাকীম হাবীবুর রহমান সালাসা গাসসালা গ্রন্থে বলেনঃ সৈয়দ মাহমুদ আযাদ ছিলেন, একজন অসাধারণ কবি এবং যুগের গৌরব। তাঁর ফার্সী রচনা দেখে ফার্সী ভাষা ভাষীদের ঈর্ষা হতো। তাঁর উর্দু কাব্য সম্পর্কে সকলেরই জানা আছে যে, মুমিন খাঁর ভংগিতে কবিতা রচনায় তাঁর জুড়ি আজও জ . গ্রহন করেনি। তিনি উর্দু খুবই কম লিখতেন। কিন্তু যখন লিখতেন, মনে হতো যে, মুমিন খাঁ যেন পুনরায় জীবিত হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন।

'দীওয়ানে এ আযাদ' (دیوان آزاد) মাহমুদ আযাদের বন্ধু মৌলবী মাহদী হাসান শাদাবের তত্ত্বাবধানে ১৮৮৯ সালে আযীমাবাদের (পাঠনার) জালিলূল মাতাবে নামক মুদ্রণালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এতে দাক্ষিনাত্যের আওরঙ্গাবাদ কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক আবদুল গফুর শাহবাযের একটি সংক্ষিপ্ত ফার্সী ভূমিকা রয়েছে।

১। মাশরিকী পাকিস্তান-কে-উর্দু আদীব, করাচী, ১৯৫১, পৃঃ ৪৩

২। আবদুল গফুর নাস্সাখ, তাযকিরাতুল মুয়াসসিরীন, পৃঃ ১৩

৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ১৫৮

৪। রহমান আলী তায়েশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৬

Dhaka University Institutional Repository

এই দীওয়ানটি ছাড়া আযাদের আরো অনেক অপ্রকাশিত কবিতা তাঁর প্রিয় শিষ্য খাজা মুহাম্মদ আফযাল মরহুমের নিকট সংরক্ষিত ছিল। [১]

তারই সৌজন্যে মুনশী রহমান আরী তায়েশ আযাদের কতগুলি বিচ্ছিন্ন শের তাঁর "তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা" গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন। "তাওয়ারীখ - এ-ঢাকা" গ্রন্থে আযাদের যে সব শের উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে প্রতীয়মান হয যে, তাঁর কাব্যে প্রকৃতির চমৎকার বর্ণনাও রয়েছে। তাঁর কোন কোন কবিতায় আনন্দের ব্যঞ্জনা ও প্রকৃতির বর্ণনা একাকার হয়ে রয়েছে। তাঁর গযল কাব্যে যেমন রয়েছে আনন্দের হিল্লোল ও তেমন রয়েছে প্রকৃতির বাসন্তী রূপ। প্রকৃতির বর্ণনামূলক কয়েকটি শের উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

আযাদের কিছুটা ও উর্দু ও ফার্সী কবিতার নমুনা লক্ষ্য করা যাক। 'মিরাজুলখিয়াল' শীর্ষক কাসীদা তাঁর জন্ম স্থল ঢাকার প্রশংসা করে তিনি বলেন [২]

سخن برجان ڈھاکه چوں نه خون کردید زدل کا ینك

شد ند آواره صحرای غربت هردو سحبا نش

هما یون خطه مینو سوادے دلکشا شهرے

که باشد روکش گلزار جنت هر بیا بانش

مبارك مرزبومے جان فزا جاے طرب خیزے

که آمد خوشتراز صبح وطن شام غریبانش

مقردولت واقبال شار شتان معموری

که ازرفعت بکیوان میزند پهلو هر ایوا نش

غبارش غازئه رخاره گردون مینا ئی

سوادش سرمه چشم مهه وخورشید رخسانش

১। রহমান আলী তায়েশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৭

২। হাকীম হাবীবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

زتاثیر هواوآب جان بخش وروان پرور
فراغ ازفیض انفاس مسیح وآب حیوانش
زجان آسائی شام ومسرت زائی صبحش
بجان ، شام هرات وصبح نیشا پور قربانش
طرب سامان شنیدن ازنواها نے طیوراو
چمن سرمایه دیدن از گل وریحان الوانش - [১]

আযাদের একটি উর্দু গযল সর্বিশেষ প্রনিধান যোগ্য।

کام لینا هے ابھی دیده تر سے کیا کیا
نظر آتاهے مجھے تیري نظر سے کیا کیا
وای قسمت که ترے دل کو خبر تك نهوئی
رات الجھا هے مرانا له اثر سے کیا کیا
ایك طو فان تو هے پیش نظراب دیکھیں
دیکھنا اور هے اس دیده ترسے کیا کیا
هوئی وحشت کو بھي وحشت مرے غمخو انے میں
بھا گی هے ڈر کی خرابی مرے گھر سے کیا کیا
گفتگو تیرے تصور میں رها کر تی هے
تیرے مشتاق سے اور باد سحر سے کیا کیا
داغ حرمان کے سوا خاك بھي حاصل نهوا
ول کو امید تھی اوس رشك قمر سے کیا کیا
خوب اس عهد میں هے بے هنری سے آزاد
هم کو پهنچا هے ضرراپنے هنر سے کیا کیا - [২]

১। মাহমুদ আযাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮-৯
২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

মুনশী রহমান আলী তায়েশ

মুনশী রহমান আলী তায়েশ (১৮২৩-১৯০৮) ছিলেন আযীমাবাদের (পাটনা) ম - ওলানা আবুল মাআলীর বংশোদ্ভুত। তাঁর দাদা মুনশী ওয়ারিশ আলী বানিজ্যের উদ্দ্যেশে আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে ঢাকায় আগমন করেন। তাঁর পিতার নাম সুবহান আলী।[১] তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদীক্ষা কি ছিল তা অজ্ঞাত। তবে এতটুকু জানা যায় যে, তাঁর প্রতিবেশী ও সমবয়সী কবি শায়খ আহমদ জান আতাশের অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে তিনি কাব্য রচনা আরম্ভ করেন।[২] আতাশের মৃত্যুর পর ঢাকার কাব্যাসরে তায়েশই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন । সিলেট জেলার বানিয়াচংগের মৌলবী ফারজান আলী বেখোদ ঢাকার মির্যা লতীফ মুস্তাখও "তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা" গ্রন্থের রচয়িতা মুন্সী রহমান আলী তায়েশ ছিলেন ঢাকার আহমদ জান আতাশের শাগরীদ। আহমদ জান আতাশ ছিলেন মির্যা গুলাম হুসাইন আতিশের শাগরিদ। মির্যা গুলাম আতিশ ছিলেন মির্যা জান তাপিশের শাগরিদ। আবার মির্যা জান তাপিশ ছিলেন মীর দর্দের শাগরীদ ।[৩] এই সূত্র ধরেই মীরদর্দের কাব্যধা- রা মুন্সী রহমান আলীর পরেও তাঁর শাগরিদ ও তাঁদের অনুবর্তীদের মধ্য দিয়ে ঢাকায় চলতে থাকে।

রহমান আলী ভাল একজন ঐতিহাসিক কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। ৭৯ পৃষ্ঠা সংবলিত তাঁর প্রথম রচনা "গুলযার-এ-নাআত" (گلزار نعت) প্রথমবার কানপুরের নিযামী প্রেস থেকে ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ। এতে ৩৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তাঁর স্বরচিত উর্দু ও ফার্সী নাতিয়া, কাসীদা রয়েছে। বাকী পৃষ্ঠা গুলোতে কয়েকজন কবির ফার্সী, আরবী ও উর্দু নাতিয়া কাসীদার, উধৃতি রয়েছে। হাকীম হাবীবুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে এ গ্রন্থটি যতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তা এর পূর্বে বা পরে কোন গ্রন্থের ভাগ্যে জোটেনি। এপুস্তিকার কোন কোন নাত আজও এখানকার মীলাদ মাহ্ফিলে পাঠ করা হয়। উপর্যুপরি কানপুরের নিযামী প্রেস থেকে এর কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।[৪] ১৯০১ সালে কানপুরের নিযামী প্রেস থেকে প্রকাশিত এর একখানি কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংরক্ষিত রয়েছে। এপুস্তিকা পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, রহমান আলী একজন আশিক -এ-ইলাহীও আশিক-এ-রসূল ছিলেন, এবং তাঁর কাব্যিক শক্তিও ছিল প্রশংসার যোগ্য । তাঁর দ্বিতীয় রচনা হলো "গুলদাস্তা-এ-খেয়াল"। (گلدستہ خیال) উর্দু কবিতাকারে লিখিত ২২ পৃষ্ঠার এ পুস্তিকাটি ১৯০৪ সালে দিল্লীর স্টার অব ইন্ডিয়া প্রেস থেকে কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়। এ পুস্তিকাটির মধ্যে দুটি কবিতা রয়েছে "মুনাযারা-এ-ঘর ওয়া-আহিন" (স্বর্ণ ও লৌহের বিতর্ক) এবং "মারাকা-এ-শহর -ওয়া-দেহাত" (শহরও গ্রামের দ্বন্দ্ব)। প্রথম কবিতায় স্বর্ণ ও লৌহ-

---

১। রহমান আলী তায়েশ ,তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা ,আরা, ১৯১০ পৃঃ ১৯৬

২। ইকবাল আযীম,মাশরীকি বাংগাল-মে-উর্দু, ঢাকা,১৯৫৪ পৃঃ.৭৬

৩। পূর্বোক্ত

৪। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ২২৬-২৭

Dhaka University Institutional Repository

উভয়ই তাদের স্ব স্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রয়াস পায় । কিন্তু পরিশেষে কবি উভয়ের মধ্যে এই বলে মীমাংসা করে দেন যে, স্বর্ণ দুর্লভ এবং লৌহ সুলভ বলে মানুষ স্বর্ণের ন্যায় লৌহের মর্যাদা দেয়না । স্বর্ণ দিয়ে কেবল সৌন্দর্য চর্চার সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। লৌহ-ই-মানুষের বেশী কাজে লাগে, যদিও মানুষ স্বর্ণের বেশী অভিলাষী হয়ে থাকে।[১] দ্বিতীয় কবিতায় শহর ও গ্রামের উভয়ই তাদের স্ব স্ব শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে। পরিশেষে কবি উভয়ের মধ্যে এই বলে সমঝোতা করে দেন যে শহর হলো বিদ্যাবুদ্ধি ও শিল্প বাণিজ্যের স্থান, পক্ষান্তরে গ্রাম বাসীর ধর্মভীরুতা সকলের কাছেই সুবিদিত। দ্বিতীয়ত জ্ঞান ও উচ্চ ধ্যান -ধারণার দিক থেকে শহর উন্নত, আবার পূণ্যকর্ম, সততা ও ন্যায় পরায়নতায় গ্রামবাসীরা শহুরেদের হার মানায়।[২] রহমান আলীর তৃতীয় রচনা হলো "গুলশান-এ-কুদরত" (گلشن قدرت) শিশুদের জন্য লিখিত এ পুস্তিকাটি লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তাঁর উর্দু কবিতা সমষ্টি তথা "দীওয়ান-এ-তায়েশ" (دیوان طیش) প্রকাশিত হয়নি এবং এর পান্ডুলিপিরও হদিস পাওয়া যায়না।

রহমান আলীর আজীবন সাধনার মানস ফসল [৩] "তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা" (تواریخ ڈھاکہ)

ঢাকার ইতিহাস সংক্রান্ত রচনাবলীর মধ্যে বিশেষ একটি আসন অধিকার করে রয়েছে। ৩৫২ পৃষ্ঠার এই জনপ্রিয় উর্দু গ্রন্থটি রহমান আলী তায়েশের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ডক্টর আহমদ আলী (অবসর প্রাপ্ত সার্জন) কর্তৃক আবার স্টার অব ইন্ডিয়া প্রেস থেকে ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। এর শুরুতেই রহমান আলী তায়েশের ছবি রয়েছে। ছবিটি দেখলে মনে হবে যে, পোশাকে আশাকে তিনি ছিলেন পুরনো ঐতিহ্যের নিদর্শন। এর পর তিন পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশকের ভূমিকা। পাঁচ পৃষ্ঠাব্যপী গ্রন্থকারের অবতরণিকা এবং যে সাতটি বই থেকে তিনি এ পুস্তক রচনায় সাহায্য নিয়েছিলেন, সেগুলোর একটি তালিকা রয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি খুব সংক্ষিপ্তাকারে বাংলার আদ্যোপান্ত ইতিহাস এবং সবিস্তারে উনিশ শতক ঢাকার ভৌগলিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে ঢাকার নায়েব নাযিম এবং কাশ্মীর আগত খাজা বংশীয় বৃটিশ নওয়াবদের ইতিবৃত্ত বর্ণনার সাথে সাথে তাঁদের দুস্প্রাপ্য ফটোসমূহ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। তদুপরি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও সোনারগাঁয়ের বিভিন্ন মসজিদ মন্দির, সমাধী, মাটরা,মট ও ঐতিহাসিক সৌধরাজির বর্ণনার পাশা-পাশি তৎকালীন লালবাগ কেল্লা, চক মসজিদ, হুসাইনী দালান, ঢাকেশ্বরী মন্দির, ওয়ারীর লোহার পুল, বৃটিশ-নওয়াবদের আহ্সান মন্যিল প্রভৃতির ফটো এবং তাছাড়া মসজিদও মাক্বারার প্রাচীন সৌধরাজির গায়ে ক্ষোদিত শিলালিপি সমূহও স্থান লাভ করেছে। এ গ্রন্থের পূর্বেও ঢাকা সম্পর্কে অনেক বই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সে গুলোতে ঢাকার প্রাচীন স্থাপত্যের এত বিবরণ, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব সমূহের এত পরিচয় ও বিভিন্ন পেশাদারের পেশার এত বর্ণনা মেলেনা।

১। রহমান আলী তায়েশ, গুলদাস্তা-এ-খেয়াল দিল্লী, ১৯০৪ পৃঃ ৯.

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫

৩। রহমান আলী তায়েশ, পূর্বোক্ত, ডক্টর আহমদ আলী লিখিত ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

আঠার শতক ও উনিশ শতক ঢাকার বড় বড় ব্যক্তিত্বের পরিচিতি, ওলী-দরবেশ, জমিদার, রইস,সরকারী কর্মচারী, চিকিৎসক, উকিল,পালওয়ান সংগীতজ্ঞ, শিক্ষক, কবি-সাহিত্যিক প্রভৃতির আলোচনা " তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা" কে অভিনবত্ব ও বৈশিষ্টের অধিকারী করে রেখেছে। রহমান আলী তাঁর সুদীর্ঘ পৌনে এক শতাব্দীর সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে এবইটি লিখেছেন। বইটি লেখার সময় তাঁর স্বচক্ষে দেখা বহু ঘটনা এবং বিভিন্ন স্থান,মসজিদ, মাযার, মন্দির,ঐতিহাসিক সৌধ ইত্যাদির চিত্র তাঁর সামনে ভাসমান ছিল। ১৮৫৭ সালের ২২ নভেম্বর ঢাকার লালবাগ কেল্লায় ভারতীয় সেনা বাহিনীর সাথে ইংরেজ গোরা সৈন্যদের যে লড়াই সংঘটিত হয়েছিল, তার সম্যক বিবরণ তিনি এ গ্রন্থে তুলে ধরেন।[১] তিনি শুধু ঢাকার লড়াইয়েরই বর্ণনা দেননি, বরং চট্টগ্রামে বিদ্রোহের উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে ঢাকা, সিলেট তথা গোটা পূর্ববাংলায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়েছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত পেশ করেন। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের শাসন আমলে ইংরেজ নীলকরেরা ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকদের উপর যে নির্যাতন চালিয়েছিলেন (১৮৫৫-১৮৬২) রহমান আলী তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন।[২]

তিনি ঢাকার নীলকর ইংরেজ সাহেবদের নাম ধামও পেশ করেন। ১৮৮৫ সালে কতক ইংরেজ অফিসার এবং ভারতীয় বিশেষতঃ বাংগালী নেতাদের সহযোগে যে ন্যাশন্যাল কংগ্রেস গঠিত হয়, তাতে মুসলিম ঢাকায় যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে হুসাইনী দালানের ময়দানে যে কংগ্রেস বিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়, রহমান আলী তায়েশ এ গ্রন্থে সে সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণনা দেন।[৩] ১৯০৫ সালে যে বংগবিভাগ সংঘটিত হয় তাতে পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজে জাগরণের যে জোয়ার আসে, অপরদিকে হিন্দু যুবকরা হাংগামা ও বোমাবাজির মাধ্যমে যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং তাতে যে বহুলোকের প্রাণহানি ঘটে, সে সম্পর্কে রহমান আলী তাঁর স্বচক্ষে দেখে বিবরণ এই গ্রন্থে তুলে ধরেন। এবইটির বাংলা অনুবাদ করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শরফুদ্দীন। অনুদিত গ্রন্থটি ঢাকার ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে।[৪]

১। রহমান আলী তায়েশ, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৩৭-৩৯

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৩-১৪২,

৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৩

৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

তায়েশ এর একটি উর্দু শেরঃ

آنکھین غماز ہوگی ہیں طیش

راز افشا ہوا ہے محرم سے

حمد

اے خالق دوعالم مالك ہے تو رحمت کا

حقدار کیا تو نے مخلوق کو خدمت کا

مقدور یہاں کس کو قادر تري قدر ت کا

مصنوع کہے کیا سِر صا نع تری ضعت کا – [১]

১। ইকবাল আযীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

হাকীম হাবীবুর রহমান

হাকীম হাবীবুর রহমান ছিলেন চলতি শতকের প্রথমার্ধে পূর্ববাংলার অন্যতম প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী। ঢাকার সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় তিনি কৃতিত্বের দাবিদার। তিনি বংগদেশে রচিত আরবী, ফার্সী ও উর্দু গ্রন্থ সমূহ সংগ্রহ করে বিশাল একটি গ্রন্থাগার সৃষ্টি করেন এবং সে গুলোর পরিচিতি পেশ করে বংগের পুরনো ঐতিহ্যের এই অধ্যায়টি কে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়াস পান। ঢাকায় উর্দু ভাষা ও উর্দু সাহিত্য বিস্তারে তিনি বিশেষ ভুমিকা পালন করেন। তিনি বাংলাদেশী উর্দু ও ফার্সী সাহিত্য চর্চার ইতিহাস তুলে ধরার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।[১] তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, পূর্ববাংলা ও আসামের অনুন্নত মুসলমানরা শিক্ষা দীক্ষা অর্থ-সামর্থ্য ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করুক। ইসলামী ভাষা তথা উর্দুর উৎকর্ষ সাধিত হোক। এই উদ্দেশ্যে প্রনোদিত হয়ে তিনি "সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ" গঠিত হওয়ার পূর্বেই ১৯০৬ সালের অক্টোবরে ঢাকা থেকে "আল-মাশরিক" নামক একটি মাসিক উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করে পূর্ব বাংলা ও আসামে উর্দু সাংবাদিকতার সূচনা করেন। তিনি ছিলেন আগাগোড়া এই পত্রিকার সম্পাদক । এটাই ছিল তদানীন্তন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের মুসলমানদের একমাত্র জাতীয় পত্রিকা ।

১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে হাকীম সাহেব খাজা আদিলের সহযোগিতায় ঢাকা থেকে "জাদু"(৩১৮)নামক আরো একটি মাসিক উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি ছিল পূর্ব বাংলার দ্বিতীয় উর্দু পত্রিকা, ইহাবন্ধ হয়ে যাওয়ার পর হাকীম সাহেব " আঞ্জুমান-এ-উর্দু মাশরিকী বাংগাল" এর অধীনে তাঁর বাসভবন বা হাবীবিয়া তিব্বীয়া কলেজে " মুশাআরার" (কবি- সম্মেলন) ব্যবস্থা করেন। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত প্রতি মাসে "মুশাআরা" অনুষ্ঠিত হতে থাকে । হাকীম সাহেব " মুশাআরায়" যোগদানকারীদেরকে চা-নাশতায় আপ্যায়িত করাতেন। কবি সম্মিলনে যে সব কবিতা আবৃত্তি করা হতো, সেগুলো থেকে বাছাইকরা কবিতাগুলো "গুলদাস্তা" (ফুলঝুরি) নাম দিয়ে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হতো এবং বিনা মূল্যে উৎসাহী পাঠকদের মধ্যে বিতরণ করা হতো । এরূপ কবি সম্মেলনের ফলে পূর্ববাংলায়, বিশেষ করে ঢাকায় উর্দুর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

হাকীম সাহেব উর্দুর একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন । তাঁর লেখায় ঢাকার ইতিহাস ও কৃষ্টি যথাযথভাবে বিধৃত হয়েছে। আর কোন উর্দু লেখক ঢাকার ইতিকথা ও তহ্‌যীব তমদ্দুন নিয়ে এতবেশী মসি চালনা করেননি । তাঁর সব গ্রন্থই উর্দুতে রচিত। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে "আসুদগানে-এ-ঢাকা" ওঁঢাকা পচাস বসর পহলে" (ڈھاکہ پچاس برس پہلے) খুবই জনপ্রিয়তা এবং কৃতিত্বের দাবিদার । ১৫৮ পৃষ্ঠা সংবলিত, " আসুদেগান-এ-ঢাকা"

১। মাসিক মোহাম্মদী, চতুর্থ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৩৮, পৃঃ ৬৪১-৪৫

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটি ১৯৪৬ সালে ঢাকার মানযার প্রেসে মুদ্রিত হয় এবং এমদাদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এতে তিনি চরম ও পরম ভক্তি ভরে ইসলামী শহর তথা ঢাকার মাযার সমূহের বিবরণ এবং কবরে সমাহিত বুযুর্গানে দ্বীন ও আমীর কবীরদের সংক্ষিপ্ত জীবনী পেশ করেন। তিনি ঢাকাকে মোট সাতটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে প্রত্যেক ওয়ার্ডের আ-লাদা আলাদা ভৌগলিক বিবরণ, জনসংখ্যা, নগরবাসীদের ভাষা এবং কবরস্থান সমূহের ইতিবৃত্ত পেশ করেন। এছাড়া তিনি ঢাকার পার্শ্ববর্তী তেজগাঁও, ফতুল্লা ও নারায়ণগঞ্জ থানার মাযার ও কবরসমূহের ও ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থের শেষ ভাগে তিনি স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে শিয়াদের গোরস্থান গুলোর বৃত্তান্ত তুলে ধরেন। এই গ্রন্থে তিনি প্রায় দুইশ মাযার ও কবর সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সন্নিবিষ্ট করেন। শিয়াদের মাযার ও কবরের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেনঃ- ঢাকার সমাজ ব্যবস্থা ও তাহযীব তামাদ্দুন মূলত আগ্রারই সমাজ ব্যবস্থাও তথাকার তাহযীব তামাদ্দুনের দ্বিতীয় সংস্করণ। তবে এই সমাজ কাঠামোতে ইরানী সভ্যতা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। ইরানীদের মাধ্যমে শিয়া মতবাদ এখানকার লেখকদের মধ্যেও প্রবেশ লাভ করেছে। এই ধর্মীয় মতবাদটি অজ্ঞাতসারে উর্দু ভাষী সুন্নীদেরকেও প্রভাবিত করেছে।[১] এগ্রন্থের ১৩ পৃঃ সংবলিত ভূমিকায় হাকীম সাহেব মুস-লিম শাসনাধীন আদ্যোপান্ত ঢাকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন। এ রচনাটির মাধ্যমে তিনি ঢাকার বুকেও তার আশে পাশে সমাহিত পীর আওলিয়া ও শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিদেরকে চিরস্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থা করেন। "ঢাকা পচাস বরস পহেলে" হাকীম সাহেবের সর্বশেষ গ্রন্থ। ১৮৪ পৃষ্ঠার এই উর্দু গ্রন্থটি লাহোরের ইত্তেহাদ প্রেস থেকে মুদ্রিত হয় এবং ১৯৪৯ সালে সেখানকার কিতাব মনযিল কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তদানীন্তন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল আল-হাজ খাজা নাযিমুদ্দীনের আট পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা এঁবড়ে নিয়ে হাকীম সাহেবের মৃত্যুর পর এ গ্রন্থটি জনসমক্ষে আসে। খাজা সাহেব তাঁর ভূমিকায় হাকীম সাহেবের জীবনের বিভিন্ন দিকআলোচনা করেন। এই বইটি মূলত বৃটিশ আমলের অল-ইন্ডিয়া ঢাকা রেডিও কেন্দ্র থেকে প্রচারিত (১৯৪৫) ১৬টি কথিকারই সমষ্টি। এ গ্রন্থটিকে উনিশ শতক ঢাকার শেষার্ধ ও বিশ শতক ঢাকার প্রথমার্ধের সাংস্কৃতিক ইতিহাস বলা যেতে পারে। এতে বেতারে প্রচারিত যে কথিকাগুলো রয়েছে, সেগুলোর শিরোনাম এই ১। ই-তিহাসের দৃষ্টিতে ঢাকা ২। ঢাকার শিল্প (মখমল) ৩। টুপির কাহিনী ৪। রমযানের আগমন ৫। ঢাকার রুটি ৬। পেশা ৭। খাদ্য পরিবেশন ৮। ঢাকার বিশেষ খাদ্য ৯। ঢাকার উল্লেখযোগ্য খাদ্য ১০। কুস্তি ওব্যায়াম ১১। মিষ্টি ১২। খেলাধুলা ১৩। সংগীত চর্চা ১৪। মেলা ও পর্ব ১৫। তবলা ও গান ১৬। হুঁক্কা পান ও চা। এই ষোলটি অধ্যায়ের কি কি বিবরণ রয়েছে তা " ইতিহাসের দৃষ্টিতে ঢাকা" শীর্ষক অধ্যায়ের পুরোভাগে লিখিত হাকীম সাহেবের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য থেকে অনুধাবন করা যায়। " আল-ফারিক" (الفارق) হাকীম মরহুমের সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ৮০ পৃষ্ঠার এই উর্দু পুস্তিকাটি ১৯০৪ সালে তাঁর ছাত্রজীবনে রচিত হয় এবং আগ্রার শওকত-এ-শাহ্‌জাহানী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

১। হাকীম হাবীবুর রহমান, আসুদেগান-এ-ঢাকা, ১৯৪৬, পৃঃ ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

এরচনাটি তিনি স্যার সলীমুল্লাহর নামে উৎসর্গ করেন। "আল-ফারিক" মোটামোটি বলতেগেলে একটি চিকিৎসা শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। যতটুকু জানা যায় আধুনিক ইউনানী তিব্বী-শাস্ত্রে এটাই এধরণের সর্ব প্রথম গ্রন্থ। হাকীম সাহেব নিজেও গ্রন্থটির ভূমিকায় এদাবি করেন। " আল-ফারিক" একটি আরবী শব্দ এর অর্থ প্রার্থক্য নিরূপক । যে সব রোগ প্রকৃতি, লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সাদৃশ্যজনক, কিন্তু মূলত স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত , তিনি এ গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেন। দুশ এর বেশী জোড়া পারিভাষিক শব্দের পার্থক্য তিনি এ রচনায় তুলে ধরেন। তবে এর মধ্যে অধিকাংশই হলো ইউনানী তিব্বী শাস্ত্রীয় পরিভাষা। এসব পার্থক্য হলো লক্ষণ প্রকৃতিও নামের দিক থেকে সামঞ্জস্যমূলক রোগ সংক্রান্ত।

" হায়াত-এ-সুকরাত"(حیات سقراط)হাকীম হাবীবুর রহমানের দ্বিতীয় প্রকাশিত রচনা। ১৯০৪ সালের মার্চ মাসে আকরাবাদে এই গ্রন্থটির ভূমিকা লিখিত হয়। ২৮ পৃষ্ঠা সংবলিত এই উর্দু রচনাটি ১৯০৪ সালে আগ্রার কাদেরী মুদ্রণালয় থেকে প্রকাশিত হয়। ছাত্র জীবনের এই পুস্তিকাটিকে তিনি স্বীয় উস্তাদ ম ওলানা মুফতী মুহাম্মদ সাআদুল্লাহ সাদী আল-ইসরাঈলীর নামে উৎসর্গ করেন। এর নাম পত্রে (Title page) লেখা রয়েছেঃ 'আল-ফারিক' ও'তাযকিয়াতুল ফুযালা' এর রচয়িতা। এতে প্রতীয়মান হয় যে, " হায়াত-এ-সুকরাত" রচনার পূর্বে তিনি " আল-ফারিক" ছাড়াও'তায্কিরাতুল ফুযালা'(জ্ঞানীদের স্মৃতিচারণ) নামক অন্য একটি গ্রন্থও লিখেছিলেন । তবে এর কোন হদিস পাওয়া যায়না।

" হায়াত-এ-সুকরাত" গ্রন্থে হাকীম মরহুম এথেন্স নগরীর গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের জীবন চরিত ও জীবন দর্শন বর্ণনা করেন। সক্রেটিস সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরূপে পরিচিত। আত্মজ্ঞান লাভের শিক্ষাই (Know thyself) হলো তাঁর দর্শনের সারকথা । তিনি এ গ্রন্থে সক্রেটিসকে একটি আদর্শ চরিত্ররূপে তুলে ধরেন।

"সালাসা গাস্সালা" হাকীম হাবীবুর রহমানের অপ্রকাশিত একটি গুরুত্ব পূর্ণ গবেষণামূলক গ্রন্থ। ১৯০৪ সালে আনুষ্ঠানিক বিদ্যার্জন শেষ করে হাকীম সাহেব যখন উত্তর ভারত থেকে দেশে ফিরে এলেন, তখন তাঁর মনে এ খেয়াল চাপলো যে, তিনি হাজী খলীফা [১] রচিত "কাশফুয যুনুন" এর রচনারীতি অবলম্বনে ভারতীয় লেখকদের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ তাঁদের প্রদেশ ওয়ারী রচনাবলীর একটি পরিচিতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উপকার সাধন করবেন।[২]

তিনি উর্দুর একজন বড় পৃষ্টপোষক ছিলেন এবং সদা সর্বদা উর্দুর প্রচলন এবং উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করতেন।[৩] উক্ত গ্রন্থ গুলো ছাড়া হাকীম মরহুমের আরো অনেক রচনা বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। মাসিক " মাআরিফ"(আযমগড়) পত্রিকার প্রাথমিক সংখ্যাগুলোতে তাঁর কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৪]

১। হাজী খলীফা মোল্লা কাতিব চালেপী, " কাশফুয - যুনুন নামক গ্রন্থে বিভিন্ন পরিচিতি লিপিবদ্ধ করেন।

২। হাকীম হাবীবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২

৩। হাকীম হাবীবুর রহমান,ঢাকা পচাস বরস পহলে, পৃঃ ৭

৪। মাআরিফ , আযমগড় এপ্রিল, ১৯৪৭ পৃঃ ৩১৪

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৪ সালে এ পত্রিকার ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় (১১৮-১২৪) পৃঃ " বেংগল-মে-ইলমে হাদীছ" শীর্ষক তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ছাপা হয়। এতে তিনি বংগদেশে যুগে যুগে হাদীসের যে চর্চা হয়েছিল তাঁর একটি ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। এছাড়া নওবত রায় নযর সম্পাদিত এলাহাবাদের মাসিক " আদীব" (সাহিত্যিক) পত্রিকায় হাকীম হাবীবুর রহমানের কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকায় ১৯১০ সালের নভেম্বর সংখ্যায় 'শামসুল বায়ান' শীর্ষক তাঁর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।" শামসুল বায়ান" মির্যা জান তাপিশ রচিত একটি ফার্সীগ্রন্থ এটি ঢাকার নায়েব নাযিম নওয়াব শামসুদ্‌দৌলার শাসনামলে এবং তাঁরই সাহচর্যে মির্যা জান তাপিশ কর্তৃক ঢাকায় লিখিত হয়। (১২০৭/১৭৯৩) এতে উর্দুর বাগধারা ও পরিভাষাসমহের আলোচনা রয়েছে। ১৯১১ সালে উক্ত " আদীব" পত্রিকায় হাকীম সাহেবের " বাংগালীয়ু-কী- উর্দু শায়েরী" (بنگالیوں کی اردو شاعری) (বাংগালীদের -উর্দু কাব্য চর্চা) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বিশেষ করে পূর্ববংগ ও ঢাকার উর্দু কবিদের কাব্যচর্চা ও তাদের জীবনালেখ্য তুলে ধরেন।

সাহিত্য ক্ষেত্রে হাকীম সাহেব ছিলেন উদার-নীতির সমর্থক। বিদেশী সাহিত্য থেকে ভাবধারা গ্রহণ করে নিজ সাহিত্যকে সম্পদশালী করে তোলাই ছিল তাঁর অভিমত। তিনি নিরস বর্ণনাভংগি পছন্দ করতেন। মওলানা আবুল কামাল আযাদের ভাষার ন্যায় হৃদয় গ্রাহী ভাষাই ছিলতার কাছে পছন্দনীয় । তিনি বলেনঃ সত্যিকার বলতে গেলে ফার্সী সাহিত্যে বর্তমান আরবী ও তুর্কী সাহিত্যের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের দেশেও বিদেশী ভাষা থেকে বর্ণনা ভংগি ধার করার প্রয়োজন রয়েছে। মওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মিষ্টার ইয়াল দারিমের ভাষার খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা একাই প্রমাণ করেদিয়েছে যে, দেশ সাদাসিধে ও নিরস বর্ণনা ভংগি আদৌ চায়না। " মওলানা শিবলীর ন্যায় হাকীম সাহেবের বেশীর ভাগ রচনাই ইতিহাস বিষয়ক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী " হায়াত-এ-সুকরাত" 'আসুদগান-এ-ঢাকা' "ঢাকা -পচাস বরস পহলে" 'মাসজিদে-এ-ঢাকা' ' কুচপুরানী বাতে' "ঢাকে-কী- তারীখী ইমারত" "সালসা গাস্‌সালা" এসব কটি রচনাই বলতে গেলে ইতিহাস বিষয়ক।

মুনশী রহমান আলী তায়েশের 'তওয়ারীখ-এ-ঢাকা" (১৯১০) এগ্রন্থ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। হাকীম সাহেবের " আসুদেগান-এ-ঢাকা"উপরোক্ত গ্রন্থ গুলো থেকে স্বতন্ত্র । তিনি এগ্রন্থে মাযার, দরগাহও কবরসমূহের ইতিবৃত তুলে ধরেই ক্ষান্ত হননি বরং ঢাকার ইসলাম প্রচারক পীর দরবেশ গওস কুতুব আলীম, ফাযিল, কবি-সাহিত্যিক, আমীর, কবির, শাসক-প্রশাসকদের জীবনালেখ্যও পেশ করেন। ঢাকার প্রায় পৌনেএক শতাব্দীর (১৮৭৫-১৯৪৭) এমন একটি সংস্কৃতিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ, হাবিবুর রহমানের পূর্বে তো নয়ই বটে, এমনকি আজও প্রণীত হয়েছে বলে মনে হয় না।

১। আল-বালাগ ও আল-হিলাল, মওলানা আবদুল কালাম কর্তৃক প্রকাশিত দুটি পত্রিকা।

Dhaka University Institutional Repository

এই গ্রন্থে কেবল সাংস্কৃতিক ইতিহাসই নয় , কতকটা সামাজিক ইতিহাস অর্থাৎ ঢাকাবাসীর অতীত পেশা, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, শিল্পকলা ইত্যাদিও স্থান লাভ করেছে।[১] নওয়াব স্যার আহ্সানুল্লাহর মৃত্যুতে (১৯০১) সালে তাঁর মৃত্যু তারিখ নির্দেশ করে উর্দুতে একটি মর্সিয়া কবিতা রচনা করেন। নিম্নে তাঁর সর্বশেষ চরণ দুটি ছিল এই

کہہ دو تم تاج گراکر احسن

گل ہوا وائے چراغ ڈھاکہ – ২

১৯০৩ সালে ২২/২৩ বছর বয়সে হাকীম সাহেব আগ্রার এক মুশআরায় যে গযলটি আবৃত্তি করেন, তার দুটি শের নিম্নরূপ

زاهد خسته بتا نے کے نہیں ہم کچھ کو

کعبہ یا دیر غرض ہم نے کہیں دیکھ لیا

جھک پڑا سجد ہ بت کے لئے تو یہ توبہ

ہم نے احسن تر ایمان ترادیں دیکھ لیا – ৩

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকার কয়েক জন মুসলিম সুধী, ঢাকা, ১৯১, পৃঃ ১৩০।

২। মাশরিকী পাকিস্তান-কে-উর্দু আদীব, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, করাচী, ১৯৫১, পৃঃ ৬৯-৭০।

৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭০

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ সৈয়দ বুরহানুল্লাহ কাদেরী

শাহ্ সৈয়দ বুরহানুল্লাহ কাদেরী মালয় উপদ্বীপে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা ছিলেন শাহ্ মীরান হাসান আল কাদেরী। তাঁর পূর্ব পুরুষগন ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী। তাই তিনি ঢাকায় (বাগদাদী শাহ্ সাহেব বলে পরিচিতছিলেন। কাদেরিয়া সিলসিলার অনুসারী ছিলেন বলে তিনি কাদেরী বলে নিজের পরিচয় দিতেন । কিন্তু স্বয়ং তিনি ঢাকায় আগমন করেন উনিশ শতকের শেষের দিকে ।[১] চট্টগ্রামের সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসীর ন্যায় শাহ্ সৈয়দ বুরহানুল্লাহ কাদেরী ও একজন বিশিষ্ট সূফী কবি ছিলেন । ফার্সী এবং উর্দুতে হামদ ও নাত তথা আধ্যাত্মিক বিষয়ে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিতা লিখতেন। ফার্সী গদ্যেও তিনি নূরে মুহাম্মদীর হকিকত বর্ণনা করে 'বুরহানুল আরেফীন' (برهان العارفين) নামক একটি আধ্যাত্মিক পুস্তিকা রচনা করেন। মির্যা মাযহার জানেজানা ও মীর দরদ মারিফত বিষয়ে উচ্চ মানসম্পন্ন উর্দু ফার্সী কবিতা লিখে যেমন উত্তর ভারতীয় সূফী সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করেন, তেমনি ফতহে আলী ওয়াইসী এবং শাহ্ সৈয়দ বুরহানুল্লাহ কাদেরী আল্লাহ ও রসূলের প্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে যথেষ্ট পরিমাণ গযল কাব্য সৃষ্টি করে ঢাকায় উর্দু ফার্সী সাহিত্য ভান্ডারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন । কাব্য রচনা করা এদের পেশা ছিলনা। আল্লাহ ও রাসূল - প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির ফলেই অস্তিত্ব লাভ করেছে তাঁদের এসব আধ্যাত্মবাদধর্মী সাহিত্য। মীর দরদের ভাগ্যে জুটেছিল উপযুক্ত সমালোচক, যাদের যথাযথ মূল্যায়নের কারণেই তিনি আজ মরমী সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত । কিন্তু শাহ্ সৈয়দ বুরহানুল্লাহ কাদেরীর ভাগ্যে তেমন কোন সমালোচক জোটেনি। কেবল তিনিই নন, বঙ্গের অনেক কবি-সাহিত্যিকের ভাগ্যেই তাঁদের কৃতিত্বপূর্ন রচনার যথোপযুক্ত মূল্যায়ন জোটেনি। তাই উর্দু ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাসে এদের নাম অনুপস্থিত । এরা আজ সাহিত্য জগতে অবহেলিত । এটা জাতীয় অবহেলারই শামিল। সৈয়দ কাদেরীর রদীফ বিশিষ্ট উর্দু দীওয়ান "দীওয়ান -এ - বুরহান" (دیوان برهان) তাঁর ঢাকা আগমনের পূর্বেই বোম্বাই থাকাকালেই রচিত হয় এবং ১৮৯৮ সালে কলকাতার হাদী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।৯৫পৃষ্ঠা সংবলিত এই দীওয়ানের গযল সমূহ নাত সম্পর্কীয় । এর শেষ অংশে আধ্যাতিক ও উপদেশমূলক কিছু সংখ্যক মুসাদ্দাসও রয়েছে । এ- দীওয়ানটি এখন দুষ্প্রাপ্য। এর একটি কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে। "মাখযান -এ- হাকীকত" (مخزن حقيقت) শীর্ষক তাঁর ফার্সী দীওয়ানটি ১৮৯৭ সালে ঢাকাতেই রচিত হয় এবং দুটি দফতরে অর্থাৎ দুই খন্ড কলকাতার হাদী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। ৩৬ পৃষ্ঠা সংবলিত প্রথম দফতরটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে। এতে রয়েছে ৫২টি গযল ও ৬টি মুসাদ্দাস । ৮৮ পৃষ্ঠা সংবলিত দ্বিতীয় দফতরটি জনসমক্ষে আসে ১৯০০ সালে । এতে স্থান লাভ করেছে ১৮৮টি গযল। উভয় দফতরের বিষয় বস্তু বলতে গেলে, মোটামুটি একই হামদ

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

ও নাত বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন ভংগিতে আল্লাহ ও রাসূল প্রেমের দ্যোতনা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের চরম ও পরম অভিলাষ । শাহ্ সৈয়দ বুরহানুল্লাহ কাদেরী বর্ণনা করেন কোথাও জটিলতা নেই। ইশকের উষ্ণতা, বিরহের দাহন, ভাষার সাবলীলতা তাঁর কবিতাকে হৃদয় স্পর্শী করে রেখেছে। তাঁকে ঢাকার সূফী সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট উর্দু-ফার্সী কবি বলা যায়। 'মাখযান এ- হাকীকত' এর উভয় দফতরের একটি করে কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে। করটিয়ার (টাঙ্গাইল) খাস মুরীদ ওয়াজিদ আলীখান পন্নীর আবেদন ক্রমে শাহ্ সৈয়দ বুরহানুল্লাহ কাদেরী "ফুয়ুযাত -এ- ওয়াজিদ" (فیوضات واجد) নামক আরো একটি ফার্সী কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। হামদ নাত এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়ে রচিত ৯৬ পৃষ্ঠার (৯ ×৭) এ মসনবী গ্রন্থটি ১৯০০ সালে কলকাতার রিদওয়ানী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এরও একটি সংখ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে।[১]

'মাখযান - এ- হাকীকত' এর ১ম দফতর থেকে একটি গযল কবিতা লক্ষ্য করা যাক :

زدرد هجر تو بے قرارم بیا محمد بیا محمد

نگر زلطفے بحال زارم بیا محمد بیا محمد

دلم منور زنور ایمان یکن شفیعا براے یزدان

همیں به پیش تو عرض دارم بیا محمد بیا محمد

جدا زنور تو چون بگشتم بسوے حرص وهوا دو یدم

شکسته بازو ود لفگارم بیا محمد بیا محمد

همین دو چشمان هے بصارت کنم منور زخا کپایت

زرحمت تو امید وارم بیا محمد بیا محمد

فتادم اندر حجاب دوري نصیب فرما مرا حضوری

براے وصل تو بے قرارم بیا محمد بیا محمد

১। হাকীম হাবীবুর রহমান, আসুদেগান এ-ঢাকা, ১৯৪৬, পৃঃ ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

ز آتش هجر سوخت جانم بجس تاریك در مكانم

مدام چوں شمع اشك بارم بیا محمد بیا محمد- ১

২য় দফতর হতে অপর একটি গযল

این تیره درون چرخ چنان كینه شعار است

بغض وحسد ورنج نفاقش همه كار است

گلزار جهان حلوه گه حسن نگار است

بینید بهر سوكه چه پكدست بهار است

ائینه گیتی كه پراز نقش ونگار است

این نقس ونگارش همه عكس رخ یا راست

صد شكر كه معشوق من امر وز دوچار است

عیدیست بقلم كه نصیبم شده یار است

آنراكه دلش محوجمال رخ یار است

او بر سر كار است وزاغیار چه كار است

چون ائینه چشم دلم گشت منور

جو یاي كسے بودم ودید م بكنا راست- ২

নুরে মুহম্মদীর হাকীকত বর্ণনা করে শাহ্ কাদেরী ফার্সী গদ্যে বুরহানুল আরেফীন নামক ২৭ পৃষ্ঠায় যে পুস্তিকাটি রচনা করেন তা ১৮৯৯ সালে কলকাতার হাদী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় । এরও একটি সংখ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মজুদ রয়েছে ।

কুরআন, হাদীস বিশেষত আধ্যাত্মবাদে তাঁর কত গভীর জ্ঞান ছিল, এই পুস্তিকা পাঠে তাঁর সম্যক পরিচয় মেলে ।

১। মাখযান-এ-হাকীকত, ১ম দফতর, কলিকাতা, ১৩১৭, পৃঃ ১৪-১৫

২। পূর্বোক্ত, ২য় দফতর, কলিকাতা, ১৩১৮, পৃঃ ১৯

Dhaka University Institutional Repository

"আল্লাহু নুরুস সামাওয়াতি ওয়ালআরদি মাসালু নুরিহী -কা - মিশকাতিন" এই আয়াতের মরমী ব্যাখ্যায় শাহ্ কাদেরী বলেন.

روح حیوانی که ازدل صنو بریست بجای مشکواة است ،

چنانچه مشکواة طا قی است در دیوار خانه که دروی قندیل

می اویزند,همچنان دل صنو بری که از جنس بدن

عنصریست,محل ظهور پرتو روح ست وقوت حس وحرکت بدن ازوست. ازین جهت انراروح حساس وروح بدن

می گویند. روح حیوانی بجای مشکواة شد. روح نفسانی همچوز جاجه است, چنانچه قندیل زجاجه از فتیله چراغ نور گرفته اطراف خانه رامنور می سازد، همچنان روح نفسا نی فیض نور روح اخذ کرده اطراف اعضا وحوارح بدن رامنور می کند .- ১

১। বুরহানুল আরেফীন, কলিকাতা, ১৮৯৯, পৃঃ ১১-১২

Dhaka University Institutional Repository

মির্যা ফকীর মুহাম্মদ

মির্যা ফকীর মুহাম্মদ (১৮৭৭-১৯৫৮) ছিলেন বিশিষ্ট উর্দু কবি, উর্দু চর্চার ব্যাপ্তি সাধক , চিত্রকার, পন্ডিত ও মজলিসী ব্যক্তি। তাঁর পূর্ব পুরুষ মুনশী আমীর আলী ছিলেন দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক।[১] মির্যা ফকীর মুহাম্মদের পিতা মির্যা ওলীযান কাম-রাও কবি ছিলেন । নাটক লেখা ও মঞ্চস্থকরার প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল।[২] তিনি উর্দু ও ফার্সী উভয় ভাষায় কাব্যচর্চা করতেন।[৩] মির্যা ফকীর মুহাম্মদ সাড়ে চার বছর বয়সের সময় পিতৃহারা হন। পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। তখনকার রীতিনীতি মোতাবেক তিনি নিজ পরিবারেই প্রাচ্য শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তান যৌবনে মারা যায়। ফকীর মুহাম্মদ তাঁর ছোট পরিবার নিয়ে আহ্সান মনজিলের চার দেয়ালের মধ্যেই বাস করতেন ।[৪] মির্যা ফকীর মুহাম্মদ নওয়াব সলীমুল্লাহর সময় থেকে হাকীম হাবীবুর রহমান ও খাজা বেদার বখতের সময় পর্যন্ত ঢাকার সকল সাহিত্যাসর ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা স্বচক্ষে দেখেছিলেন।[৫]

কেবল কবিতা রচনার প্রতিই মির্যা ফকীর মুহাম্মদের ঝোঁক ছিলনা, চিত্রাঙ্কন, সংগীত, চিকিৎসা -বিদ্যা এবং করকোষ্ঠী গণনা শাস্ত্রে ও তাঁর অনুরাগ ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে অনেক মূল্যবান গ্রন্থের সমাবেশ ছিল। চিকিৎসা-জ্ঞান ও চিত্রাঙ্কন শিল্প ছিল তাঁর অধ্যবসায়ের ফসল। তিনি হাকীম হাবীবুর রহমান প্রতিষ্ঠিত হাবীবিয়াহ তিবিবয়াহ, কলেজ এর কার্যনির্বাহক কমিটির স্থায়ী সদস্য ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি ঐ সদস্য পদ ত্যাগ করেন। বিশ শতকের ত্রিশের দশকের দিকে পূর্ববংগ আঞ্জুমান -এ-তরক্কী-এ-উর্দু-র সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি এর সহকারী সেক্রেটারী ছিলেন। ঐ সময় আঞ্জু মান-এর উদ্যোগে ঢাকায় প্রতিমাসে "মুশাআরা"(কবি সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হতো। তখনকার কবি সম্মেলনে রচিত ও কবিতা গুলো মুদ্রিতাকারে প্রকাশ করার ভাল ব্যবস্থা ছিলনা । তাই মির্যা ফকীর মুহাম্মদ অক্লান্ত পরিশ্রম করে সম্মেলনের চলতি বিবরণ এবং তাতে পঠিত কবিতা সমূহকে স্বহস্তে লিখে সেগুলো "গুলদাস্তার" (گلدستہ) শিরোনামে কাব্যরসিক পাঠকদের মধ্যে বিতরণ করতেন। । ঐ কাব্য সংকলনগুলোকে 'গুলদাস্তাহ' (ফুলের ঝুড়ি) বলে অভিহিত করা হতো। পরবর্তী সময় ঐ "গুলদাস্তাহ" গুলো "দীদা-এ-হযরত" শিরোনামে প্রকাশিত হতে থাকে।[৬] এটা ছিল পূর্ব বাংলার উর্দু প্রচলনের জন্য তাঁর একনিষ্ঠ উদ্যোগ। তিনি বিভিন্ন" মুশআরায়" যোগদান করতেন এবং পছন্দ হলে কবিদের কবিতা পাঠের সাথে সাথেই ওয়াহ -ওয়াহ বলে তাঁদের ভাল ও অভিনব সৃষ্টির প্রশংসা করতেন।

১। ইকবাল আযীম, মাশরিকী বাংগাল-মে-উর্দু, ঢাকা, ১৯৫৪, পৃঃ ২২৭

২। হাবীবুর রহমান হাকীম, আসুদে গান-এ-ঢাকা, ঢাকা, ১৯৪৬, পৃঃ ১১২

৩। ইকবাল আযীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৮

৪। শিবলী, মওলানা, আন-নাদওয়া, লখনৌ, ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭, পৃঃ ২

৫। ইকবাল আযীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২

৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৬

Dhaka University Institutional Repository

আবার কারো কবিতায় দোষত্রুটি লক্ষ্য করলে তাঁর সমালোচনা করতেও তিনি ইতস্তত করতেন না। এটা ছিল তাঁর সুরুচি ও সমালোচনাধর্মী দৃষ্টি ও সৎসাহসেরই পরিচায়ক।[১] ফকীর মুহাম্মদ কাব্য রচনায় যথারীতি কারুর শাগরিদী বরণ করেনি। তিনি কাব্য শিল্প আয়ত্ত্ব করেন অনেকটা স্বীয় চেষ্টায়। কাব্যচর্চার প্রতি তাঁর তেমন অনুরাগ ও ঔৎসুক্য ছিলনা। তবে মাঝে মধ্যে কবিতা রচনার ব্যাপারে তিনি খাজা বেদার বখত বেদার ও সৈয়দ শরফুদ্দিন শরফের সাথে আলোচনা করতেন। খাজা বেদার বখত (১৮৮৪-১৯৪২) বাংলার একজন বিশিষ্ট উর্দু কবি ছিলেন। মির্যা ফকীর মুহাম্মদের অনুরোধে এবং তাগিদেই তিনি কবিতা রচনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। মির্যা ফকীর মুহাম্মদ বিভিন্ন সময়ে ১৫০ টির মত গযল রচনা করেন। এগুলোর বেশীর ভাগই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁর কিছু কিছু কবিতা "মুশাআরারগুলদাস্তাহ " গুলোতে সংরক্ষিত হয়। কিন্তু সেগুলো এখনো দুষ্প্রাপ্য । ইকবাল আযীম তাঁর " মাশরিকী বাংগাল-মে-উর্দু" গ্রন্থে মির্যার বেশ কয়েকটি উর্দু শের উদ্ধৃত করেন।[২]

মির্যা ফকির মুহাম্মদের কয়েকটি উর্দু শের পেশ করা হলো।

خود فریبی نے کر دیا آسان

ورنہ جینا عذاب ہو جاتا

سنگ در ہے ترا سودائی ہے

عشق ہے عشق کی رسوا ئی ہے

حسن خود حسن کا شیدائی ہے

آپ وہ اپنا تما شا ئی ہے

پتے پتے پر تمہارا نام ہے

ذرہ ذرہ حامل الہام ہے

زند گی ہے اک شراب ارذو

১। ইকবাল আযীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৪

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩০

Dhaka University Institutional Repository

موت هر آغاز کا انجام هے

تری خوشي کو هم اپنی خوشی بنا نه سکے

هزار حیف که احساس غم مٹا نه سکے

هم ا ئنے میں عکس نظر دیکهتے رهے

کس رخ کودیکهنا تها کد هر دیکهتے رهے - ١

১। ইকবাল আযীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩০

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ শরফুদ্দীন শরফ আল হুসাইনী

সৈয়দ শরফুদ্দীন হুসাইনী (১৮৭৮- ১৯৬০) ঢাকার সৈয়দ ও জমিদার পরিবারের মৌলবী সৈয়দ ফকীহদ্দীন হোসাইন এর পুত্র ।[১] ঢাকা মদ্রাসা থেকে আরবী ফার্সী শিক্ষা অর্জন করে মৌলভী সনদলাভ করেন। ঢাকার নওয়াব সৈয়দ মাহমুদ আযাদ (১৮৪২-১৯০৭) ও তাঁর ছোট ভাই নওয়াব সৈয়দ মুহাম্মদ আযাদ খানবাহাদুর (১৮৫০-১৯১৬) ছিলেন শরফুদ্দীন হুসাইনীর কাব্যগুরু ।[২] শরফুদ্দীন শরফ হুসাইনী আরবী, ফার্সী ও উর্দুর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন পিতার নিকট । ১৮৯১ সালে শরফের পিতার মৃত্যু হলে উক্ত মামা নওয়াব মুহাম্মদ আযাদ শরফ সাহেবকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আযীমাবাদ (পাটনা) নিয়ে যান।[৩] নওয়াব সাহেব সেখানে স্পেশাল মোহামেডান অফিসার রূপে চাকরিরত ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলা তথা উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রঙ্গরস রচয়িতা , সাহিত্য রসিক ও সাহিত্য-সেবী। তিনি কবি-সাহিত্যিকদের সাহচর্য ভালবাসতেন। তাঁর নিকট সে যুগের বড় বড় কবি-সাহিত্যিকদের আনাগোনা ছিল। শরফুদ্দীন ঐসব কবি সাহিত্যিকের সাহচর্য লাভ করে কবি মনস্ক হয়ে উঠেন। নওয়াব মুহাম্মদ আযাদের অন্তরংগ বন্ধু ও উর্দু-ফার্সী সাহিত্য জগতের উজ্জল জ্যোতিস্ক মুহাম্মদ আবদুল গফুর শাহবাযের (মৃঃ ১৯০৮) সাথে তাঁর মাখামাখি ছিল । শাহবায শরফকে স্বভাব-কবি মনে করতেন এবং তাঁকে কাব্য শৈলী শিক্ষা দিতেন এবং বিশেষ বিশেষ সাহিত্যাসরে নিয়ে যেতেন। মীর আলী মুহাম্মদ শাদআযী মাবাদী, নওয়াব ইমদাদ ও আছর, ইরানী বংশোদ্ভুত কবি আকা সনজর শীরাযী, বুল বুল-এ-কুচাক শীরাযী প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকের অতিথি সৎকার করা হতো নওয়াব আযাদের সৌজন্যে তাঁর পাটনাস্থ বাসভবনে। শরফুদ্দীন এদের সাহচর্যে বিশেষভাবে উপকৃত হন এবং কাব্য রচনা উদ্বুদ্ধ হন।[৪] তিনি সারাটা জীবনই কবি সাহিত্যিকদের সাহচর্যে কাটান । তাঁদের সাহচর্য লাভের উদ্দেশ্যে তিনি ইরান ও লখনৌ আগত কবি সাহিত্যিকদের নিজ বাসভবনে আমন্ত্রীত করে আপ্যায়িত করতেন। এমনি করে ৪৫ টি বছর তিনি কাব্য সাধনা ও কাব্য রচনা করে যান।[৫] শরফুদ্দীন বাংলার একজন বিশিষ্ট উর্দু কবিএবং ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ট উর্দু কবি ছিলেন।তিনি কবিত্বের ধাত নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। আব্দুল গফুর নাস্‌সাখকে বাংলাদেশের (বর্তমান) সর্বশ্রেষ্ট উর্দু কবি এবং নওয়াব আযাদকে বাংলাদেশের (বর্তমান) সর্বশ্রেষ্ঠ উর্দু সাহিত্যিক বলা হয়ে থাকে। ঢাকায় সত্যিকার অর্থেই তাঁকে ঢাকা তথা বর্তমান বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি এবং বাংলাদেশের গৌরব বলে অভিহিত করা যায়। তিনি মূলত ছিলেন উর্দু কবি। তবে মাঝে মধ্যে ফার্সী কবিতা রচনা করতেন ।

১। ডঃ মুহাম্মদ আবুদুল্লাহ, ঢাকার কয়েকজন মুসলীম সুধী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ২৪৯

২। ইকবাল আযীম, মাশরিকী বাংগাল মে-উর্দু, ঢাকা, ১৯৫৪,পৃঃ ১৯৩

৩। শরফুদ্দীন হুসাইনী, গুলিস্তান-এ-শরফ, (মির্যা ফকীর মুহাম্মদ লিখিত অভিমত) পৃঃ ১১৩-১৪

৪। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫০

৫। গুলিস্তান-এ-শরফ, পূর্বোক্ত , পৃঃ ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

বলা বাহুল্য ঢাকার উর্দু ভাষা তো দিল্লী ও লখনৌর উর্দু ভাষার ন্যায় হতে পারে না। কিন্তু শরফ সাহেব বড় বড় কবি-সাহিত্যিকদের সাহচর্যে বহুদিন ছিলেন বলে তাঁর রচনায় বাংগালিত্ব জনিত কোন দোষক্রটি পরিলক্ষিত হয় না।[১] তাঁর দীওয়ান "গুলিস্থান – এ-শরফ" পাঠ করলে তাই প্রমাণিত হবে। ১২০ পৃষ্ঠা সংবলিত তাঁর এই উর্দু দীওয়ানটি ১৯৩৭ সালে কলকাতার সিতারা-এ হিন্দু লিমিটেড প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এতে ছোট বড় ৮৭টি গযল, ৬টি কাসিদা, ১টি মুসাদ্দাস, তিনটি মসনবী, ৬টি সাহরা, ২টি রুবাঈ, ৫টি নওহা, ৬টি সালাম এবং কিছু মুবারক বাদ সূচক কবিতা রয়েছে। শেষলগ্নে সয়ের-এ-কেলকাত্তা " (কলকাতা ভ্রমন) শীর্ষক একটি ফার্সী কবিতা স্থান লাভ করেছে। তাঁর এই দীওয়ানের শেষের দিকে তাঁর কাব্য সম্পর্কে কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে সায়েল দেহলবী, আরযু লখনৌবী, ওয়াহ্‌শাত কেলকাত্তবী, মির্যাফকীর মুহাম্মদ (ঢাকা) হাকীম আবদুল গনী খান দেহলবী, হাকীম আবরার আহমদ আনসারী দেহলবী প্রমুখের অভিমত রয়েছে।

(گلستان شرف) "গুলিস্তান-এ-শরফ" ছাড়াও শরফুদ্দীন "দাবিস্তান-এ-শরফ" (دابستان شرف) শীর্ষক তাঁর আরো একটি কাব্য সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু ৮৭ পৃষ্ঠার এবইটি আজও প্রকাশিত হয়নি। এতে গযল কম, কাসীদা বেশী। কাসীদার বেশীর ভাগই নাত ও মানকাবাত (সাহাবাদের প্রশংসা) সম্পর্কিত । এগুলো তিনি জীবনের শেষ অংশে ভক্তিভরে ইবাদতের মানসেই লিখেছিলেন । এসব কবিতায় তাঁর ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও ধর্মীয় আবেগ প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমানে এই কাব্য সংকলনের পান্ডুলিপি তাঁর পুত্রদের কাছে কে.এম. আযম লেনে সংরক্ষিত রয়েছে, এ গ্রন্থটি প্রকাশ করা হলে বাংলাদেশী উর্দু সাহিত্য আরো সমৃদ্ধ হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। সাহিত্য-মূল্যের দিক থেকে এ পান্ডুলিপিটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

কাব্য রচনা ছাড়াও শরফ সাহেব গদ্যে "ইয়াদ-এ-হুসাইন" "শাহাদাত-এ-আলী " ও "যিক্‌র-এ- বিলায়াত " নামক তিনটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন । এসবের পান্ডুলিপি বিগত স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় হারিয়ে গেছে। এসব পুস্তিকায় তিনি হযরত আলী হাসান ও হুসাইনের জীবনকর্ম ও নেতৃত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ইকবাল আযীম "শাহাদাত-এ-আলী" নামক পুস্তিকা থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন।[২] শরফুল হুসাইনীর কয়েকটি উর্দু শের পেশ করা হলো।

১। শরফুদ্দীন হুসাইনী, পূর্বোক্ত (সায়েল দেহলবী লিখিত অভিমত) পৃঃ ১০৬-১০৭

২। ইকবাল আযীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০০

Dhaka University Institutional Repository

جفا کیجیے ابھی ترکِ جفاکیا

یہ دل کیا اور اس کا مدّعاکیا

تمھارا وصف ھو ،یہ منہ کھاں ھی

تمھیں تم ھو،تمھارا پوچھنا کیا

توجّہ تیري کافی ھے،ذراسی

مریضان محبت کی دواکیا-১

একটি কাসীদা নিম্নে পেশ করা হলো।

قصیدہ

طاعت اللّٰہ کی ھے، باعثِ بنیادِ حرم

غرضِ خلقتِ آدم ھے ، یہ خالق کی قسم

وہ دعائیں لب معمار پہ وقتِ تعمیر

اور وہ ھنگامِ عمل،قلب نبی(ص)کا عالم

سجدہ خالق کا سھی،پھر بھی ھی کعبہ کیطرف

اس سے بڑ ھکر کو ئی ، مخلوق کا ممکن ھی چشم

اِسی کعبہ سے ھی عر فانِ الی کا ثبوت

اسی کعبہ سے ہی بنیادِ عبادت محکم ২

১। ইকবাল আযীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৮

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

غزل

دل میں موجود آنکھ سے پنہان
وہ جُدا ہو کے بھی جدا نہ ہوا
جیسی عادت زبان کو پڑ جائے
شکر ہو تا رہا گلہ نہ ہوا
جودرد دل میں ہے وہی پیدا جگر میں ہے
دونون کا ایک حال تری رہگزر میں ہے- [১]

১। ইকবাল আযীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০০

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ গুলাম মুস্তফা

সৈয়দ গুলাম মুস্তফা (১৮১৪-১৯০৭) ছিলেন হযরত হুসাইন (রাঃ) এর উত্তর পুরুষ তথা প্রখ্যাত সফী সৈয়দ ইবরাহীম দানিশমন্দের বংশধর। সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের আমলে পারস্য থেকে সোনার গাঁয়ে এসে বসতি স্থাপন করেন।[১] সৈয়দ গুলাম মুস্তফা একজন সংগতি সম্পন্ন জমিদার ছিলেন। তিনি সোনারগাঁ থেকে ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন।[২] মুনশী আব্দুর রহমান তায়েশ গুলাম মুস্তফা সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি ফার্সীর একজন বড় সাহিত্যক ও বিশিষ্ট সৃজনশীল লেখক ছিলেন। তাঁর লেখা ছিল খুবই চমৎকার।[৩]

"হাকীম হাবীবুর রহমান বলেনঃ তিনি দরী ভাষার (ইরানের পাহাড়ী অঞ্চলের ভাষা বিশেষ) নামজাদা সৃজনশীল লেখক ছিলেন। সংগীতের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি খুবই বুদ্ধিমান ওয়াকিফহাল লোক ছিলেন।[৪] হাকীম সাহেব তাঁকে ছোটবেলায় ও দেখেছিলেন বয়স্ক অবস্থায় ও দেখেছিলেন।"[৫]

ঢাকায় সৈয়দ গুলাম মুস্তফাকে মীর্যা গালিবের শিষ্য মনে করা হতো। প্রকৃত ব্যাপার হলো ঢাকার কবি খাজা হায়দারজান শায়েকের ন্যায় তিনিও গালিবের লেখনীভংগির অনু-করণ করার চেষ্টা করতেন এবং তাঁর প্রতিপ্রগাঢ় শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বস্তুত তিনি গালিবের প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন না।[৬] সৈয়দ গুলাম মুস্তফা ফার্সী শিক্ষা করেন ঢাকার মিঞা সাহেবের খানকায় তদানীন্তন গদ্দীনশীন শাহ্ কমরুদ্দীন মরহুমের নিকট। ভাগলপুরের শাহ্ নজীবুল্লাহ ছিলেন তাঁর মুর্শিদ।[৭]

সৈয়দ গুলাম মুস্তফার কোন প্রকাশিত গ্রন্থের সন্ধান মেলেনা। হাকীম হাবীবুর রহমানের ভাষ্যানুসারে " গারদ-এ-পাহাঙ্গে গালিব " (گرد پاہنگ غالب) অর্থাৎ "গালিবের পাদুকা-ধুলি" নামক সৈয়দ গুলাম মুস্তফার একটি অপ্রকাশিত গদ্য গ্রন্থের পান্ডুলিপি তাঁর পৌত্র সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুরের নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাতে তাঁর বিভিন্ন ফার্সী গদ্য রচনা ও চিঠিপত্র অন্তর্ভূক্ত ছিল। গালিব তাঁর পাঁচ মিশালী গদ্য লেখাগুলি একত্র করে যে সংকলন প্রকাশ করেন, তার নামকরণ করেন "পাঞ্জ আহাঙ্গে গালিব" (پنج آہنگ غالب)

১। Muhammad Taifoor, Syed, Glimpses of old Dhaka, Dhaka, 1952, p. 183.

২। I bid

৩। রহমান আলী তায়েশ, তাওয়ারীখ, পৃঃ ২২২

৪। হাকীম হাবীবুর রহমান, আসুদেগান-এ-ঢাকা, পৃঃ ১৫৫

৫। পূর্বোক্ত,

৬। রহমান আলী তায়েশ, পুর্বোক্ত, পৃঃ ২২২

৭। হাকীম হাবীবুর রহমান, সালাসা গাস্‌সালা, পৃঃ ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

গুলাম মুস্তফা তেমনি তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের গদ্য লেখা একত্র করে যে সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন তার নাম রেখেছিলেন "গারদ-এ-পাহাঙ্গে গালিব" এ অপ্রকাশিত গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বর্তমানে কোথায় বা কার কাছে রয়েছে তা অজ্ঞাত। এতে দুটি অংশ রয়েছে ঃ প্রথমাংশে রয়েছে ফার্সী ও কিছুটা আরবী রচনা । দ্বিতীয়াংশে স্থানলাভ করেছে নিরঙ্কুশ ফার্সী রচনা ও পত্রাবলী ।[১] এগ্রন্থ থেকে কয়েকটি প্রারম্ভিক ছত্রের উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ

آفر ید گار جان وجهان را باندازه نیر وئ که سخنوری بخشیده است،سپاس گذارم - ورنه مراچه پایاب که از اندازه

نیرو برتر شوم وحمد وثنای سزا وارش بجا اورم الفظ دل گزین وفقرات خا طرنشین که از زبان فلم می ریزد،هم ازان نیروست اگر طیع زادست نیز خدا داد ست - [২]

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ১৬৫-৬৬

২। সালাসা গাস্‌সালা, পুর্বোক্ত, পৃঃ ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ মুহাম্মদ বাকের তাবাতাবাই

সৈয়দ মুহাম্মদ বাকের তাবাতাবাঈ মৃঃ ১৯২১ ।[১] ছিলেন ঢাকার অন্যতম রইসও খ্যাতনামা ব্যবসায়ী।[২] হাজী বাকের ও তাঁর পরিবারের মাতৃভাষা ছিল ফার্সী।[৩] ফার্সীতে বাকের বিশেষ দক্ষতা ছিল।[৪] কবি নাস্‌সাখের সংগে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল।[৫] তাঁর "গাঞ্জিনা -এ-বাকের " (گنجینہ باقر) নামক ফার্সী দীওয়ানটি কলকাতার হাবীবুল্লাহ মতীন প্রেস থেকে ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয়। এটি দুভাগে বিভক্ত ঃ ১৭৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রথমাংশে রয়েছে গযল (পৃঃ১-১৫৬) রুবাই (পৃঃ ১৫৬-১৬০) তারজীবন্দ (পৃঃ ১৬০-১৭১) ও বিবিধ কবিতা (পৃঃ ১৭১-১৭৫) । ৬২ পৃঃ ব্যাপী মুসাদ্দাস(পৃ ঃ ৪৯-৫৯) ও মুখাম্মাস (পৃঃ ৫৯-৬২) গযল কবিরুপে ইরানের আধুনিক গযল কবিদের সাথে বাকেরের তুলনা করা যায়। বংগের অন্যান্য সেরা কবি- সাহিত্যিকদের ন্যায় কবি বাকেরের কাব্যের ও যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। খুব সম্ভব নাস্‌সাখ, উবায়দী, খাকী, যওকী, সামী, প্রমূখের ন্যায় বাকের প্রশাসনিক বা শিক্ষা বিভাগীয় কোন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেননা বলেই তাঁর কাব্য সুধী সমাজে যথোপযুক্ত স্থান ও স্বীকৃতি লাভের সুযোগ পায়নি। বস্তুত তাঁকে বংগীয় কবিদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কবি বলে আখ্যায়িত করা যায়। তাঁর কবিতায় নীতিমূলক শিক্ষাও রয়েছে আবার পার্থিব প্রেম ও জড়ধর্মী সৌন্দর্যের ও বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেছে।[৬]

তাঁর একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল। তাঁর বাস ভবনে "মুশায়ারা" অর্থাৎ কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো। তাতে তিনি স্বরচিত কবিতা গযল ইত্যাদি আবৃত্তি করতেন। বাকেরের দুটি গযল (প্রথমটি নীতিমূলক) ও(দ্বিতীয়টি পার্থিব প্রেমমূলক) একটি মুসাদ্দাস ও একটি রুবাই উদ্ধৃত করছিঃ

১। আবদুল গফুর নাস্‌সাখ, তাযকিরাতুল মুআছিরেন , পৃঃ ৪৪

২। পূর্বোক্ত

৩। ওহীদ কায়সার নাদবী,মেহের - এ- নীমরোয, করাচী ডিসেম্বর ১৯৬০ , পৃঃ ১৪

৪। রহমান আলী তায়েশ , তাওয়ারীখ, পৃঃ ২০৬

৫। তাযকিরা, পূর্বোক্ত , পৃঃ ৪৪,

৬। ওহীদ কায়সর নাদবী, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৪

Dhaka University Institutional Repository

মুসাদ্দাস

نیست چیز ی در جهان غیراز فسا دو انقلاب

زان سبب عاقل نه بندد دل درین دیر خراب

ای بغفلت خفته اندر خوا بگاه عیش وناز

خیزاز بستر که صیاداجل دارد شتاب

تابکی سر گرم خواب غفلتی،بکشای چشم

بنگری باهوش تااین دهر رانقشے برآب

دفترآمال را از حرص دنیا پر مسکن

میشوی عا جز بجمع وخرچ او یوم الحساب

مر کب خواهش مشو هرگز که نفس گمر هت

مي برد بی راه ومی افگند اندر عذاب

دیده دل را جلاده پس نظر کن در جهان

تابه بینی آنچه را دیدی خیالی هست وخواب

علم وادب را جوی طا لب نیم از بیخرد

تادانیم بهتر بود با قراز این علم وادب- [১]

রুবাই

در جهان چون ناز نین یارم نگاری هست نیست

১। গাঞ্জীনা-এ-বাকের (১) কলিকাতা, ১৩০৯ হিঃ, পৃঃ ২৩-২৪

Dhaka University Institutional Repository

همچوزلف مشکیارش مشکباری هست نیست

تیرآن غماز راهر گز قراری هست نیست

وزدم تیرش دل وجان را فراری هست نیست

گوی دل رامی رباید هردم از چو گان ناز

هم عنان ترك من چابك سواری هست نیست

دامنش آلوره دست رقیبان شد نشد

باگل رخساراو پیوسته خاری هست نیست

ساقیامئی ده که می با شد غنیمت یکنفس

این دو روزه زندگی راں عتباری هست نیست

خو شتر ازیارو شراب وعشق ومستی چیست کیست

بهتر ازسر مست بودن هیچکاری هست نیست- ১

১। গাঞ্জীনা-এ-বাকের, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ মুহাম্মদ হুসাইন ওয়াফীর

শায়খ মুহাম্মদ হুসাইন ওয়াফীর(মৃতঃ ১৯৪০) ছিলেন ঢাকার অধিবাসী। ওয়াফির ঢাকার মুহ্সিনিয়া মাদ্রাসার এ্যাংলোপার্সিয়ান বিভাগে ইংরেজীর শিক্ষক এবং তীক্ষ্নমেধাসম্পন্ন কবিও নাটক রচয়িতা ছিলেন।[১] উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে নওয়াব আব্দুল গনী ও নওয়াব আহ্সানুল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকার মহল্লায় মহল্লায় নাটকের চর্চা হতো। নাট্যকারেরা নাটক রচনা করতেন । হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নাট্যমোদীদের উদ্যোগে তা মঞ্চস্থ করা হতো।[২] আহমদ হুসাইন ওয়াফির ঐ সংস্কৃতিমূখর পরিবেশে অল্প সময়ের মধ্যে "বীমার বুলবুল" (بیمار بلبل)(রুগ্ন বুলবুল) শীর্ষক একটি উর্দু নাটিকা ঢাকা বাসীদের উপহার দেন।[৩] ৪২ পৃষ্ঠার এই গীত প্রধান নাটিকা তথা "অপেরা "টি তাঁর ভাই শায়খ তালিব হুসাইন কর্তৃক ঢাকার মুহাম্মদী প্রেস থেকে ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয়।

ওয়াফির যদিও তাঁর ভূমিকায় এই রচনাটিকে শেক্সপীয়ার ও বেনজনসের অনুসরণে ইংরেজী নাটকের কায়দায় লিখিত উর্দুর একটি অভিনব নাটক বলে দাবী করেছেন, বস্তুত তা গতানুগতিক "অপেরা" বৈ কিছু নয় বলে মনে হয়। এই নামের একখানি বই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। বইটির শেষাংশে ওয়াফিরের ৫টি উর্দু গযল সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। রচনার সাথে সাথেই নাটিকাটি ঢাকায় মঞ্চস্থ করা হয় এবং খুবই সমাদৃত হয়। পরবর্তী সময়ে ও নাটকটি কয়েকবার মঞ্চস্থ হয়।[৪] এই নাটকটির নায়ক হলো ফরহাদ এবং নায়িকা হলো মাহ্লেকা ওরফে বীমার বুল বুল যার নামে এই রচনাটির নাম করণ করা হয়েছে। লালখান নামক ৯০ বছরের জনৈক বুড়ো ১৬ বছরের যুবতী বীমার বুল বুলকে বিয়ে করার চেষ্টা করে এবং কৌশলে তাকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে আসে। ফরহাদ নামক অন্য একজন যুবক বীমার বুলবুলের প্রতি আসক্ত ছিল। বীমার বুল বুলও তাকে ভালবাসতো । ফরহাদ বীমার বুলবুলকে লালখানের নাগপাশ থেকে উদ্ধারের জন্য তার গৃহচাকর পম্বা ও গৃহ-চাকর আযমতকে ফুসলিয়ে বশীভূত করে এবং উভয়ের সহানুভূতি লাভ করে। একদিন ফরহাদ এক চোখে পট্টি বেঁধে অন্ধ সাজলো এবং একপা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চারণ কবির বেশে লালখানের অনুপস্থিতিতে তার বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলো।

১। হাবীবুর রহমান হাকীম, সালসা গাসসালা, (অপ্রকাশিত) পৃঃ ১৬৭(উর্দু অংশ)

২। পূর্বোক্ত

৩। পূর্বোক্ত

৪। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

পম্বা ও আযমতের সহযোগিতায় ফরহাদ লালখানের ভবনে প্রবেশ করে এবং পম্বাও আযমত সহ বীমার বুলবুলকে নিয়ে এক বাগানে গানবাজনা আরম্ভ করে।

ইত্যবসরে গানবাজার শব্দ শুনে লাল খান সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং ফরহাদকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। ফরহাদকে কঠোর শাস্তি দেবে বলে সে শাসাতে আরম্ভ করে। ঠিক সেই মুহূর্তে অদৃশ্য থেকে কে যেন তাকে বলতে লাগলো তোমার কি পাপের কোন ভয় নেই? তুমি এই যুবক যুবতীদের অসহায় অবস্থার প্রতিলক্ষ্য কর। তুমি এদের প্রতি অবিচার করতে পার না। অদৃশ্যের এই বাণী শুনে লালখান বুঝতে পারলো যে ৯০ বছর বয়সে ১৬ বছরের যুবতী বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করা আহমকি বৈ কিছু নয়। সে লজ্জিত হলো এবং ফরহাদকে নির্দোষ স্বীকার করে দুঃখবোধ করলো । এমনি করে শেষ পর্যন্ত ফরহাদ ও বীমার বুল বুলের মিলন ঘটলো । " বীমার বুল বুল " শীর্ষক নাটকটি ছাড়া ওয়াফির আরো কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন বলে ইকবাল আযীম উল্লেখ করেছেন।[১] কিন্তু এখন 'বীমার বুল বুল' ছাড়া তাঁর অন্য কোন নাটকের হদিস মেলেনা।ওয়াফির একাধারে ইংরেজী, ফার্সী , উর্দু ও হিন্দি ভাষায় কবিতা লিখতেন।[২] কিন্তু এখন সেসবের খোঁজ মেলা ভার। "বীমার বুল বুল " নাটকে ওয়াফিরের বেশ কয়েকখানা উর্দু গীতি কবিতা রয়েছে। রহমান আলী তায়েশ "তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা" (تواریخ ڈھاکہ) গ্রন্থে তাঁর বেশ কয়েকটি উর্দু শের উদ্ধৃত করেন।[৩] এই শের গুলো নওয়াব আহ্সানুল্লাহর প্রশংসায় নিবেদিত। জানা গেছে। ওয়াফির নওয়াব সাহেবের নির্দেশেই নাটক রচনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ওয়াফিরের কাব্য গুরু ছিলেন আবদুল গফুর নাস্সাখ।

ওয়াফির রচিত একটি উর্দু শের পেশ করা হলো :

حبذا اے ناز شِ بنگالہ اے فخرِ زمان
اے رئیس محتشم اے عزتِ ہندوستان
کشو رِ انصاف وعدل وداد کے مسند نشیں
حامی دین بنی اسلام کے تاب وتوان
نا خدائے کشتی اسلام دریائے سخا

১। ইবকাল আযীম, মাশরিকী বাংগাল-মে-উর্দু " ঢাকা ১৯৫৪ পৃঃ ১০৩৮।
২। রহমান আলী তায়েশ, তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা,আরা, ১৯০৮, পৃঃ৩৪০
৩। পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

احسن اللہ خان ، خدا یوعصر ممتاز زمان
نور فیض قبلۃ عالم ھوا وہ جلو ہ گر
چھپ گئیں روزِ سیہ کیطرح ساری کلیان
فیض سے تیر ے ایسازرکا طوفان ھر طرف
کشتی سائل ھوئی سو نے کے پانی میں روان
جودِ حاتم اور شئے ھے،فیضِ حضرت اور ھے
ھے وہ گر مالِ کھن،یہ جنس نوے ھے گمان
رات دن اللہ سے وا فر کی ھے یہ التجا
ھو عنایت آپ کو آرام وعیش جادوان- ১

১। ইকবাল আযীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

আকা মাহ্‌মুদ আলী

হাফেজ আকা মাহ্‌মুদ আলী (১৮৬৮-১৯২২) ঢাকার অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত ফার্সী পন্ডিত আগা আহমদ আলী ইসফাহানীর ভাতিজা ছিলেন। "অধ্যাপক ইকবাল আযীমের ভাষায়ঃ আকা মাহ্‌মুদ আলী মহাপন্ডিত ছিলেন।তিনি ব্যাপকভাবে পড়া শোনা করেন"। আকা মাহ্‌মুদ আলী শায়খ শরফুদ্দীন বিন আবী হাফস আমর বিন আলীর তিনটি আরবী কাসীদার ফার্সী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন এবং তা "আল বাহরুল ফায়েয ফী শরাহিল কাসায়েদ লি-আমরিবনিল ফারিদ "

(البحر الفائض فی شرح القصائد العمرو بن الفارض)

নামে অভিহিত করেন। এটি তিনি রচনা করেন ১৯০৫ সালে এবং তা কানপুরের মাতবা-এ-মজীদী থেকে প্রকাশিত হয় ১৯১৪সালে । এ তিনটি কাসীদা তখন কার সময় মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা ভুক্ত ছিল। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে তিনি প্রত্যেকটি শেরের ফার্সী অনুবাদ ও ফার্সী ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যেকটি শেরের সার কথাগুলি তিনি প্রথমে ফার্সীতে ও পরে উর্দুতে পেশ করেন। এছাড়া তিনি কঠিন শব্দগুলি নিয়ে ফার্সীতে নোট ও লিখেছেন। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন আরবীতে। শুধু ভূমিকাই নয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাসীদার হাশিয়াও (পার্শ্ববর্তী টীকা) প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় পেশ করেছেন। এতে তাঁর আরবী ভাষার দক্ষতার অনুমিত হয়। আকা মাহ্‌মুদ আলীর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা পুস্তক হলো "তাসহীলুল আরবফী শরহি দিরাইয়াতিল আদাব"।

(تسهيل الارب فی شرح دراية الادب)

'দিরাইয়াতুল আদাব' উবায়দুল্লাহ উবায়দী সুহ্‌রাওয়ার্দী, রচিত একটি আরবী কমপজিশন পুস্তক। আকা মাহমুদ আলী উর্দুতে এর ব্যাখ্যা লিখে তা "তাসহীলুল আরাব" নামে অভিহিত করেন। ৬৮ পৃষ্ঠা সংবলিত এই পুস্তিকাটি ঢাকার পুস্তক প্রকাশক গোলাম আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। মওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদের "অশ্রু-সরোবর " নামে 'দীওয়ান-ই-ইবনুল ফারিদ' এর প্রথম দুটি কাসীদার বাংলা কাব্যানুবাদ করেন (১৯৬৬)।[১] "আল বাহ্‌রুল ফায়েয " থেকে আকা মাহ্‌মুদ আলীর কয়েকটি ছত্র তাঁর গদ্য রচনার নমুনাস্বরূপ দেখা যাক।

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের ফার্সী সাহিত্য, ঢাকা.১৯৮৩ পৃঃ ১৮১

Dhaka University Institutional Repository

بکو عاشق شما همچو حیات ربوده ضرب المثل شد است.یعني مردمان اور امرده گمان بر ند ، چراکه بسبب عشق شما مار گزیده گشته یعنی بیحس وحرکت - معلوم است که

چوں کسی راما رمی گزد،بیحس وحرکت همچو مرده گردد.

ومردمان مرده اس پندار ند واکثرباشد که افسو نکران زیر ک

بروی چیز ے دمند.افاقه اش دست دهد.گفته شودکه باز زنده شد.بگو که عاشق شمارا گزا شتم بحا لیکه اگر ستار گان

وقت فر وشدن زفتی کند ونبارد دوبسبب جدائی شما چشم

خود را بارنده است وبخشنده آب یعنی در فراق شما بسیار میگرید وچشما نش همچو باران می بارد [১]

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮২

Dhaka University Institutional Repository

আমিমুল ইহ্সান

মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ "আমীম আল-ইহ্সান (১৯১১ -১৯৭৪)ছিলেন বিহার প্রদেশের পাচনা গ্রামের অধিবাসী। মুফতী সাহেবের নাম মুহাম্মদ উপাধি আমীম আল-ইহ্সান এবং ইহাতেই তিনি পরিচিত । তিনি মুজাদ্দিদী তরীকাভুক্ত সায়্যিদ আবু মুহাম্মদ বারকাত আলী শাহ সাহেবের মুরীদ ও জামাতা ছিলেন বলে নিজ নামের সহিত "মুজাদ্দিদী" ও "বারকাতী" এ দুটি نسب যোগ করতেন। তাঁর বংশ পরম্পরা হযরত হুসাইন (রঃ) পর্যন্ত পৌঁছায় এই দাবীতে তিনি নিজকে "হুসায়নি সায়্যিদ" বলে মনে করতেন। মুফ্তী সাহেবের পিতা মৌলভী হাকীম সায়্যিদ আবু আল-আযীম মুহাম্মদ। আবদ আল মান্নান কলিকাতার জালিয়াটুলী মহল্লায় বসতি স্থাপন, একটি মসজিদ, একটি দাওয়াখানা ও একটি হালকাই যিকর কাইম করেন। এই স্থানেই বালক আমীম আল-ইহ্সান মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে কুরআন মাজিদ খতম করেন এবং স্বীয় চাচা শাহ আবদ আল দায়্যান সাহেবের নিকট ফার্সীও উর্দু শিক্ষা করেন। ১৫১ অতঃপর কয়েকজন প্রসিদ্ধ আলিমের নিকট আরবী,কুরআন, হাদীছ, ফিক্হ, কালাম, মানতিক, এবং তাসাওউফের শিক্ষা লাভ করেন।

১৯২৭ সালে পিতার মৃত্যুর পর মুফ্তী সাহেব মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তদস্থলে মসজিদ দাওয়াখানাও হালকাই যিকর পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হতে তিনি ১৯৩১ সালে ফাযিল ও ১৯৩৩ সালে কামিল (হাদীছ) পরীক্ষা পাস করেন। উভয় পরীক্ষাতে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি অবসর সময়ে বিশেষ ব্যবস্থায় শাম্স আল-উলামা মওলানাইয়াহ্ইয়াসাহেবের নিকট "ইলম হায়আত" এবং শামস আল-উলামা ম ওলানা সুলতান আহমাদ কানপুরী সাহেবের নিকট "মাকূল্যাত" শিক্ষা করেন। আধ্যাত্মিক সাধনাক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সাফল্যের সহিত নাক্শ বন্দী, মুজাদ্দিদী তরিকার অনুসরণ করতেন।

তিনি ১৯৩৪ সালে কলিকাতায় কুলুটোলাস্থিত নাখোদা মসজিদ মাদ্রাসার প্রধান মুদারিস পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তী বৎসর তিনি ঐ মসজিদের "দার আল -ইফ্তা" বা ফাতওয়া বিভাগের মুফ্তীর পদে নিযুক্ত হন। তদানীন্তন বাংলার প্রদেশিক সরকার তাঁকে ধর্মীয় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য এবং কাদীর পদে নিযুক্ত করেন।[১]

১। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৩ সনে তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন এবং কাদী পদ হতে ইস্তিফা দেন। ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের পর যখন ঢাকায় মাদ্‌রাসা আলীয়া স্থাপিত হয়, তখন অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে মুফ্‌তী সাহেবও ঢাকায় আসেন এবং ঢাকা শহরের কুলুটোলার মসজিদ সংলগ্ন বাড়ীতে বসতি স্থাপন করেন। তিনি মসজিদটির সংস্কার সাধন করেন ও তৎসঙ্গে একটি মাদ্‌রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর পর মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বের কামরায় তাঁকে কবরস্থ করা হয়। ১৯৪৯ সনে পাকিস্তান সরকার তাঁকে ধর্মীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মনোনীত করেন। ১৯৫৪ সনে তিনি ঢাকা আলীয়া মাদরাসার হেড মওলানা পদে উন্নীত হন এবং ১৯৬৯ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। ১৯৬৪ সাল হতে মৃত্যু পর্যন্ত মুফতী সাহেব ঢাকার "বায়ত আল-মুকাররাম " মসজিদের খতীব ও ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। মুফ্‌তী সাহেবের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে বহু মূল্যবান কিতাব ও পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়েছিল। স্বরচিত অপ্রকাশিত কতিপয় পাণ্ডুলিপিও তাঁর কুতুবখানায় রক্ষিত আছে। তিনি ছিলেন পাক ভারত বাংলা উপমহাদেশের একজন খ্যাত নামা আলিম, মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও মুফতী । মক্‌কা ও মদীনা শরীফ যিয়ারত কালে তাঁর অসংখ্য গুনগ্রাহীর অনুরোধে কাবার চত্বরে ও মসজিদে নববীতে তিনি হাদীছের দরস প্রদান করেন। লেখা-পড়াই ছিল তাহার সার্বক্ষণিক কর্ম। তিনি প্রায় একশত পুস্তক পুস্তিকার রচয়িতা বা সংকলক । অধিকাংশ পুস্তক তিনি উর্দু ভাষায় লিখেন, আরবী ভাষায় রচিত তার কতগুলো মূল্যবান গ্রন্থ দেশ বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছে। তার কতিপয় মূল্যবান গ্রন্থের নাম দেয়া হল।

فقه السنن والا ثار ، قواعد الفقه ، التشرف لاداب التصوففتاواى بر كتيه ، ادب المفتى او جز السير ، تريخ علم الفقه،تاريخ علم الحديث – التنوير فى اصول التفيسر ، ميزان لا خبار سير ة جيب اله ، هدية المصلين [১]

মুফ্‌তী সাহেবের অধিকাংশ কিতাব হলো মাসলা মাসায়েলের উপর লিখিত।তিনি সাহিত্যের কোন বই লিখেন নি এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি তেমন একটা গবেষণা করেন নি । তাঁর অধিকাংশ বই উর্দু ভাষায় লিখিত।

১। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

আফসার মাহপুরি

আফসার মাহপুরি,(১৯১৮-১৯৯৫) বিহারের ছাপরা জিলার মাহপুরী গ্রামের এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে মেট্রিক পাস করেন। মেট্রিক পাস করার পর বেঙ্গল সচিবালয়ে এ চাকুরীতে যোগদান করেন এবং ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের সচিবালয় থেকে অবসর গ্রহন করেন। ভারত বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে আফসর মাহপুরি ঢাকায় আসেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল বিহারে কিন্তু শৈশব হতে বৃদ্ধ কাল পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হয়েছে পশ্চিম বাংলায় এবং বাংলাদেশে। যার ফলে তাঁর লেখায় বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও বাংলাভাষার প্রভাব প্রতিফলিত হয়। বলতে গেলে বাংলা এবং উর্দু উভয় ভাষায় তিনি অমর। বাংলাদেশের উর্দুসাহিত্যে তিনি একাধারে অনুবাদক, কবি, গল্পকার, প্রবন্ধ লেখক, হিসেবে বিশেষ মযার্দা লাভ করেছেন। বিশেষ করে বাংলাসাহিত্যকে উর্দু ভাষীদের কাছে তরজমার মাধ্যমে যাঁরা পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, সেই মনীষীদের তালিকায় আফসার মাহপুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি উর্দু, ফার্সী, বাংলা, ইংরেজী, ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৮টি । তন্মধ্যে দুইটি গ্রন্থ রয়েছে বাংলা থেকে উর্দু অনুবাদ। এ ছাড়া তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা অগণিত। তাঁর বই গুলোর শিরোনাম নিম্নরূপ

১। জাম -এ- কাওসার, ১৯৬৩ (বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত) কবি নজরুল ইসলামের ২৫টি ইসলামি উর্দু কাব্যানুবাদ।

২। গোবার -এ- মাহ, ১৯৮৬ করাচী ,

৩। নিগার- এ- মাহ, ১৯৯২ করাচী,

৪। তরসে হিরাতর, কারচী ১৯৯৬।

নিম্নের বইগুলি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

৫। দিয়ার -এ- মাহ,

৬। ইযহার - এ- খেয়াল,

৭। সুখি পাত্তিয়া,

৮। সর যমীন এ- খোওয়ার , ঢাকার সাহিত্য জগতে তিনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্য কার্মী হিসেবে খ্যাত।[১]

১। আফসর মাহপুরি, নিগার-এ-মাহ, ১৯৯২, পৃঃ ৩০

Dhaka University Institutional Repository

আফসর মাহপুরির কয়েকটি উর্দু শের নিম্নে দেয়া হলো। আফসার মাহপুরি একজন কবিও ছিলেন। তাঁর কয়েকটি উর্দু শের নিম্নে দেওয়া হল।

فراز چرخ کو حسرت سے دیکھنے والے
بلند تجھ سے مہ مہر کا مقام نہیں

کسی کی ایک نظر نے ہمیں عطا کردی
وہ دلفریب حقیقت کہ خواب کیا ہو گا

جد ھر چلے ہم وھی ھے جادہ جہاں رکے ہم وی ھے منزل
رہِ طلب میں ہمارا رھبر، کسی کا نقشِ قدم نہیں ھے[১]

১। ইকবাল আযীম, মাশরিকী বাংগাল-মে-উর্দু, পৃঃ ৩৮৬

Dhaka University Institutional Repository

হাফেজ জহুর আল -মুবারকী

পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট উর্দু কবিগনের মধ্যে হাফেজ জহুর আল মুবারকীর নাম উল্লেখযোগ্য। ঢাকার একটি বিশিষ্ট ধনী পরিবারে জহুর আল মবারকীর জন্ম (১৯২১ সালে কুরআন শরীফ হেফজ করার পর গৃহের পরিবেশেই আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করেন। অল্প বয়স হতেই তিনি উর্দু কাব্য চর্চা শুরু করেন। প্রাথমিক অবস্থায় তিনি ডক্টর আন্দালীব শাদানীর নিকট হতে পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহন করতেন।জহুর মূলতঃ মরমীবাদী । এইজন্য তাঁর কাব্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই বেশীর ভাগ প্রকাশ লাভ করেছে। অত্যন্ত চমৎকার সুর ও দরদ দিয়ে তিনি তাঁর গজল ও কবিতা পাঠ করতেন।এইজন্য মুশঅরার মাহ্ফিল গুলোতে তাঁর উপস্থিতি একটি প্রধান আকর্ষণ হিসেবে গণ্য হয়। ঢাকার বখশীবাজার এলাকায় হাফেজ এর বাসবভন উর্দু সাহিত্য চর্চার একটি কেন্দ্র বলে পরিগণিত ছিল।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পূর্বপাকিস্তানে উর্দু, ১৯৬৯, ঢাকা, পৃঃ ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

ম ওলানা আবদুস সাত্তার

ম ওলানা আবদুস সাত্তার (জন্ম ১৯০৮)। পিতা মৌলবী মোহম্মদ জান পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জিলার অন্তর্গত নৈহাটিতে কর্মরত ছিলেন। নৈহাটিতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ম ওলানা আবদুস সাত্তার হুগলী মাদ্রাসায় ও পরে ক লকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। পাস করার পর মাদ্রাসাতেই শিক্ষক ও বঙ্গীয় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের এসিষ্টেন্ট রেজিষ্টার পদে তাঁর কর্মজীবন শুরুহয়। কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে ম ওলানা আবদুস সাত্তারের শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। উচ্চতর শ্রেনীগুলোতে কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকারী বৃত্তি লাভ করে তিনি শিক্ষা জীবন সামাপ্তকরেন।[১]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার সিনিয়র অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহন করেন। উর্দুসাহিত্যের ক্ষেত্রে ম ওলানা আবদুস সাত্তারের প্রধান কৃতিত্ব পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থ "তারিখে মাদ্রাসায়ে আলীয়া"। এই পুস্তকটিতে উপমহাদেশ ইসলামী শিক্ষার ধারা, বাংলার প্রাচীন মাদ্রাসা শিক্ষার বিবরণ, আলীয়া মাদ্রাসার জন্ম হতে ঢাকায় এই বিরাট ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠনটির স্থাপনাস্তরের ঘটনাবলী লিপিদ্ধ করা হয়েছে। এতদসংঙ্গে প্রায় দুইশত বৎসর ব্যাপী যে সমস্ত কৃতি আলেম ও জ্ঞান সাধক এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁদের জীবনকথাও সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এক কথায় ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস বিষয়ক এই পুস্তকটি একটি প্রামান্য সংকলন গ্রন্থ। ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার রিসার্চ ও প্রকাশনী বিভাগ উহা প্রকাশ করে "তারিখে মাদ্রাসায়ে আলীয়া" ছাড়াও ম ওলানা আবদুস সাত্তার উর্দু, সাহিত্য সম্পর্কিত আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর লেখা কয়েকটি বই মাদ্রাসা বিভাগের উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ্য। "তারিখে মাদ্রাসায়ে আলীয়া" এই বইটি ১৯৫৯ সালে ইয়াংগ প্রেস ৭কয়লাশ গোসলেন ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।[২] ম ওলানা আবদুস সাত্তারের সঠিক মৃত্যুর তারিখ জানা যায়নি।

১। মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, পূর্বপাকিস্তানে উর্দু, পৃঃ-৬৮.

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৯.

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল আযীম

১৯১৩ সালে যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত মিরাটে তারঁ জন্ম হয়। তিনি লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি. এ. এবং আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল গবেষণা করেন। সৈয়দ ইকবাল আযীম অধ্যাপনাই পেশা হিসেবে গ্রহন করেছিলেন। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা কলেজে উর্দু ভাষার অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ইহার পর তিনি উর্দু বিভাগের প্রধান হিসেবে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে বদলীহন। সাহিত্য জীবনে অক্লান্ত সাধনাই তাকে সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকের চাইতে স্বাতন্ত্র দান করেছেন।[১]

অধ্যাপক সৈয়দ ইকবাল আযীম বর্তমান বাংলাদেশের উর্দু সাহিত্যের কর্মীদের মধ্যে অন্যতম শক্তিধর কবি, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক। "মাশরিকী বাংগাল - মে - উর্দু" (مشرقی بنگال میں اردو) নামক গ্রন্থটি তাঁর এক অমর কীর্তি। বাংলাদেশের তথা ঢাকায় উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা সম্পর্কে ইহা একটি প্রামান্য গ্রন্থ। বাংলাদেশের উর্দু ভাষা চর্চা ও উর্দু সাহিত্যিকদের সম্যক চিত্র এই পুস্তকে প্রদান করা সম্ভবপর না হলেও প্রাথমিক কাজ হিসেবে পুস্তকটি যথেষ্ট উপকারী।[২] ইকবাল আযীমের "মাশরিকী বাংগাল-মে - উর্দু" বইটি ছাড়া আরো কয়েকটি বই প্রকাশের পথে 'বুয়েগুল' 'বাংগাল মে উর্দু' প্রকাশিতব্য। 'দেওয়ানে নাতেক' 'ণছরে অহশত' 'সাত সেতারে'। এই সব বইগুলো ছাড়া অনেক প্রবন্ধ বিভিন্ন গবেষণা মূলক এবং দৈনিক পত্রপ্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এখনও তিনি গবেষণা মূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে তিনি ভারতে বসবাস করছেন।

ইবকাল আযীমের একটি উর্দু শের নিম্নে দেয়া হলো

شمع امید جلا ئی تو ھے ڈر تے ڈر تے
بجھ گئی یہ بھی سر شام تو پھر کیا ھو گا
دامن صبہ چھٹا جاتا ھے ہا تھوں سے مرے
آگیا لب پہ ترا نام تو پھر کیا ھو گا [৩]

১। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান. পূর্বপাকিস্তানে উর্দু. ১৯৬৯. পৃঃ ৭৯.

২। পূর্বোক্ত. পৃঃ. ৮০

৩। ইকবাল অযীম. মাশরিকী বাংগাল মে. উর্দু. ১৯৫৪ পৃঃ৪৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

আসেফ বানারসী

আল্লামা অহ্শতের যোগ্যতম সাগরেদ ও স্বার্থক উত্তরাধিকারীগনের মধ্যে আবদুর র'হমান আসেফ বানারসী এক বিশিষ্ট জন । তাঁর জন্ম হয় বেনারসে (১৯০১ খ্রীঃ)।ব্যবসা উপলক্ষ্যে তারা ক লকাতায় বসবাস করতেন। ১৯৫০ এর দাঙ্গাবিধ্বস্ত ক লকাতা হতে তিনি ঢাকায় চলে আসেন। এখানে একটি ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করেন। উর্দু গজলও কাব্যে তিনি প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীলদের মধ্যে একজন।

গৃহের পরিবেশেই তারঁ শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হয় বিখ্যাত উর্দু কবি ওয়াকেফবিহারী তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন। ফলে অতি অল্প বয়সেই কাব্যসাধ¯নার প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মে। পরবর্তী পর্যায়ে আল্লামা অহ্শাতের শিষ্যত্ব ও নিকট সাহচর্য লাভ করে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত হন। বহু নতুন লেখক তাঁর সাহচ'র্যে এসে সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন। আসেফের কোন কবিতা সংকলন এখনও পযর্ন্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই । পান্ডুলিপি ও সাময়িকীর পাতায় তাঁর অসংখ্য গজল ও কবিতা বন্দী হয়ে রয়েছে ।[১]

আসেফ বানারসীর কয়েকটি উদু শের নিম্নে দেয়া হলো।

پاتے ھیں اپنے کواب تک فیض سے بیگا نہ ھم
اے حرم والو ! کریں آباد پھر بتخا نہ ھم
وقت ڈالیگا ھماری بھی حقیقت پر نقاب
وہ بھی دن آیگا جب ھو جائیں گے افسا نہ ھم
دیکھیں کیا آئے نظر خا کستر پر وانہ میں
دیکھتے ھیں شمع میں سوز دل پروانہ ھم [২]

১। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পূর্বপাকিস্তানে উর্দু, ১৯৬৯, পৃঃ ৭৭,
২। ইকবাল অযীম, মাশরিকী বাংগাল মে, উর্দু, ১৯৫৪ পৃঃ৩২০।

Dhaka University Institutional Repository

সলিমুল্লাহ ফাহমী

সলিমুল্লাহ ফাহমী বাংলাদেশের উর্দু কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রথম সারিতে স্থান পাওয়ার যোগ্য । তাঁর জন্ম হয় ১৯০৬ সালে। তাঁর কাব্য সংকলন 'যওক -এ সলিম'(ذوق سلیم) নামে পাকিস্তান থেকে ১৯৯০ সালে এবং 'মাশরিক' (مشرق) নামে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক বইয়ের পরিচিতি লিখেছেন। 'মাশরিক' বইটিতে রয়েছে কয়েকটি প্রবন্ধ যা তিনি ১৯৫০ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা থেকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। এ প্রবন্ধ গুলোতে রয়েছে তদানীন্তনপূর্ব বাংলার ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের জীবনের আলোচনা । এই বইটিতে কবি নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধ রয়েছে।শিরোনাম গুলো এই ।

১। নজরুল ইসলামের কাব্যের পটভূমি

২। অমর বাংগালী সাহিত্যিক নজরুল ইসলাম

৩। নজরুল এবং উর্দু ভাষী - [১]

তাছাড়া তিনি নজরুল ইসলামের বহু কবিতার উর্দু অনুবাদ করেছেন। সত্যিকার বলতে গেলে উর্দু এবং বাংলা উভয় ভাষাই ছিল তাঁর মাতৃভাষা । তিনি একাধারে বাংলা উর্দু, ফার্সী, ও ইংরেজীতে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন । তিনি ছিলেন বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্যের প্রেমিক । ফাহমী সাহেব বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যের চর্চা করতেন কবিতা ও লিখতেন । উত্তর কালে ভালো গজল লিখেন বলে তিনি খ্যাতিও লাভ করেছেন। ফাহমী সাহেবই সর্ব প্রথম ব্যক্তি, যিনি বাংলা সাহিত্যের সংগে উর্দু ভাষীদেরকে পরিচয় করিয়েদেন তার 'মাশরিক' (مشرق) নামক গ্রন্থের মাধ্যমে । বাংলাভাষার মাধ্যমে প্রাচীন মুসলিম কবিগনের সাংস্কৃতি চর্চার মূল্যবান উপাদন তিনি উর্দু ভাষীদের সামনে তুলে ধরেন । [২]

সলীমুল্লাহ ফাহমীর বিভিন্ন গজল থেকে কতিপয় পংতি নীচে উদ্ধৃত করলাম ।

১। সলিমুল্লাহ ফাহমী, মাশরীক, ঢাকা ,১৯৫২, পৃঃ ৪০,

২। মনিরউদ্দীন ইউসুফ, উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ২১১

Dhaka University Institutional Repository

উর্দু শের

عشق کی افسانہ خوانی ہو چکی
یہ کھا نی اب پُرانی ہو چکی
کتنے قصّے ہوں گے پیدا دیکھئے
آپ کیا سمجھے کھا نی ہو چکی
تم بھی کھنے میں نہیں، دل بھی نہیں
ہو چکی یوں زند گانی ہو چکی- [১]

হুজুর (সাঃ) সম্পর্কে সলিমুল্লাহ ফহমীর কয়েকটি ফার্সী শের নিম্নে দেয়া হলো।

السلام ای مخزن جود وکرم + السلام ای مهبط وحی اتم
السلام ای خادمت جاه وحشم + السلام ای چا کر ت کسری وجم
السلام ای منبع جود وسخا + السلام ای مبدا بزل وعطا
السلام ای مطلع انوا ر حق + السلام ای محرم اسرار حق -২

১। ইকবাল আযীম, মাশরিকী বাংগাল মে উর্দু, ঢাক ১৯৫৪ পৃঃ ২৯১

২। কলিম সাহ্ সারামী, খেদমতে গজ্বারান-ই ফারসী দর বাংলাদশ, ১৯৯৯, পৃঃ ৩৭৯

Dhaka University Institutional Repository

রফী আহমদ ফিদাই

রফী আহমদ ফিদাই উর্দুসাহিত্যে কবি, সাংবাদিক, গল্পকার, প্রবন্ধকার ও অনুবাদক রূপে স্থান লাভ করেছেন। কলকাতার দৈনিক "আসারে জাদীদ" পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিক জীবনের শুরুহয়। রফী আহমদ ফিদাই এর জন্ম কলকাতায়। ১৯৫০ এর পর তিনি কলকাতা থেকে ঢাকা আসেন। তিনি ঢাকার দৈনিক "পাসবান" উর্দু পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, এবং "ওয়াতান" (وطن) নামক অন্য একটি উর্দু পত্রিকার সাথেও জড়িত ছিলেন । তিনি বাংলা ভাল জানতেন এবং স্বচ্ছন্দে লিখতে ও পারতেন । বাংলা ভাষায় তার দক্ষতা ছিল । উর্দু এবং বাংলা উভয় সাহিত্যে রফী আহমদ ফিদাইর অবদান রয়েছে। রফী আহমদ ফিদাই বাংলা বইকে উর্দুতে এবং উর্দু বইকে বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন সরল ভাষায় । তিনি এমন ভাবে অনুবাদ করেছেন যাতে আসল ভাষার মর্মবিনষ্ট না হয়। প্রিন্সিপাল ইব্রাহীমের উপান্যাস এর অনুবাদ 'বহুবেগম' তাঁর প্রবন্ধের সংকলন "আলূ বোখরা" কবি মঈনুদ্দীনের ছোট গল্পের সংকলন "ঝুমকালতা" এবং কবি গোলাম মোস্তফার "বিশ্বনবী" অনুবাদ "সারওয়ারে কায়েনাত" (سرورکائنات) নামে অনুবাদ করেছেন। তিনি কবি নজরুলের উপন্যাস "মৃত্যু ক্ষুধা" এর উর্দু তরজমা "জুউল আজল" নামে করেছেন। তরজমাটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।"মাসিক নাদীম" (ঢাকা)পত্রিকায় নজরুল সংখ্যায় তাঁর তরজমার উপর একটি পর্যালোচনা ও প্রকাশিত হয়েছে। [১]

রফী আহমদ ফিদাই বাংলা একাডেমীতে (ঢাকা) সংরক্ষিত কয়েকটি উর্দু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছেন। তিনি ১৯৪৪ সালে কলকাতা ইউনিভারসিটি থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস করেন।১৯৫০ এর পর তিনি ঢাকা আসেন। তরজমা ছাড়া ও তিনি উর্দু ও ইংরেজীর ১৪টি বইয়ের লেখক।বাংলা থেকে উর্দুতে যে সব তরজমা করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ অবদান।বাংলা ও উর্দুসাহিত্য কর্মের ফলে তিনি উভয় সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। ১৩ই মে ১৯৮৮ সালে তিনি মৃত্যু রবণ করেন।

১। মুহাম্মদ হুমায়ুন জাফর, আসাসে হায়াত, রফী আহমদ ফিদাই করাচী, ১৯৯৩ পৃঃ ১৪

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুর রহমান বেখোদ

আব্দুর রহমান বেখোদ আযম গড়ে ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহন করেন।তিনি একাধারে বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, ফার্সী, আরবী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন । তিনি উর্দু ফার্সী, এবং আরবী ভাষায় কাব্য চর্চা করেছেন । তাছাড়া বাংলাথেকে উর্দু অনুবাদ করে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি বাংলা ভাষীদের ন্যায়বাংলা বলতেন । তাই বন্ধু বান্ধবদের মাঝে তিনি বেখোদ বাংগালী নামে পরিচিত ছিলেন। কারণ তিনি বহু বাংলা কবিতা ও উপন্যাস উর্দুতে অনুবাদ করেছেন। ডঃ শহীদুল্লাহর "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" শীর্ষক বইটির উর্দু অনুবাদ করেছেন। [১]

তাঁর কয়েকটি বাংলা গল্পের উর্দু অনুবাদ সংকলন "মাশরেকী আফসানে" শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বইটি নজরুল ইসলামের ছোট গল্প "পদ্ম গোখরা" এর উর্দু অনুবাদ "খাজানেকাসাপ" শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। গল্পটির এত সুন্দর সঠিক অনুবাদ হয়েছে যে পড়তে গিয়ে মনেহয় যে, এটি অনুবাদ নয়, বরং মৌলিক রচনা।

পূর্বে এই গল্পটি আরশাদ কাকুই এর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত"মাসিক নাদীম"পত্রিকায় নজরুল ইসলাম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে।আবদুর রহমান বেখুদ ফার্সী উর্দু কবিতা ও লিখতেন।

আবদুর রহমান বেখোদের কয়েটি উর্দু ও ফার্সী শের নিম্নে দেয়া হলো উর্দু শের

میں بھی ہے مہر مگر، مشتاقِ جمالِ یار تو ہو

ہر دیدہ گل ہے پیما نہ گلشن میں کوئی میخوار توہو

ہے جو شِ جنونِ قیس وھی لیلا ئے حقیقت عنقا ہے

منصور جہاں میں لا کھون ہیں اے عشق صلا ئے دار تو ہو

بلبل کی نوائے عیش نہ ہواك نوحہ عم ھی کاحق ہے

১। ইকবাল আযীম, মাশরিকী বাংগাল-মে-উর্দু, ঢাকা ১৯৫৪ পৃঃ ৩৮১.

Dhaka University Institutional Repository

دلسوز شرارِ گل نہ سہی دامن کشِ حر مان خار تو ہو۔[১]

ফার্সী শের

کے در ہوا ئے بادہ وپیما نہ آمدم[২]

مست مئے الست بہ میخانہ آمدم
تمہید عشق نا شد وشمع حیات سوخت
نادان بہ فکر قصہ پر وانہ آمدم
سا قی بیار بادہ کہ ازفیض عشق دوست
من پار سا بہ مجلس ندانہ آمدم[২]

১। ইকবাল আযীম, পুর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮১

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮২

Dhaka University Institutional Repository

যাকের আযীযী

যাকের আযীযী ১৯৩৪ সনে ভারতের মুংগের জেলায় জন্মগ্রহন করেন ৪৭ এর ভারত বিভাগের পর তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে.. আসেন। বাংলাদেশের মাটিতেই তাঁর শৈশব কাটে। ১৯৫৬ হতে তিনি লেখালেখি আরম্ভ করেন। এযাবৎ তাঁর শতাধিক গল্প প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বেশির ভাগ গল্প নগরবাসী, ধনী ও দরিদ্রের জীবন স্থান পেয়েছে। তিনি সমাজের অপরাধ সমূহ তুলে ধরেছেন।

যাকের আযীযী বেশীর ভাগ উর্দু ছোট গল্পের উপর কাজ করেছেন। "শোলাশোলা শবনম" "আনদর কা আদমী" "খানাবদোশ" "মেরাজিসম কে রেযা রেযা" ইত্যাদি কে ভাল গল্প বলা যেতে পারে। যাকের আযীযীর প্রথম গল্প "বিছড়ে দোস্ত" পাসবান (ঢাকা) নামক উর্দু দৈনিক পত্রিকায় ১৯৫৬ সনে প্রকাশিতহয। "আনদরকা আদমী" (اندر کا آدمی) গল্পে আযীযী ঢাকা শহরের অভিজাত এলাকার ধনী সমাজে লুকিয়ে থাকা যৌন অপরাধ সমূহ উদঘাটিত করেছেন। তিনি তাঁর চরিত্রের মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন যে, অপরাধকে ধামা চাপা দিয়ে রাখা যায় না । যে কোন সময় মানুষের চোখে ধরা দিতে বাধ্য

ইনতেখাব (উর্দু) পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা নং-৩ সইদপুর পৃঃ - ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

যয়নুল আবেদীন

বাংলাদেশের উর্দু গল্প সাহিত্যে যয়নুল আবেদীন এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী। তিনি ১৯৩৮ সালে ভারতের এলাহাবাদ শহরে জন্ম গ্রহন করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তিনি ঢাকা চলে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ফার্সী বিভাগ হতে উর্দু বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রীলাভ করেন। ১৯৬০ হতে তিনি ছোটগল্প লেখা আরম্ভ করেন । তিনি বেশ কিছু ছোট গল্প ও চলচ্চিত্রের কাহিনী রচনা করেন।

তাঁর বেশির ভাগ গল্প নগরবাসী মধ্য বিত্ত জীবনের সুখ -দুখ এবং গ্রামীণ সমাজের সমস্যাকে নিয়ে লেখা। "গোয়ালা" "কৃষক" "রাখাল" ইত্যাদি তাঁর উল্লেখ যোগ্য গল্প। তিনি ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের পর বাংলাদেশের গ্রামের সমস্যাগুলোকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।তাঁর "রাখাল" গল্পের প্রধান চরিত্র কুলিমুল্লাহ পেশার দিক থেকে রাখাল । তার গর্ব হলো সে একজন মুক্তি যোদ্ধা সে ইমানদারী বজায় রেখে ব্যবসা করেছে। সে দুধে কখনো পানি মেশায় না । তাঁর উদ্দেশ্য হলো স্বাধীন বাংলার গ্রাম বাসি একটি সুন্দর আদর্শ জীবন যাপন করবে। অথচ কার্যত তিনি দেখলেন দিন দিন লুট তরাজ বেড়েই চলছে । এই শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি মনে বিক্ষুব্ধ হন । তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, যে গ্রাম থেকে সন্ত্রাস ডাকাতির শিকড় উপড়ে ফেলবেন । এই লুট-তরাজের প্রতিরোধ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকেই লাশে পরিণত হতে হয়।

বাংলাদেশে উর্দু ছোট গল্প, সম্পদনা স,ম, সজিদ ও আইয়ুব হোসেন, ১৯৯২, পৃঃ২২ঃ

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল হক

আবদুল হক বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার অধিবাসী। তিনি ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. অনার্স (উর্দু) পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৩ সালে ২য় শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে উর্দু সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রী লাভকরেন। ১৯৬৪ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে (হাদীস) শাস্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীতে মমতাজুল মোহাদ্দেসিন ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন. তাঁর গবেষণার বিষয়ছিল " উর্দু কাব্যের উপর ফার্সী কাব্যের প্রভাব" (اردو شاعری پر فارسی کے اثر)

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করার পর প্রথমে মাদ্রাসা - ই- আলিয়া ঢাকায় আদীব গ্রুপের প্রভাষক হিসেবে কাজ করেছিলেন। তারপর ১৯৬২ অথবা ৬৩ সালের শেষের দিকে নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী নিয়ে চলে যান। মাত্র কয়েক মাস চাকরী করার পর ঢাকা থেকে হেলিকপ্টার যোগে রাজশাহী যাওয়ার পথে শকুনের সাথে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সঠিক কোনদিন, মাস, ওসময় জানা যায়নি । ডঃ আবদুল হক সাহেবের রচনাবলী এবং প্রবন্ধ সম্মন্ধে আর তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। একমাত্র তার পি. এইচ. ডির লিখিতউর্দু থিসিস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রয়েছে। আমি সেটি দেখেছি ও পড়েছি । তাঁর ভাষা খুব সহজ ও সরল । উর্দু ভাষায় লিখিত থিসিস। আমার মনে হয় লোকটি যদি দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারতেন তা হলে উর্দু ভাষাও সাহিত্যের অবশ্যই আরো কিছু না কিছু বিকাশ সাধন হত।

ডঃ আবু সাইদ নূরুদ্দীনের সাথে যোগাগোগ

ডঃ আবদুর রহীম. History of Dhaka Univer sity .

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ বৎসর পূর্তি স্বরণীকা

Dhaka University Institutional Repository

আবুসাইদ নূরুদ্দীন

আবুসাইদ নূরুদ্দীন (১৯২৯ -১৯৯৯) ময়মংসিংহ জেলার নান্দাইল থানার অন্তর্গত পাচ রুখী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতার নাম মরহুম মৌলবী আবদুল হাকীম। আবুসাইদ নূরুদ্দীন সাহেবের বয়স যখন দশ মাসে পদার্পন করে তখন তাঁর মা মারা যান। তাঁর মায়ের কোন আকৃতি ও তাঁর মনে ছিলনা। বড়বোন হালিমা ও সৎ মায়ের কোলে লালিত পালিত হন। যখন পড়ার লেখার বয়স হলো তখন থেকে গ্রামের প্রচলিত প্রথা অনুসারে কারী সাহেবের নিকট কোরআন শরীফ পড়া শুরু করেন। কারী সাহেব ঘরে এসে কোরআন মজীদ শিক্ষা দিতেন। তারপর প্রাচীন নিয়ম অনুসারে নিজ ঘরের মক্তবেই ভর্তিহন । দু' বৎসর যাবৎ নিজের ঘরের মক্তবে পড়া শুনা করেন।

মক্তবে পড়া ছাড়া ও পিতার অনুগ্রহে তাঁর প্রাথমিকশিক্ষা চলতেছিল । তাঁর পিতা একজন বড় আলেম ছিলেন। বাংলা এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে আরবী, ফার্সী এবং উর্দু এই তিন ভাষার প্রাথমিক কিতাব তাঁর পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করেন। কিছু বিদ্যা বুদ্ধি হওয়ার পরই শেখ শাদীর "পান্দেনামা" গুলিস্তা" এবং "বুস্তার" মত ফার্সী কিতাব তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার নিকট থেকেই শিক্ষা লাভ করেন। বয়সের তুলনায় 'পান্দেনামা' গুলিস্তাঁ বুস্তার' মত কিতাব গুলো পাঠ করা অবশ্য কঠিন ছিল। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর গুলো অতিক্রম করতে তাঁর অনেক সহজহয়েছে। আবুসাইদ নূরুদ্দীন নিজ ঘরে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ১৯৩৬ সালে শের পুর ইসলামিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসায় তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তিহন । ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত একই মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিভাগে আ-লিম এবং ১৯৪৪ প্রথম বিভাগে ফাজিল পাস করেন। তারপর ১৯৪৬ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে কামিল (হাদীছে) মুমতাজুল মুহাদ্দেসিন ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ সিরাজগঞ্জ থেকে এইচ, এস, সি, পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ২য় স্থান অধিকার করেন। বি, এ, (অনার্স) উর্দু ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীতে ২য় স্থান লাভ করেন। ১৯৫২ সালে ২য় শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম, এ, (উর্দু)ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর ১৯৫৮ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর পি, এইচ, ডি, গবেষণার বিষয় ছিল 'ইসলামী তাসাওউফ আত্তর ইকবাল' (اسلامی تصوف اور اقبال) তিনি বাংলাদেশীদের মধ্যে সর্বপ্রথম করাচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন। নূরুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন (বাবায়ে উর্দু মৌলবী আবদুলহক)

Dhaka University Institutional Repository

নূরুদ্দীনের শিক্ষা জীবন শেষ হতে না হতেই ১৯৫৭ সালে পি. আই. ডিসি. করাচীতে চাকরী নেন এবং সেখানে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত চাকরী করেন। তার পর ১৯৬২ থেকে ১৯৮৭ জানুয়ারী পযর্ন্ত ইপি. আই. ডিসি. ষ্টীল করপোরেশন এবং ষ্টীল ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন এর দায়িত্ব পূর্ণ কাজে জড়িত ছিলেন। শেষে (Still Corporation and still and injinuring corporation) এর সেকরেটারী পদে নিয়োজিত থেকে চাকরী থেকে অবসর গ্রহন করেন। ইহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য যে তিনি শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত না থেকে প্রশাসনের বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত থেকে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উপর অবদান রেখেছেন। শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত থেকে ভাষাও সাহিত্যের উপর গবেষণা করা কঠিন সাধনার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়।

বাংলাভাষী উর্দু লেখকদের মধ্যে উর্দু ভাষাও সাহিত্যে তিনি যে অবদান রেখে গিয়েছেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার । তাঁর প্রথম সাহিত্য জীবন শুরু হয় দুঁচারটি ছোট প্রবন্ধ এবং বাংলা ছোট গল্প ও নাটিকার অনুবাদ নিয়ে।

প্রবন্ধের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রকাশ হয় 'মওলানা রুমী এবং ইকবাল' শিরোনামে। ১৯৫৬ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিন পত্রিকায়। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ হলো

১। 'ইসলামী তাছাউফ এবং ইকবাল' ১৯৫৮ সালে ইকবাল একাডেমী পাকিস্তান লাহুর।

২। 'মহাকবি ইকবাল' আল্লামা ইকবাল সংসদ ঢাকা. ১৯৯৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী

৩। 'উর্দু বাংলা ডিক্শনারী' প্রাকাশিতব্য .

৪। 'তারিখে আদাবিয়াতে উর্দু' ১৯৯৭ সালের ১লা অক্টোবর,মাগরিবী পাকিস্তান উর্দু একাডেমী লাহোর,পাকিস্তান।

উল্লেখিত গ্রন্থ গুলি ব্যতিত ২২টি উর্দু প্রবন্ধ,৫টি বাংলা ছোট গল্প উর্দুতে অনুবাদ বিভিন্ন সময়ে গবেষণা মূলক পত্রিকায় পর্যায় ক্রমে প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া ও তাঁর অনেক গুলো বাংলা ও ইংরেজীপ্রবন্ধ রয়েছে। নূরুদ্দীনের লিখিত

'তারিখে এ আদাবিয়াতে উর্দু (تاریخ ادبیات اردو) কে দু' ভাগে ভাগ করেছেন। উর্দু নছর এবং উর্দুনযম (اردو نثر اور اردو نظم)। এই দু'ভাগে ভাগ করে বিশাল আকারে এই বই খানাকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। বইটিতে নূরুদ্দীন ১৩শ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৫০ সাল পযর্ন্ত দীর্ঘ সাড়ে ছয়শত বছরের উর্দু সাহিত্যের নছর

Dhaka University Institutional Repository

ও নযম এর ঐতিহাসিক সঠিক সমালোচনা পেশ করেছেন। বইটি যেমন বিস্তৃত হয়েছে তেমনি পরিপূর্ণ। এ জন্য বইটির প্রয়োজনীয়তা পাঠকের নিকট বেড়ে গিয়েছে।

উর্দু সাহিত্যের অন্যান্য বইয়ের মধ্যে এ বইটি একটি 'বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

ডঃ নূরুদ্দীন এর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

ডঃ নূরুদ্দীনের ব্যক্তিগত ফাইল।

মুখতাছের হালাতওখান্দানী কওয়াফে এবং কলমী কাবুশে।

রাজিয়া নূরুদ্দীনের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

তারিখে এ আদাবিয়াতে উর্দু, ১৯৯৭,পৃঃ ৭

Dhaka University Institutional Repository

সামসূল হক শায়দায়ী

সামসূলহক শায়দায়ী রাজশাহী কলেজের উর্দু বিভাগের প্রফেসর ছিলেন। পূর্ব বাংলার ভাষা ও সাহিত্যিকদের মধ্যে যোগ্য বলে পরিগণিত হতো। তিনি শাহবাদ জেলার সাহসারাম গ্রামে ১৯১০ সালে জন্মগ্রহন করেন। সামস পুরাতন এবং বিখ্যাত চিকিৎসক পরিবারের সন্তান । যার সম্পর্কে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জমিদার পরিবারের বা রাজনৈতিক লোকজনদের সাথে ছিল । সামস শায়দায়ী সাহেব এ পরিবারের প্রথম সন্তান যিনি বংশের রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইংরেজী শিখার দিকে অত্যন্ত আগ্রহ পোষন করেন। ১৯৩১ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাস করার পর কলকাতায় চলে গেলেন। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং বি, এ, অনার্স পাস করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্সীতে এম, এ, পাস করেন, এবং ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উর্দুতে এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। দুটি পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। [১]

১৯৩৭ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার বাহরাম পুর কলেজে ফার্সী বিভাগে প্রভাষক পদে নিযুক্ত হন। তারপর তিনি নদীয়া জেলার কৃশানগর কলেজে চলে যান। দেশ বিভাগের পর তাঁকে মুরারীচান্দ কলে জ সিলহাটে পরিবর্তন করা হয় । সেখান থেকে তিনি কয়েক বৎসর পর রাজশাহী কলেজ চলেযান। এতদিন তিনি ফার্সী প্রভাষক ছিলেন। তারপর তিনি প্রমোশন পেয়ে উর্দু প্রফেসর হন। সামস সায়দায়ীর কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। ইসলামিয়া কলেজে আল্লামা রিজাআলী অহ্শাতের উপদেশে সামস এর কাব্য ও সাহিত্য প্রবনতাকে আরো বারিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এ সময় থেকেই তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ কলকতার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করে।

১৯৩৬ সালে তিনি "বাংলার যুবক" (شباب مشرق) নামক তাঁর নিজস্ব প্রচেষ্টায় একটি মাহেনামা প্রকাশিত হয় যা অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে বেশী দিন টেকেনাই। তারপর তিনি বিভিন্ন সময়ে "হিন্দে জাদীদ" (ہند جدید) "ইসতেকলাল" (استقلال) এবং "যরবে কলিম" (ضرب کلیم) এগুলোর সাথে জড়িত ছিলেন। তার কবিতা ইউপি এবং পাঞ্জাবের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। যারমধ্যে (লখনৌর) সামাজিক চিত্র এবং (আগরার) কবি সাহিত্যিক বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। সামস সায়দায়ীর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী মোট পাঁচটি । যার বর্ণনা নিম্নে দেয়াহলো

১। ইবাল আযীম, মাশরীকি বাংগাল-মে -উর্দু ঢাকা ১৯৫৪ পৃঃ ৩০৩

Dhaka University Institutional Repository

১। (ضبط تولید)আবুল হাসানাতের লিখিত বইটি উর্দু অনুবাদ (প্রকাশিত)

২। (دل و مژگاں)মাজমুয়ায়ে কালাম প্রকাশিত।

৩। (اردو غزل کا ارتقاء) প্রকাশিত

৪।(اردو شاعری کا جنسی جائزہ) প্রকাশিত

৫। ইংরেজী থেকে উর্দুতে অনুবাদ (প্রকাশের পথে) [১]
(کلیات نفسیات)

সামস কবিতা লিখতেন এবং গজল ও লিখতেন । কিন্তু সামস বেশীর ভাগ সময় কবিতাই লিখতেন। কবিতার প্রতি তার আকর্ষন খুব বেশী ছিল। তিনি গজল লিখলেও আসল প্রবণতা কবিতার প্রতিই ছিল। তিনি ইকবালের অনুসারী ছিলেন। প্রথম কবিতাগুলোর মধ্যে সামস সাহেব তীব্রতা প্রয়োগ করলেও ইহার মধ্যে শ্রান্তি বা ক্লান্তি রয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কবিতাগুলোতে প্রচুর পরিমাণে নিজের মেজাজকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। যদিও মূলগত দিকদিয়ে ইকবালের দিকে স্পর্শ করেছে । যেমন তাঁর একটি কবিতা ।

-خطاب پاکستان بہ شیر گل افغاں-

কবিতা থেকে সঠিক ভাবে অনুমান করা যায়। কেননা সামস সায়দায়ী জন্মগত মেজাজ অনুযায়ী কবিতা লিখাই পছন্দ করতেন। এজন্যই তাঁর গজলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কবিতার রূপ চলে আসত। [২]

নিম্নে একটি গজল ও কবিতার কয়েটি চরণ দেয়া হলো

غزل

انکھون میں تبسم بھی، چھرے پہ متانت بھی
یہ کونسی منزل ھے ، دوری بھی ھے قربت بھی
طوفان بپا دل میں، اور مہر بہ لب دونوں

১। ইবাল আযীম . পুর্বোক্ত পৃঃ ৩০৭

২। পুর্বোক্ত পৃঃ ৩০৮

Dhaka University Institutional Repository

کیا چیز ھے دنیا میں آدابِ محبّت بھی
دو دل کے تعلق کی منز ل یھی مشکل ھے
جب شکر ھو آنکھوں سے،اظھار شکایت بھی[১]

نظم

دیکھ دگر گو ں ھوا، فکر وعمل سے جھاں
تیرا جھاں ھے ابھی، منتظرِ انقلاب
تیرے ،طن پر پنوز، ظلمتِ شب ھے محیط
تیرےافق پر نھیں تاب وتب آفتاب [২]

১। ইকবাল আযীম, পুর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৮

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৯

Dhaka University Institutional Repository

আমীরুল ইসলাম শরকী

কুমিল্লা জিলার কৃতি সন্তান নবাব সিরাজুল ইসলামের পৌত্র আমীরুল ইসলাম (১৯০৩-১৯৮০) । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাষ্টার ডিগ্রী লাভ করে তিনি ইসলামীয়া কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আয়কর বিভাগে যোগদান করেন । পাকিস্তান যুগ হতে তিনি ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। [১]

উর্দু সাহিত্য চর্চা শরকীর আজীবনের সাধনা । কোন একটি বিশেষ ঘঠনার তারিখ স্মরণীয় করে রাখার জন্য উর্দু অক্ষরের গাণিতিক মান অবলম্বনে যে কবিতা تاریخ رچনা করা হয়. আমীরুল ইসলাম শরকী এ বিষয়ে একক প্রতিভার অধিকারী। এছাড়া আধুনিক উর্দু কবিতা এবং রোমান্টিক কাব্যে তাঁর অবদান সামান্য নয় । তাঁর অনেক কবিতা বিভিন্ন সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হতো । তাঁর মাতৃভাষা ছিল উর্দু। তাঁর এক কন্যা ঢাকা ইডেন মহিলা কলেজের উর্দু ভাষার অধ্যাপিকা ছিলেন। উর্দু কবি হিসেবে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি কাব্য সংগীত ও গণিতে বিশেষ জ্ঞান রাখতেন। মাসিক পত্রিকা 'নদীম' (نديم)এর নজরুল সংখ্যায় নজরুল ইসলাম ও তাঁর সংগীত শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন এই প্রবন্ধে তিনি নজরুলের সংগীত তাঁর সুরের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । [২]

নিম্নে আমীরুল ইসলাম শরকীর কয়েকটি উর্দু শের দেয়া হলো।

سوچا نہ کچھ نتیجہ نگاہ سوال کا
اب رو رہا ہوں بیٹھ کے رونا مال کا
حسن طرز نیاز کیا جانے
عشق مفہوم ناز کیا جانے
غنچہ نا شکفہ معصوم
شوق دست دراز کیا جانے [৩]

১। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান. পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু,১৯৬৭ পৃঃ ৪৮.৪৯

২। মাসিক প্রত্রিকা,'নাদীম, এর নজরুল সংখ্যা,১৯৬০, পৃঃ ৯৩

৩। ইকবাল আযীম. মাশরিকী বাংগাল-মে-উর্দু. ১৯৫৪ পৃঃ ৩৬৭

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ মোস্তফা হাসান

সৈয়দ মোস্তফা হাসান ১৯২৭ সালে হিন্দুস্থানের বিহার শরীফের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। ১৯৫১ সালে পাঠনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। এম. এ পাস করার পর ১৯৫১ সালেই তিনি ঢাকায় চলে আসেন। এখানে সাংবাদিক হিসেবে তাঁর কর্ম জীবন শুরু হয়। পূর্বপাকিস্তানের একমাত্র উর্দু দৈনিক পত্রিকা 'পাসবানের' সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী সৈয়দ মোস্তফা হাসান প্রদেশের উর্দু সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃতের কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টা ও উৎসাহদানের ফলে বহু তরুণ লেখক সাহিত্য চর্চার পথে সাফল্যের মঞ্জিল খুজে পেয়েছে। পূর্বপাকিস্তানের প্রতিকুল পরিবেশে একটি উর্দু দৈনিক পত্রিকা টিকিয়ে রাখা তাঁর যোগ্যতার স্বাক্ষর বহন করেছিল। [১]

কবিতা লিখে ও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । জীবন দৃষ্টির দিক দিয়ে তিনি একজন সূফীপন্থী । এজন্যই তাঁর কবিতায় আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ বেশী পরিমানে পাওয়া যায়। নাতে রসূল ও দরূদ সালাম জাতীয় কবিতাই তাঁর বেশী । তাঁর ভাব ও ভাষা অত্যন্ত পরিছন্ন।একজন সত্যিকারের আশেক সূলভ দরদ দিয়ে তিনি যে সব নাত রচনা করেছেন তা পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে । ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কিত তাঁর কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সৈয়দ মোস্তফা হাসান একজন ভাল ফার্সী কবি ও প্রাবন্ধিক ছিলেন। [২]

নিম্নে তাঁর কয়েকটি ফার্সী শের পেশ করা হলো।

به هجرت دلفگارم یامحمد
کرم بر حال زارم یا محمد
زمانه بر سر پیکار بینم
ندارم جز تو یارم یا محمد
حسن دارم تمنا بر درتو
همه عمرم گزارم یا محمد. [৩]

১। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান. পূর্বপাকিস্তানে উর্দু . ১৯৬৯. পৃঃ ৮১.

২। পূর্বোক্ত. পৃঃ ৮২

৩। ডঃ কলিম সাহসারামী. খেদমতে গুজারানে -এ- ফার্সী দর বাংলাদেশ . ১৯৯৯. পৃঃ ৪৪২

Dhaka University Institutional Repository

আবেদ দানাপুরী

আবদুল মাবুদ আবেদ দানাপুরী উর্দু ভাষার প্রখ্যাত গ্রন্থ কার ও আলেম মওলানা আবদুর রউফ দানাপুরীর পুত্র। পাটনা জিলার দানাপুর আবেদ দানাপুরী ১৯১৬ সালে জন্ম গ্রহন করেন। কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় লেখা পড়া শেষ করে তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে কলকাতা উইকলী নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রূপে তাঁর সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জীবন শুরু হয়।[১]

আবেদ দানাপুরী একজন ভাল কবি ও সাংবাদিক ছিলেন। তাঁর কবিতা আল্লামা রেজা আলী অহ্শতের নিকট পেশ করতেন। তাঁর কবিতার রূপ অন্যান্য কবিদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর কবিতার আসল ভাবধারা প্রেম প্রীতি ও ভাল বাসাই ছিলনা বরং চরিত্র গঠন এবং জাতিকে জাগ্রত করাই ছিল তাঁর কবিতা ও গজলের আসল উদ্দেশ্য।

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সাল হতে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রচার বিভাগের একজন কর্মী হিসেবে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আবদুল মাবুদ আবেদ দানাপুরী একজন প্রখ্যাত কবি এবং আল্লামা রেজা আলী অহ্শতের সাগরেদ ও অনুসারী ছিলেন।[২]

আবেদ দানা পুরীর কয়েকটি উর্দু শের নিম্নে পেশ করা হলো।

محبت آشنا سارے، مصیبت اشنا گزرے
جوبا قی ھیں ابھی ان پرخداھی جانے کیا گزرے
جنون رہ روی مقصد سے خالی ھو نہیں سکتا
سمجھ لو اسطرف کچھ ہے،جدھر سے قافلہ گزرے
نہ کوئی آرزو تھی اور نہ کوئی مدعادل میں
مگراک راستے سے فطرتاً ہم بارھا گزرے[৩]

১। মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, পূর্ব পাকিস্তান উর্দু ১৯৬৯, পৃঃ ৮৫.

২। পূর্বোক্ত . পৃঃ ৮৬

৩। ইকবাল আযীম, মাশরিকীবাংগাল মে উর্দু ১৯৫৪, পৃঃ ৩৮৮

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ ওয়াহীদ কায়সার নাদভী

সৈয়দ ওয়াহীদ কায়সার নাদভী(জন্ম ১৯২৭) ঢাকার একজন সদা ব্যস্ত সাংবাদিক ওমননশীল প্রবন্ধকার ছিলেন। করাচীর বিখ্যাত দৈনিক জংগ পত্রিকার সংবাদ দাতা হিসেবে তিনি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেছিলেন। নাদওয়াতুল উলামায় উচ্চশিক্ষা লাভ করে তিনি আজম গড়স্থ সুবিখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠান দারুল মুসন্নেফীনের একজন নিয়মিত লেখক হিসেবে যোগদান করেন। দারুল মুসন্নেফীনের গবেষণা পত্রিকা 'মা আরেফে' তাঁর কতগুলি গবেষণা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার ফলে উপমহাদেশের মননশীল সাহিত্যকর্মীদেরে মহলে তিনি খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হন। পাক ভারতের বহু সাময়িক পত্রে তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হত। দেশ বিভাগে পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন।পাকিস্তানোত্তর যুগের শুরু হতেই তিনি এখানকার সাংবাদিকতার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হয়েছিলেন ।[১] ইহা ছাড়া 'দৈনিক পাকিস্তান' 'দৈনিক সেতারা' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র সার্থক উর্দু দৈনিক"পাসবানের"বার্তা বিভাগে ও তিনি দীর্ঘ কাল কাজ করেছেন। কায়সার নাদভী বাংলা ভাষায়ও যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করেছেলেন। তিনি উর্দু ভাষায়বাংলা শিক্ষার একটি বই লিখে উর্দু ভাষীদের মধ্যে বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রসার করেছিলেন। বেতারের একজন কথিকা লেখক হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি রয়েছে। কিছু গজল ও কবিতা লিখেও তিনি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন ।[২] তাঁর লেখা কবিতা গুলো মাঝে মাঝে আন্দালীব শাদানী কে দেখাতেন । তিনি একজন ভাল উর্দু কবি ছিলেন। সৈয়দ ওয়াহীদ কায়সার নাদভীর কয়েকটি উর্দুশের নিম্নে দেয়া হলো।

سوچ تو خود کو اس طرح کوئی
مفت بر باد بھی نہیں کرتا
زمانے میں تیرے سوا کس نے پوچھا
تجھے بھول کر ہم کسے یاد کرتے [৩]

১। মাওলানা মুহিউদ্দীখান. পূর্ব পাকিস্তনে উর্দু. ১৯৬৯. পৃ ঃ ৮৪.

২। পূর্বোক্ত . পৃঃ ৮৫

৩। ইকবাল আযীম. মাশরিকী বাংগাল মে উর্দু. ১৯৫৪. পৃঃ ৩৯০।

Dhaka University Institutional Repository

আজহার কাদেরী

আজহার কাদেরী আল্লামা অহ্‌শতের সুযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে কবিতা, গজল, সমালোচনা সাহিত্য, সাহিত্যের ইতিহাস ও ব্যঙ্গ উপন্যাস লিখে উর্দু সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই একটি বিশিষ্ট স্থান দখন করেছেন। তিনি উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত কবি কামার আহমদ সিদ্দিকীর সুযোগ্য পুত্র। আজহার ১৯২৯ সালে কলকতায় জন্ম গ্রহন করেন। কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হতে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে ইসলামীয়া কালেজ হতে বি. এ. ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম. এ. পাস করেন। ১৯৫০ সালে ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে উর্দু ভাষার অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন । তাঁর প্রথম বই' 'রেজা আলী অহ্‌শত' মরহুম কবির জীবনী ও কর্মের মূল্যায়ন সম্পর্কিত একটি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ । তাঁর বিবিধ প্রবন্ধের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। 'এক কুত্তেকি আববীতী' নামক তাঁর একটি ব্যঙ্গ উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। [১]

আজহার কাদেরী একজন মননশীল প্রবন্ধকার ও সূক্ষ্ম সমালোচক । তাঁর বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হতো । গল্পেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তখন কার সাময়িক পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি গল্পে বলিষ্ট সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। [২]

১। মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, পুর্ব পাকিস্তানে উর্দু, ১৯৬৯, পৃঃ ৮৭-৮৮

২। পুর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

নজীর সিদ্দিকী

নজীর সিদ্দিকী ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা কারীদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি বিহারের ছাপড়া গ্রামে ৯ ই নভেম্বর ১৯৩০ সালে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি ১৯৪৬ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাস করেন। ১৯৪৮ সালে গৌরকপুর থেকে ইন্টার মিডিয়েট এবং ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ পাস করেন। সর্বশেষ ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই কৃতিত্বের সাথে উর্দুতে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন। স্কুল জীবন থেকেই নজীর সিদ্দিকীর কবিতা লেখা ও কবিতা আবৃত্তির প্রতি ঝোঁক ছিল । তাঁর অসংখ্য গবেষণা মূলক প্রবন্ধ ও কবিতা দৈনিক এবং বিভিন্ন গবেষণামূলক পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। [১]

নজীর সিদ্দিকী লেখা পড়া শেষ করে ঢাকা নটরডেম কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি একজন ভাল কবিও প্রাবন্ধিক ছিলেন। 'তা'য়াসুবাত ও তাআসুরাত' নামে তাঁর একটি সমালোচনা মূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যে তিনি যথেষ্ট সম্ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন । [২] তাঁর অনেক কবিতা 'দৈনিক পাসবান' প্রতিকায় প্রকাশিত হতো।

নজীর সিদ্দিকীর কয়েকটি উর্দু শের নিম্নে দেয়া হলো ।

یادِ ماضی تلخ ھے اور عکسِ فردا دل شکن
اے غم امروز اب تو ھی بتا ھم کیا کریں
ھر نفس زندگی کا ماتم ھے
اورحالِ تباہ کیا کہے
جینے کو جی رھا ھوں،مگر واقعہ یہ ھے
ایک فرضِ نا گوار ادا کر رھا ھوں میں۔[৩]

১। ইকবাল আযীম, মাশরিকী বাংগাল- মে- উর্দু .ঢাকা. ১৯৫৪. পৃঃ ৪০৪
২। মাওলানা মুহিউদ্দিন খান. পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু .১৯৬৯ . পৃঃ৮৮
৩। ইকবাল আযীম পূর্বোক্ত .পৃঃ ৪০৫

Dhaka University Institutional Repository

কামার সিদ্দিকী

আল্লামা রেজা আলী অহ্‌শতের প্রিয়তম সাগরেদ আবদুস সামাদ কামার সিদ্দিকী (১৯০৭-১৯৫১) । তাঁর শেষ জীবন ঢাকায় অতিবাহিত হয়। নিজের ঘরে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে মেট্রিক পাস করেন। কলকাতা ইসলামিক কলেজ থেকে বি. এ পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্সী এবং উর্দুতে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন । তার পর বি. টি ডিগ্রী লাভ করার পর কলকাতা কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। কিছু কাল অধ্যাপনার কাজ করার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করেন । পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি প্রথমে রাওয়াল পিন্ডি এবং পরে ঢাকায় বদলী হয়ে আসেন।

কামার সাহেব ছিলেন একজন বুদ্ধিদীপ্ত কবি । তাঁর কবিতায় আধুনিকতার ছাপ ছিল সুস্পষ্ট । বহু সাময়িক পত্রে তাঁর অসংখ্য কবিতা ছড়িয়ে রয়েছে । উর্দু মুশায়েরার মাহফিলগুলিতে তিনি ছিলেন একজন প্রাণবন্ত অংশীদার । তাঁর মৃত্যুতে কলকাতার উর্দু পত্র-পত্রিকাগুলোতে অত্যন্ত প্রশংসা মূলক সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়েছিল। আবদুস সামাদ কামার সিদ্দিকীর একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য সংগ্রহ তাঁর সুযোগ্য পুত্র কবি আজহার কাদেরী পান্ডুলিপির আকারে রূপ দিয়েছেন । তাঁর একটি উর্দু গজল থেকে কয়েকটি শের নিম্নে দেয়া হলো।[১]

نگا ہِ شوق نے اك بیخودانه کام کیا
که لطفِ جلوه پنہاں کا راز عام کیا
ملا نه ایك بھی شا یداشنا س جمال
جواس نے خلوت رنگیں کو بزم عام کیا
کبھی کبھی رھی امیّد کی بھی رنگینی
اگرچه خون هوس یاس نے مدام کیا-[2]

১। মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা, উর্দু , ১৯৬৯, পৃঃ ৭১

২। ইকবাল আযীম , মাশরিকী বাংগাল মে উর্দু, ঢকা, ১৯৫৪ ,পৃঃ ১২৬

382722

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা রেজা আলী অহ্‌শত

এ যুগে উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের খেদমত করে যে কয়েকজন মনীষী পাকভারতের সবর্ত্র সমান খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন আল্লামা অহ্‌শত তাঁদেরই একজন। আল্লামা রেজা আলী অহ্‌শত(১৮৮৩ -১৯৫০) কলকাতার কৃতি সন্তান। তাঁর পূর্ব পুরুষগন সিপাহী বিপ্লবের সময় দিল্লী হতে হুগলীতে এসে বসবাস করতে থাকেন। দীর্ঘকাল বাংলাদেশে বসবাস করে এই খান্দানটি এ এলাকার জনসাধারণের সাথে এক হয়ে গিয়েছিল। আল্লামা রেজা আলী অহ্‌শতের মাতা ছিলেন বাংগালি মেয়ে। মূলতঃ বহিরাগত হলেও আল্লামা রেজা আলী অহ্‌শত নিজেকে বাংগালি বলে পরিচয় দিতেন।

ঘরে কুরআনে পাক ও প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি কলকাতা আলিয়া মদ্রাসায় ভর্তি হন। এখানেই তিনি উচ্চ শিক্ষালাভ করেন। ছাত্র জীবনেই মৌলবী খলিল আহমদ নামক তাঁর এক শিক্ষকের উৎসাহে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। মৌলবী খলিল আহমদ পূর্ব বাংলার লোক ছিলেন এবং নিজেও ভাল কবিতা লিখতেন। পরবর্তী পর্যায়ে বিখ্যাত উর্দু কবিও সাহিত্যিক ফরিদ পুরের মৌলবী আবদুল গফুর নাস্‌সাখের পুত্র বিখ্যাত কবি ও আলঙ্কারিক আবুল কাসেম মোহাম্মদ শামস কাল কাত্তাবীর নিকট তিনি সাহিত্য চর্চার দীক্ষা গ্রহন করেন। কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে তিনি দাগ মুমেন ও গালেবের অনুসারী ছিলেন। ফার্সী সাহিত্য ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। লেখা পড়া শেষ করে তিনি সরকারী রেকর্ড বিভাগের ফার্সী শাখায় চীফ মৌলবী পদে চাকরি গ্রহন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে কলকাতা ইসলামীয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার পর তিনি উক্ত কলেজে ফার্সী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ৫৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত এই পদে বহাল থেকে অবসর গ্রহন করেন। ১৯৫০ সালে তিনি কলকাতা হতে ঢাকা চলে আসেন এবং ঢাকাতেই তাঁর ইন্তেকাল হয় ১৯৫০ সালে। সাহিত্য চর্চার শুরু হতেই মওলানা আল্লামা রেজা আলী অহ্‌শত উপমহাদেশে বিভিন্ন সাময়িক পত্র- পত্রিকায় লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। কানপুর হতে প্রকশিত উর্দু সাহিত্যের অন্যতম স্বরণীয় মাসিক পত্রিকা মওলানা হাসরত মোহানীর ন্যায় কবি মওলানা আল্লামা রেজা আলী অহ্‌শতের কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন।[১] আল্লামা রেজা আলী অহ্‌শতের লেখা প্রকাশ উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের এক নব দিগন্তের দ্বারোদঘাটনের সামিল।

১। মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু, ঢাকা, ১৯৬৯ পৃঃ ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা রেজা আলী অহ্শতের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দীওয়ানে অহ্শত' (دیوان وحشت) ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়। 'দীওয়ানে অহ্শত' প্রকশিত হবার পর উপমহাদেশের সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞমহলে যে সাড়া জাগে খুব অল্প সংখ্যক সাহিত্যকর্মীর ভাগ্যেই সেই যশের ডালি বর্ষিত হয়েছে । সকলেই উচ্ছাসিত ভাষায় এই নতুন বইটির প্রশংসা করেন। তাঁর দ্বিতীয় কাব্য সংকলন লাহোর হতে প্রকাশিত হয়েছে । ইহা ছাড়া অসংখ্য কবিতা, গজল ও গদ্য রচনা পাভুলিপির মধ্যে এবং বিভিন্ন পত্র- পত্রিকার মধ্যে বন্দী হয়ে রয়েছে ।

সাহিত্য কর্মী হিসেবে ম ওলানা অহ্শতের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো সমকালীন বাংলা দেশের প্রায় প্রত্যেকটি উর্দু ফার্সী কবি-সাহিত্যক তাঁর জ্ঞানের ছায়ায় বহু সংখ্যক সাহিত্য কর্মী আশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ লাভ করেছেন। বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যে ম ওলানা অহ্শত যথেষ্ট দখল ছিল । রাজশেখর বসু সম্পাদিত সুবিখ্যাত বাংলা অভিধান 'চলন্তিকার' সংকলনে ম ওলানা অহ্শতের ঋন স্বীকার করেছেন। ম ওলানা অহ্শতের ঢাকার জীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও এতদঞ্চলের উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়ে রয়েছে । অল্প দিনের জীবনেই তিনি উর্দু কবি সাহিত্যিকদের আশা আকাঙ্খার প্রতীক এবং প্রেরণার উৎস হিসেবে গন্য হয়েছিলেন। ম ওলানা অহ্শতের কল্যাণেই কয়েক বৎসর ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের মাহফিল গুলি উপমহাদেশের সকল সাহিত্যসেবীর ঔৎসুক্যের কেন্দ্র ভূমি হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিল।[১] ঢাকার আসেফ বানারসী, সলিমুল্লাহ ফাহমী, আজহার কাদেরী, আহ্সান আহমদ আশক, প্রমুখ তাঁর অনেক অনুসারী ও ভক্তের প্রচেষ্টায় আল্লামা অহ্শতের স্মৃতি বাংলাদেশের তথা ঢাকার সংস্কৃতিক জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

১। মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

অহশাতের কয়েকটি উর্দু শের নিম্নে দেয়া হলো

تھا شوقِ پاے بوس بھی ھنگامہ آفرین
وہ شوخ خوابِ ناز سے بیدار ھو گیا
منّتِ سیر چمن طوق گلو ئے قمری
اے دل ود یدہ نہ شرمندہ احسان ھونا
دل گورھا ھے وقفِ ستم ھائے روز گار
روشن ھے داغِ عشق سے یہ انجمن ھنوز[১]

ফার্সী শের

خوش آن روزی کہ در رنج محبت مبتلا بودم
جفامی دیدم ویا بیو فایان اشنا بودم
اگر رنگ از رخم پرواز کرد افزود بر حسنش
ھنر ھا داشتم در گلشن کویش صبا بودم[২]

১। ইকবাল আযীম, মাশরিকী বাংগাল-মে-উর্দু ,ঢাকা , ১৯৫৪, পৃঃ ১৮৩

২। কলিম সাহসারামী, খেদমতে গুজারানে -এ -ফার্সীদর বাংলাদেশ ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ৩৫৬.

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মুহাম্মদ

বাংলাদেশের উর্দু সাহিত্যের আসনে কথা সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার হিসেবে গোলাম মুহাম্মদ (১৯৩৯-১৯৯৭) ছিলেন খুলনা জেলার অধিবাসী। পিতার নাম ফকির মুহাম্মদ। উর্দু গল্প ও প্রবন্ধ ছাড়া বাংলাদেশে সাংবাদিক হিসেবে ও তাঁর নাম সুপরিচিত। তিনি ১৯৫৯ সনে জগন্নাথ কলেজ ঢাকা হতে বি. এ. পাস করে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি ১৯৫৮ হতে নিয়মিত উর্দু ছোট গল্প লেখালেখি আরম্ভ করেন।নিজেকে শক্তি মান গল্প কারের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিভিন্ন ধরনের চরিত্র ও তাদের উপস্থাপনা এবং বিশেষ লেখনিভংগির ফলে তিনি উর্দু ছোট গল্পের ধারায় স্বতন্ত্র্য মন্ডিত হয়ে রয়েছেন। জীবনবাদী গল্পকার রূপে গোলাম মুহাম্মদ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকবেন।তাঁর গল্পে দেশ, কালও সমাজের চেতনাবোধ স্থান পেয়েছে। বাংলার কথাশিল্পী শওকত, ও সমান (১৯১৭-৯৮) ও আলাউদ্দিন আল আজাদের চিন্তা চেতনার সাথে তাঁর কিছুটা মিল দেখা যায় ।তাঁর লেখায় সবচেয়ে উৎকষর্তা লাভ করে মানব প্রেম ও দেশ প্রেমের রূপায়নে । ত্রৈমাসিক পত্রিকা ''ফুনুন' (লাহোর) 'আদাব এ লতীফ' (লাহোর) মাসিক 'সাকী' (করাচী) 'মাহে নও' করাচী 'সনম' (পাটনা) 'নুকুশ' (করাচী) প্রভৃতি উন্নতমানের পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের পটভূমিতে লেখা তাঁর অন্য কিছু সংখ্যক গল্প বাংলাদেশের সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন বলে বিবেচিত হতে পারে।

'টেনশন' 'কলিযুগ' 'কাহা কিধার' 'দরিন্দে' 'উঙ্গুলিয়া' 'মলমলকী' 'কবর' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখ যোগ্য গল্প। 'উঙ্গুলিয়া' 'মলমলকি' গল্পেতে তিনি ঢাকার মসলিনের হারিয়ে যাওয়া কীর্তি চিত্রিত করেছেন। এই গল্পে তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ঢাকার মসলিন বুনন কারীদের আংগুলি কর্তনের বেদনাদায়ক ইতিহাস স্বরণ করিয়ে দেন । বাংলাদেশে বর্তমানে বিদেশী এনজিও সমূহের কর্মকান্ডের ফলে বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলো ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তিনি তাঁর ছোট গল্পে এ বিষয়ের প্রতি পাঠক পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর লেখা গল্প গুলো বাংলাদেশের সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে এবং তাঁর সমাজ সংস্কারের চিন্তা পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

বাংলাদেশের উর্দু ছোট গল্প, সম্পাদনা স. ম. সাজিদ ও আইয়ুব হোসেন ১৯৯২ পৃঃ ১৭

Dhaka University Institutional Repository

আহ্‌সান আহমদ আশক

আহ্‌সান আহমদ আশক(১৯১৬-১৯৫০) একজন কবি, গল্পকার ও প্রবন্ধ লেখক। উর্দু ও ফার্সী ছাড়া বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় তাঁর বিশেষ দখল ছিল। তাঁর পূর্ব পুরুষগন চট্রগাম জেলার বাঁশখালীর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা খান বাহাদুর মৌলবী আবদুল মুকতাদের কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন ।

আহ্‌সান আহমদ আশকের শিক্ষা জীবন কলকাতায় অতিবাহিত হয়। ১৯৩৮ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি, এ পাস করেন। ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্সীতে এবং ১৯৪১ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উর্দুতে এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন। শিক্ষা জীবন শেষ হওয়ার পর ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রথম ইসলামিয়া কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে উর্দু ও ফার্সী প্রভাষক হিসেবে কাজ করেছেন। দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন। প্রথম ঢাকা ও রাজশাহী কলেজে উর্দু প্রভাষক হিসেবে কাজ করেন। তাঁর পর এই কলেজেই প্রফেসর পদে উন্নতি লাভ করে অবসর গ্রহন করেন।

ছাত্র জীবনেই আশ্‌কের সাহিত্যচর্চায় হাতে খড়ি। আল্লামা রেজা আলী অহ্‌শতের একজন প্রিয় ছাত্র ও অনুসারী হিসেবে তিনি কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে পদার্পন করেন। উপমহা-দেশের প্রায় প্রত্যেকটি সাময়িক পত্রে তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হয়ে ছিল। অনেক বাংলা গল্প এবং কবিতার উর্দু অনুবাদ করেছিলেন। কলকাতা হতে প্রকাশিত 'জাদীদ উর্দু'[১] (جدید اردو) নামক একটি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে ও তিনি দীর্ঘ কাল কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেছিলেন। কলকাতার দৈনিক 'আসরে জাদীদ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গেও কিছু কাল তিনি জড়িত ছিলেন।

আহ্‌সান আহমদ অশক মুলতঃ রোমান্টিক কবি । আধুনিক আঙ্গিক ও ভাবধারা সমৃদ্ধ তাঁর কবিতা, গান ও গাথার সংকলন 'বারক ও বারান'[২] (برق و باران) নামে প্রকাশিত হয়েছে। 'মুসলিম শোয়ারায়ে বাঙ্গালা' (مسلم شعراء بنگالہ) নামক আর একটি সংকলনের অন্যতম সম্পাদক হিসেবে তিনি বাংলাদেশের বাংলা লোক কবিগনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। 'আহাংগে ইনকেলাব' (آہنگ انقلاب) নামক উর্দু অনুবাদ সংকলনে তিনি মোট ৩৪ জন বাংলা ভাষার কবিদের কবিতা উর্দু অনুবাদ করেছেন।

১। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পূর্ব পাকিস্তান উর্দু, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ৭৬

২। ইকবাল আযীম, মাশরিকী বাংগাল- মে- উর্দু , ১৯৫৪, পৃঃ ২৯৫

Dhaka University Institutional Repository

এই অনুবাদ সংকলনের সর্বপ্রথম রয়েছে নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী নামক কবিতাটি। 'বারঁক ও বারাঁ' (বিজলী ও বৃষ্টি) কলকাতা(১৯৫০) 'জাগতে জয়ীরে' (ভাসন্ত দ্বীপ)- (পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড করাচী , ১৯৬২)।তিনি একজন ভাল উর্দু কবিছিলেন।

তাঁর কয়েকটি উর্দু শের নিম্নে পেশ করা হলো।

جسے شاعرکاتصّور، جیسے عارف کاجلال
جسیے تخلیق جہان کا ذہن بزداں میں خیال
جیسے مستی میں شرابی جسیے لرزش میں شراب
زینہ مشرق پہ جیسے لڑ کھڑائے آفتاب [১]

১। ইকবাল আযীম, পুর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৮

Dhaka University Institutional Repository

আহ্‌মদ সাদী

ঢাকায় উর্দু সাহিত্যে আহ্‌মদ সাদী কবি, গল্পকার ও অনুবাদক হিসেবে সুপরিচিত । তিনি ১৯৩১ সনে বিহারের মুংগের জেলায় জন্মগ্রহন করেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে উর্দু সাহিত্যের সেবা করে আসছেন। তাঁর প্রথম গল্প 'শরীক এ হায়াত' ১৯৪৫ সালে কলকাতার 'জারীদা' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মানিক বংগোপাধ্যায়ের একটি বাংলা গল্পের অনুবাদ ১৯৪৫ সালে সাপ্তাহিক নিযাম পত্রিকায় (বোম্বাই) হতে প্রকাশিত হয়। প্রায় ২৫০ টি বাংলা গল্প তিনি বাংলা থেকে উর্দুতে অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদ এবং নিজস্ব লেখা ছোট গল্প ও কবিতা 'আফকার' করাচী 'রুহ এ আদব' (কলকাতা) ইত্যাদি পত্রিকায় আজও প্রকাশিত হচ্ছে। নবীন গল্পকার স. ম. সাজেদ ও আহমদ সাদীর যৌথভাবে লিখিত গল্প সংকলন 'দুদ- এ চেরাগ -এ - মাহফিল' ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।[১]

আহ্‌মদ সাদীর মৌলিক গল্প গ্রন্থ 'মিট্রি কি খুশবু' ১৯৮৭ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশ হয়েছে। 'যাখমী পারিন্দে কা সফর'(زخمی پرندے کا سفر) ফুল আওর পাতথর' (پھول اور پتھر) 'পিয়াসী ধরতী' 'তাহ্‌যীব' 'মিট্রিকি খুশবু' আহমদ সাদীর উল্লেখযোগ্য গল্প । তাঁর গল্পের বিষয় বাংলাদেশের সমাজের বিভিন্ন সমস্যাকে ঘিরে লেখা । 'তাহ্‌যীব' গল্পের বিষয় বস্তু হলো এই যে, জার্মানীতে বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হয়েছে ততই মানবতা বোধের বিকাশ ঘটেছে। ঐ গল্পে তিনি এটাও বোঝাতে চেয়েছেন যে, সে দেশে যৌন অপরাধ সমাজে তেমন ঘৃন্য বলে মনে করা হয় না। জার্মানীতে সফর কালে তিনি ঐ দেশের সাংস্কৃতি সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তা তাঁর তাহ্‌যীব নামক গল্পে সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ।[2]

১। আহমদ সাদী, মিট্রি কি খুশবু ঢাকা, ১৯৮৯, পৃঃ ৯

২। পূর্বোক্ত পৃঃ -১০

Dhaka University Institutional Repository

স, ম, সাজিদ

স. ম. সাজিদ নুতন প্রজন্মের গল্পকার। তিনি ১৯৪৯ সালে নতুন বাবুপাড়া সৈয়দপুর নীলফামারীতে জন্মগ্রহন করেন। অন্যান্য গল্পকারের সাথে তাঁর তুলনা করা কঠিন। বাংলাদেশের মাটিতে তাঁর জন্ম এবং এই পরিবেশেই তিনি বড় হয়েছেন। তাঁর প্রথম গল্প ১৯৬৭ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। কম বেশি ৩৮টি গল্প তিনি লিখেছেন। তাঁর ও আহমদ সাদীর যৌথ গল্প 'দুদ এর চেরাগ এমাহফিল' ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। স. ম. সাজিদের গল্পে ১৯৭১ এর পরবর্তী বাংলাদেশের আর্থিক সমস্যা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় উর্দু ভাষা ভাষীও বাংলা ভাষাভাষী উভয় সম্প্রদায়ের দুঃখ কষ্টের কথা রয়েছে।

স. ম. সাজিদ পেশার দিক থেকে চাকরিজীবি । তিনি বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে গল্প লিখতেন। তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত উর্দু সাহিত্যে সাময়িকী 'শাহকার' ও 'দস্তক' এর সম্পাদনা করেছেন। তিনি উভয় সম্প্রদায়কেই মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। 'পাগল' 'সালীব কে সায়েমে' 'কাহিনী কা কাতল' 'মামুলিসীবাত' 'সোন্ধী মিট্রী' 'কুত্তে' ইত্যাদিকে তাঁর ভাল গল্প বলা যায়। 'কুত্তে'(কুকুর) গল্পে স. ম. সাজিদ আমেরিকার গরীব শ্রেণীর অবস্থা তুলে ধরেছেন। লেখক বুঝাতে চেয়েছেন যে, এটা ঠিকনয় যে আমেরিকার সবই ধনী। সেখানে ও এমন সব গরীব রয়েছে যারা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ফেলে দেয়া খাবার খেয়ে থাকে।স. ম. সাজিদ এর আমেরিকাসহ অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছে। তাঁর গল্পে বাংলাদেশ ছাড়া আমেরিকার সমাজের কিছু কিছু দৃশ্য ফুটে উঠেছে।

ইনতেখাব (উর্দু) পত্রিকা সংখ্যা, নং ৩, সইদপুর, পৃঃ ১১০

Dhaka University Institutional Repository

আইয়ুব জাওহার

আইয়ুব জাওহার ভারতের শাহ আবাদ জেলায় ১৯৩৬ সালের ১ লা সেপ্টেম্বর জন্ম গ্রহন করেন। ভারত বিভাগের পর তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। তিনি পাকিস্তান আমল থেকে লেখালেখি আরম্ভ করেন এবং পরবর্তী সময় বাংলাদেশে পদার্পণ করেছেন। তাঁর ছোট গল্পের সংকলন, 'সদা কাগজ' নামে ঢাকা থেকে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি 'রাফতার' 'মাহায' এবং 'ইনকিশাফ' নামক উর্দু সাহিত্য সাময়িকীর সম্পাদনাও করেছেন।

'সাদা কাগজ' গল্প সংকলনে 'হিযরত' শীর্ষক তাঁর একটি আত্মজীবন চরিত্র বর্ণনা রয়েছে। এখানে তিনি এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন, যে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি হিন্দুস্থান থেকে হিজরত করে ঢাকায় ফুল বাড়িয়া ষ্টেশনে অবতরণ করেন ঐ মুহূর্তে ঢাকার জনসাধারণ তাঁকে সাদরে গ্রহন করেন এবং বাংলা উর্দু মেশানো ভাষায় তাঁর মনে সান্ত্না দেয়ার চেষ্টা করেন। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে ঢাকার মোহাম্মদপুর বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশর স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তার উপর বিপদ নেমে আসে। বাংগালী বিহারী শত্রুতা শুরু হয় এবং ঘোরদোর পোড়ানো চলতে থাকে। সাথেরলোকেরা তাকে দেশ ত্যাগ করে করাচী যাবার পরামর্শ দেয়। তিনি তাদের কথায় কান দেননি। তিনি বাংলাদেশকে বরণ করে নেন এবং বাংলাদেশেই থেকে যান।

'সাদা কাগজ' আইয়ুব জাওহার ,ঢাকা, ১৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ যয়নুদ্দীন

আহমদ যয়নুদ্দীন তাঁর মূল নাম যয়ুনুদ্দীন আহমদ। যয়নুদ্দীনের পিতার নাম মৌলবী আবদুস সাত্তার । তিনি উত্তর ভারতের গাযীপুর জেলায় ১৯৩৯ সালে জন্ম গ্রহন করেন। কৈশোরেই তিনি পিতার সঙ্গে ১৯৫১ সালে ঢাকায় আসেন । ঢাকাতেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উর্দুতে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। উর্দু সাহিত্যের গল্পকার, প্রবন্ধকার এবং অনুবাদক হিসেবে তিনি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।[১]

তিনি বাংলাদেশের ভূমিতে বসেই উর্দু গল্প লেখা আরম্ভ করেন। তাই তাঁর বেশির ভাগ গল্পে বাংলাদেশের মাটিও মানুষের সুখ দুঃখের কথা স্থান পেয়েছে।তিনি শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ দুঃখ অভাব অনটনে লুকিয়ে রাখা সামাজিক অপরাধ এবং গ্রামীন কৃষকদের সমস্যাগুলো নিখুঁতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ষোলটি গল্পের সংকলন 'দরীচে -মে- সাজী হয়রানী' ১৯৯৭ সালে করাচী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত সংকলনে 'শাজার থা মওসুম এ দরদ কা' 'চলতি ধুপ কা নওহা' 'নুরা তীরাগী কে ধাগে' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প। তাঁর 'তীরাগী কে ধাগে' গল্পটি বাংলাদেশে পাট চাষী কৃষকদের সমস্যা এবং তাদের প্রতি পাট ব্যবসায়ীদের অবিচার নিয়ে লেখা । এই গল্পটিতে পাট চাষী কৃষকের বাস্তব জীবন ফুটে উঠেছে।[২]

১। 'দরীচে মে সাজী হয়রানী' আহমদ যয়নুদ্দীন, ১৯৯৭, পৃ ২২'।

২। পুর্বোক্ত , পৃঃ ২৩

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ আবদুল্লাহ

বিশ শতকে বাংলাদেশী এবং বাংলা ভাষীদের মধ্যে যাঁরা উর্দু ও ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের বর্তমান (সংখ্যাতিরিক্ত) প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ গবেষক ও লেখক হিসেবে সবার চেয়ে বেশি প্রশংসার দাবীদার । তিনি একত্রে অনেক গুলো ডিগ্রী অধিকার করেছেন। কামিল হাদিস, এম. এ. ট্রিপল, উর্দু, আরবী, ইসলামিক স্টাডিজ। এম. ফিল "স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা"। পি. এইচ. ডি. "বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য "। তিনি বাংলা, ইংরেজী, আরবী , উর্দু, ফার্সী ও হিন্দী এ ভাষাগুলো সমান ভাবে রপ্ত করেছেন। তাই উর্দু ভাষাও সাহিত্যের উপর নাতিদীর্ঘ গবেষণা করতে অন্যের নিকট তাঁকে যেতে হয় নাই। বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় তাঁর প্রকাশিত অপ্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় ২৫ । এ ছাড়া এসব ভাষায় তাঁর লেখা প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় পাঁচ শতাদিক । এ পর্যায়ে আমরা ভবিষ্যতে তাঁর জীবনী ও গ্রন্থের আলোচনা এবং গবেষণাকর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইন্‌শাআল্লাহ।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ১৯৩২ সলের ১লা এপ্রিল বৃহত্তর নোয়াখালীর বর্তমান লক্ষীপুর জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গা খাঁ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ এবং নিরলস গবেষক প্রফেসর আবদুল্লাহর পিতা মরহুম মুখলিছুর রহমান ছিলেন তদানীন্তন সময়ের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন। বাংলার এই কৃতি সন্তান বর্তমানে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি, হাকীম হাবীবুর রহমান স্মৃতি সংসদ ইত্যাদি সংস্থার অন্যতম সদস্য । সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক তাঁর শতাধিক প্রবন্ধ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু পত্র-পত্রিকায় সাময়িকীতে ছাপা হয়েছে। আমাদের জানা মতে, তাঁর ন্যায় আর কোন বাংলাদেশী জ্ঞান সাধকের এতবেশী উর্দু লেখা প্রকাশিত হয়নি। বিচারের মানদন্ডে আনলে তাঁর উর্দু প্রবন্ধ গুলোর সাহিত্যিক মান দিল্লী,লখনৌ, হায়দরাবাদ,করাচী, লাহোরের, উর্দু ভাষা ভাষী প্রবন্ধ কারদের লেখার চেয়ে কোন অংশে কম নয় বলেই মনে করি। উর্দু ভাষা ভাষী লেখক, কবি -সাহিত্যিকদের , থেকে তিনি স্বীকৃতি ও লাভ করেছেন প্রচুর। লাহোরস্থ "সাইয়ারা" পত্রিকার সম্পাদনা পরিষদ উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর আবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৬৬ সলে তাঁকে " নিশান-ই উর্দু" খোতাবে ভূষিত করেন। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সাহেবের আনেকগুলো গবেষণা মূলক বাংলা প্রবন্ধ ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পত্রিকা, বাংলাদেশ

এশিয়াটিক সোসাইট পত্রিকা এবং আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকায় (ইকবাল ষ্টাডিজ) প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তান আমলের ঢাকাস্থ ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশন প্রকাশিত চার খন্ডবিশিষ্ট 'বাংলা বিশ্বকোষ"-এ উর্দু, ফার্সী ও পাঞ্জাবী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের নিয়ে তাঁর ৩০০ শতের ও বেশী ক্ষুদ্র- বৃহৎ প্রবন্ধ স্থান লাভ করেছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষে ও তাঁর অনেকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহর প্রায় ২৮-২৯টি বই প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে আরও কয়েকটি প্রকাশের পথে ।

সফল অনুবাদক মুহাম্মদ আবদুল্লাহর উর্দু থেকে বাংলায় কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও কর্ম নিয়ে তিনিই সর্ব প্রথম উর্দুতে পূর্নাঙ্গ একটি গ্রন্থ উর্দু ভাষা ভাষীদের উপহার দেন। মুহাম্মদ আবদুল্লাহর "নজরুল ইসলাম" (نذرالاسلام) শীর্ষক বইয়ের পরিচিতি লিখেছেন ঢাকাঃ বিঃ তদানীন্তন প্রখ্যাত উর্দু ভাষী ডঃ আন্দালীব শাদানী। প্রারম্ভ- কথা লিখেছেন বাংলা বিভাগের কাজী দীন মুহম্মদ এবং মুখ বন্ধ লিখেছেন লেখক স্বয়ং।

ডঃ শাদানী পরিচিতি লিখেতে গিয়ে বলেনঃ

" উর্দুতে নজরুল ইসলামের উপর অনেক প্রবন্ধই লেখা হচ্ছে । কিন্তু আমার জানা রচনা এযাবৎ প্রকাশিত হয়নি। উর্দু ভাষায় নজরুল ইসলামের জীবনী ও কাব্য নিয়ে কিছু লিখতে গেলে লেখকের মাতৃভাষা অবশ্যই বাংলা হতে হবে। তাঁকে আরো হতে হবে উর্দু সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক। উর্দু সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মধ্যে একাধারে এই সব গুণের সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর মাতৃভাষা বাংলা। তিনি উদুর্তে কৃতিত্বের সাথে উচ্চ ডিগ্রী লাভ করেছেন। তিনি একনিষ্ঠ সাহিত্যপিপাসু । তাঁর নজরুল ইসলাম শীর্ষক বইটি বস্তুত একটি উল্লেখ্যযোগ্য কাজ । ১৯৬৫ সালে করাচীস্থ "সাকী" পত্রিকা "নজরুল" নম্বর শিরোনামে শুধ তাঁর - এ - লেখাটিকেই ক্রোড়ে নিয়ে আত্ম প্রকাশ করে। ঢাকাস্থ পাকিস্তান একাডেমী থেকে ১৯৭১ সলে বইটি পূর্ণ মুদ্রিত হয়। মুহাম্মদ আবদুল্লাহর আর একটি উর্দু গ্রন্থ "ইকবাল আওর টেগর" শীর্ষক শিরোনামে লাহোরস্থ সাইয়ারা, করাচীস্থ সাকী, ও ফারান, পত্রিকায় কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। এগ্রন্থে তিনি আল্লামা ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাধারার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করেছেন। তিনিই সর্ব প্রথম বাংলাদেশী যিনি উর্দু ভাষায় খ্যাতনামা কবি -সাহিত্যিকদের বাংলাভাষীদের সাথে এবং বাংলা ভাষার খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকদের উর্দুভাষীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এদেশে অনেক খ্যাতিমান আরবী, উর্দু, ফার্সী জ্ঞানী গুণী ওলামায়ে কেরাম বিগত হয়েছেন তাঁদের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে কোন

Dhaka University Institutional Repository

বই লেখা হয়নি । একাজ করার দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে মুহাম্মদ আবদুল্লাহ এগিয়ে এসে "বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য" ও 'বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ" নামে দুটি বই রচনা করেন। এতে করে এদেশের অনেক আলেম ও কবি -সাহিত্যিকের জীবন ও তাদের আরবী, ফার্সী, চর্চার নিখুঁত ইতিবৃত্ত উপস্থাপনার ফলে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটে।

অধ্যাপনার পাশা পাশি গবেষণাই হলো মুহাম্মদ আবদুল্লাহর জীবন ব্রত। সভ্যতার এযুগে যশ খ্যাতির উর্ধে তিনি । নীরবে নিঃশব্দে গবেষণাই তাঁর জীবনের অন্যতম সাধনা। তাঁর ব্যস্ত জীবনের উল্লেখ - যোগ্য একটি অংশই কেটে যায় গ্রন্থাগারে।এদেশের আনাচে কানাচে গিয়ে তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে তিনি সন্ধানী গবেষক । স্বভাব সঞ্জাত গবেষক বলেই তিনি যেখানেই যে কোন দুর্লভ তত্ত্ব ও তথ্য পেয়েছেন তা বিভিন্নভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগারের অন্তর্ভুক্ত করে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন এটা তাঁর উদারতা ও জ্ঞান সাধানারই পরিচয়। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এদেশের উদীয়মান লেখক, সাহিত্যিক, অনুবাদক ও গবেষকদের উদারভাবে গাইড লাইন দিয়ে যাচ্ছেন।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ মুসলিম জাতীয়তা বাদী মনোভাবসম্পন্ন । ইসলামী সাহিত্য, ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম রাজনীতির ক্ষেত্রে যে সব বাংলাভাষাভাষী রাজনীতিক এবং উপমহাদেশের যে সব দিশারী মুসলিম জাগরনের কৃতিত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের জীবন কর্ম ও দর্শন নিয়ে তাঁর রচনাবলী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং যেগুলো প্রকাশ হয়েছে নিম্নে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধাবলীর ফিরিস্তী সন্নিবেশিত হলো ।

১) সাহিত্যে নজরুল ইসলামের স্থান
২) রবী ঠাকুর ও ইকবালের দৃষ্টিতে প্রকৃতি
৩) রবী ঠাকুর ও ইকবাল সাহিত্যে মৃত্যু দর্শন
৪) জীবনের কবি রবী ঠাকুর ও ইকবাল
৫) লালন শাহ এবং তাঁর সঙ্গীত
৬) ইসলাম রবী ঠাকুর
৭) মুনশী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহর সাহিত্য ও জাতীয় খেদমদত
৮) রবী ঠাকুর ও ইকবাল কাব্যে সৃষ্টির বিবর্তন
৯) হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং ফরায়েজী আন্দোলন,
১০) সাহিত্য ও আর্টে নৈতিকতা
১১) ইসমাইল হোসেন শিরাজী এক নজরে

Dhaka University Institutional Repository

১২) পূর্ব পাকিস্তানের লোকগীতি

১৩) ধর্ম ও নৈতিকতায় উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের অবদান

১৪) নজরুল ইসলাম, ইকবাল ও রবী ঠাকুর এক নজরে

১৫) নজরুল ইসলাম ও সংগীত

১৬) নজরুল ইসলাম এক নজরে

১৭) রবী ঠাকুর ও ইকবাল কাব্যে মানবতা

১৮) নজরুল ইসলাম

১৯) বাংলার ওপর আরবী, ফার্সী ও উর্দুর প্রভাব

২০) পূর্ব পাকিস্তানের লোক গীতি

২১) ইকবাল ও জিহাদ

২২) ইকবাল বাংলায়

২৩) নজরুল ও জোশ

২৪) আধুনিক বাংলা সাহিত্য

২৫) হালী ও বঙ্কিম

২৬) আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাতীয়তাবাদ

২৭) ইসলাম ও জাতীয় প্রতিরক্ষা

২৮) পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু

২৯) পূর্ব পাকিস্তানে উর্দুর নতুন রূপ

৩০) উর্দু ভাষার জন্ম এবং ক্রমবিকাশে হিন্দুদের ভূমিকা

৩১) ধর্ম সেবায় উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের অবদান

৩২) ধর্ম সেবায় উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের অবদান

৩৩) পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু

৩৪) উর্দু ব্যাকরণ একনজরে

৩৫) বাংলার ওপর উর্দুর প্রভাব

৩৬) প্রাচীন বাংলা ও উর্দু

৩৭) শেখ সাদী এবং তাঁর অমর কীর্তি–গুলিস্তাঁ

Dhaka University Institutional Repository

৩৮) প্রাচ্য ও প্রতিচ্য ইকবালের দৃষ্টিতে

৩৯) ইকবালের নয়া জাহান

৪০) নজরুল ইসলাম-এক নজরে

৪১) পূর্ব পাকিস্তানের উপর নজরুলের প্রভাব

৪২) নজরুল কাব্যে আরবী, ফার্সী, উর্দু শব্দের ব্যবহার

৪৩) নজরুল কাব্যের এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা

৪৪)নজরুল কাব্যে আরবী, উর্দু ও ফার্সী শব্দের ব্যবহার

৪৫) নজরুল কাব্যে ইসলামের রূপ

৪৬) বাংলা সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব,১৭ই জুলাই, ৬৬,সাহিত্য পাতা

৪৭) বাংলা সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব ,২৪শে ঐ

৪৮) বাংলা সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব,পাসবান, ৩১ জুলাই, ৬৬,সাহিত্য পাতা

৪৯) বাংলা সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব,৭ই আগষ্ট, ৬৬,সাহিত্য পাতা

৫০) নজরুল-সাহিত্য বাংলা

৫১) নওয়াব মুহসিনুল মুলুক

৫২) মাওলানা শিবলীনুমানী

৫৩) হাজী শরীয়তুল্লাহ

৫৪) ইকবালের নয়া জাহান

৫৫) স্যার সৈয়দ আহমদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়চিন্তা ধারা' আষাঢ় – শ্রাবণ, মাসিক সওগাত, ঢাকা,১৩৮১

৫৬) স্যার সৈয়দ আহমদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়চিন্তা ধারা . ভাদ্র, ঐ

৫৭) স্যার সৈয়দ আহমদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়চিন্তা ধারা, মাঘ, ঐ

৫৮) স্যার সৈয়দ আহমদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়চিন্তা ধারা, ফালগুন, ঐ

৫৯) স্যার সৈয়দ আহমদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়চিন্তা ধারা, বৈশাখ, ঐ

৬০) স্যার সৈয়দ আহমদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়চিন্তা ধারা, জ্যৈষ্ঠ ,ঐ

৬১) স্যার সৈয়দ আহমদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়চিন্তা ধারা, আষাঢ় ,ঐ

৬২) স্যার সৈয়দ আহমদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়চিন্তা ধারা, শ্রাবণ ,ঐ ভাদ্র

৬৩) মানসিক বিপ্লব সাধনে ডক্টর ইকবাল, আশ্বিন – কার্তিক

Dhaka University Institutional Repository

৬৪) মানসিক বিপ্লব সাধনে ডক্টর ইকবাল, ভাদ্র

৬৫) মানসিক বিপ্লব সাধনে ডক্টর ইকবাল

৬৬) মানসিক বিপ্লব সাধনে ডক্টর ইকবাল, এপ্রিল

৬৭) মানসিক বিপ্লব সাধনে ডক্টর ইকবাল, জুলাই

৬৮) প্রকৃতির ওপর মানব আধিপত্য

৬৯) পাকিস্তানের পটভূমিতে নজরুল সাহিত্য

৭০) সৈয়দ সোলায়মান নদভী

৭১) জ্ঞান তাপস ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

৭২) নীল নদের কবি হাফেজ ইব্রাহীম

৭৩) মাওলানা মোহাম্মাদ আলী

৭৪) ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষা ও সাহিত্য সাধনা

৭৫) মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (ভোলা)

৭৬) জ্ঞান সাধনা ও জ্ঞান বিস্তারে মওলানা শিবলী নুমানী

৭৭) মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ

৭৮) ঐ জুলাই মে এবং অক্টোবর ডিসেম্বর ৭৪

৭৯) ডক্টর তাহা হোসাইন

৮০) আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ওপর কুরআনের প্রভাব

৮১) বিশ্বনবীর সংস্কার অভিযান ও তাঁর বৈশিষ্ট্য

৮২) জাতীয় জাগরণে মওলানা হাসরত মুহানী

৮৩) ঐ, মে,

৮৪) ডক্টর ইকবাল ও কবি গোলাম মোস্তফা , তুলনা মূলক আলোচনা

৮৫) ঐ

৮৬) ইসলামী দর্শন

৮৭) ঐ

৮৮) জাতীয় জাগরণে মওলানা জাফর আলী খাঁ

৮৯).....

৯০) জোশ মালিহাবাদী ও নজরুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

৯১) বিস্মৃত এক প্রতিভা মাওলানা আবদুল কাদের

৯২) উবায়দুল্লাহ সুহ্‌রাওয়ার্দীর আত্মজীবনী

৯৩) বঙ্গীয় আরবী শিক্ষা

৯৪) মুসলিম ও বৃটিশ যুগে উপমহাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা

৯৫) নওয়াব সৈয়দ মুহাম্মদ আযাদ

৯৬)...........

৯৭) আব্দুল গফুর নাসসাখুদ - নাবিশত সাওয়ানিহ-ই-হায়াত-ই-নাস্‌সাখ

৯৮) সাংবাদিকতা , সাহিত্যচর্চা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে আবদুর রউফ ওহীদের ভূমিকা

৯৯) উর্দু ও র্ফাসী ভাষায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের কিছু মৌলিক উপাদান

১০০) শেখ ইতিসাম উদ্দীনের লন্ডন সফর ।

এ হলো ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সাহেবের প্রবন্ধের বিবরণ । বাংলা ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় লেখা তাঁর প্রায় একশত প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা (ম্যাগাজিন) ১০১৩ । অবশ্য দৈনিক পত্রিকায় ছাপা প্রবন্ধের পৃষ্ঠার হিসাব দেয়া সঠিক ভাবে সম্ভব নয় । উল্লেখিত এ সব প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করেই পরে রচিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ । অনেক প্রবন্ধ বইতে ও সন্নিবেশিত হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ আবদুল্লাহর প্রকাশিত কয়েকটি বই এর নাম

মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যক , ইসঃ ফাউঃ ১৯৮০

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, ইসঃ ফাউঃ ১৯৮২

বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য , ইসঃ ফাউঃ ১৯৮৩

নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা, বাং ব্রাকঃ পাঃ ঢাকা ১৯৮৭

হাকীম হাবীবুর রহমান , ইসঃ ফাউঃ ১৯৮১

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সুহ্‌রাওয়ার্দী, ইসঃ ফাউঃ ১৯৮৪

বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবী বিদ, ইসঃ ফাউঃ ১৯৮৬

নওয়াব সলিমুল্লাহ্ , ইসঃ ফাউঃ ১৯৮৬

নওয়াব আলী চৌধুরীঃ জীবনও কর্ম , ইসঃ ফাউঃ ১৯৮৭

মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর , ইসঃ ফাউঃ ১৯৮৭

পশ্চিম বঙ্গে ফার্সী সাহিত্য, ইরান কালঃ সেঃ

ঢাকার কয়েক জন মুসলিম সুধী, , ইসঃ ফাউঃ ১৯৮৬

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি জীবন ও কর্ম , ইসঃ ফাউঃ ১৯৮৮

স্যার আবদুর রহীমঃ জীবন ও কর্ম , ইসঃ ফাউঃ ১৯৯০

বাংলাদেশের দশ দিশারী , ইসঃ ফাউঃ ১৯৯০

মাওলানা আবদুল আউয়াল,

নজরুল ইসলাম (উর্দ্যু) পাকিস্তান একাডেমী , ১৯৭১

ভারতের বিদ্রোহের কারণ(অনুদিত) মূলঃ স্যার সৈয়দ আহমদ খান , সোসাইটি ফর পাকিস্তান, ১৯৭০

ইসলামী দর্শন (অনুদিত) ১ম ও ২য় খন্ড মূলঃ আল্লামা শিবলী নুমানী , ইসঃ ফাউঃ ১৯৮১

মুফিদ এ উর্দু মাযামীন (উর্দু) ১ম ও ২য় খন্ড , ইসঃ ফাউঃ ১৯৮০

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ (উর্দু)

মুসাদ্দাসে -ই- হালী (অনুদিত) মুলঃ আলতাফ হোসেন হালী।

আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে কয়েকজন মুসলিম দিশারী, ২০০০।

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহর রচনা সমগ্র

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহর ব্যক্তিগত ফাইল

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহর সাথে ব্যাক্তিগত সাক্ষাৎকার

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগনের অবদান

বাংলায় মুসলিম বিজয়ের সাথে বরং তারও পূর্ব থেকে সুফী সাধকদের সাথে মুসলমানদের আগমন অব্যাহত থাকে এবং ইসলামের প্রসার লাভ হয়। তার সাথে এখানকার মুসলিম তাহ্যীবও তামাদ্দুনে ফার্সীর সঙ্গে উর্দু ভাষাও সংযুক্ত হয়। মুসলিম শাসক বৃন্দ যেখানে শহর আবাদ করে গিয়েছেন, সেখাইনেই এদুটি ভাষা মর্যাদা লাভ করেছে। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সবাই তাদের যথোপযুক্ত কদর করত। ঢাকা সহ বড় বড় শহরে ও ছোট ছোট শহরে কম । বাংলায় সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা এদুটি ভাষা আয়ত্ব ও প্রয়োগ করাকে খান্দানী প্রতীক বলে বিবেচনা করতো । তাতে ছিল তাদের বেশ গর্ব অহংকার। এ স্রোত ধারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর ও যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। পুঁথি সাহিত্য তার জ্বলন্ত স্বক্ষর । সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা কাঠামোতে ফার্সী ও উর্দুর প্রবেশ ও চর্চা ছিল অবাধ। সুতরাং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার যথার্থ প্রতিফলন না ঘটে পারে নাই । ফলে কলেজ থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ও ভাষা দুটি যথারীতি স্থান পায়।

অতএব স্বভাবতই ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ফার্সী এবং উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়। ফার্সীতে বি. এ. সম্মান এবং এম. এ. ডিগ্রী প্রদান করা হতো। অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থী ও ফার্সী সাবসিডিয়ারী বিষয় হিসেবে নিতে পারতো । ফার্সীর প্রাধান্য ছিল। উর্দুর স্থান ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে। কোন কোন ছাত্র তা শুধু সাবসিডিয়ারী বিষয় হিসেবে নির্বাচন করতো । কারণ তখন উক্ত বিভাগকে ফার্সী ও উর্দু বিভাগ বলা হতো । ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর উর্দু প্রাধান্য লাভ করে এবং তাৎক্ষণিক ভাবে অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠানের নামের ন্যায় পাল্টে তা হয়ে যায় ফার্সী ও উর্দু বিভাগ। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে নামের এই উচ্ছ্বসিত বিবর্তন।

প্রথম অবস্থায় তিনটি ফ্যাকালটি ছিল। মানবিক, বিজ্ঞান, ও আইন। এটা অবশ্যই গর্ব ও আনন্দের বিষয় যে, ঢাকা বিশ্ব্যবিদ্যালয়ে কলা অনুষদের মধ্যে ফার্সী ও উর্দু বিভাগ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী ও উর্দু বিভাগে শিক্ষক পদে নিয়োজিত থেকে যারা ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যেরচর্চা করেছেন নিম্নে তাঁদের নাম দেয়া হলো। ফেদা আলী খান, আন্দালীব শাদানী, সাইয়েদ মুজাফ্ফর উদ্দীন নদভী, মুয়িদুল ইসলাম বৌরা, ফয়েজ আহমদ চৌধুরী, ডঃ আফতাব আহমদসিদ্দীকি, শওকত যাওয়ারী , তাহের ফারুকী, হানিফ ফওক কোরাইশী, জাফরুল হুদা, ছদরুল হক, মুয়িজউদ্দীন, রুস্তম আলী দেওয়ান প্রমুখ .

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৫ বছর পূর্তি স্বরণিকা, ১৯৯৬ পৃঃ ২৭

Dhaka University Institutional Repository

ফেদা আলী খান

১। ফার্সী ও উর্দু বিভাগের সর্ব প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন ফেদা আলী খান। ১৯২১ সালে ফেদা আলী খান ফার্সী ও উর্দু বিভাগে যোগদান করেন। তিনি রামপুরে জন্ম গ্রহন করেন। ক লকতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে আরবী এবং ফার্সীতে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন। ঢাকা কলেজেও তিনি অধ্যাপনা করেন। তাঁর যোগ্যতার আলোকে ১৩ই জানুয়ারী ১৯৮৩ হতে ২৭ শে এপ্রিল ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত আর্টস ফ্যাকালটির ডীনের দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য হয়েছিল । কিছু দিন প্রক্টরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ১৯২৯।১৯২৩ সালের জুলাই হতে ১৯২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের : Acting চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বও পালন করেন। আরবী, ফার্সী ও উর্দু ছাড়াও বাংলা ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। জনাব ফেদা আলী খান বিখ্যাত বাংগালী কবি বঙ্কিম চাটারজির নবেল "বিষ বৃক্ষ " এর উর্দু অনুবাদ 'বসকে রোগ' (بس کا روگ) নামে একটি বই লিখেন। তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ন ইংরেজী প্রবন্ধ ও লিখে ছিলেন।

১. Treatment of Subject races by Arabs,

2. India from the point biew of Early Arab Historians

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৫ বছর পূর্তি স্বরণিকা, ১৯৯৬ পৃঃ ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

আন্দালীব শাদানী

ঢাকায় তথা বর্তমান বাংলাদেশে ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যের বিকাশ সাধনের নাম নিতে গেলেই আন্দালীব শাদানীর নাম সর্ব প্রথম চলে আসে । ইহা বললে ভল হবেনা যে বাংলাদেশে ফার্সী ও উর্দু সাহিত্য এবং আন্দালীব সাদানী একে অপরের সাথে অঙ্গাঅঙ্গী ভাবে জড়িত । বাংলাদেশে তথা ঢাকায় ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যের চর্চার উন্নতি কল্পে আন্দালীব শাদানীকে ছাড়া ও অন্যকাউকে কল্পনা করা যায় না। আন্দালীব শাদানী তাঁর জীবনের গুরুত্ব পূর্ণ সময়টুকই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যের উন্নতি কল্পে আতিবাহিত করেছেন। তিনি একজন কবি, ছোট গল্পকার, সমালোচক, গবেষক, ঐতিহাসিক সম্পাদক, ও এক জন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে আমাদের প্রতীয়মান ছিলেন। [১]

আন্দালীব শাদানী (১৯০৪ -১৯৭৬) ছিলেন মুরাদাবাদ জেলার রামপুর গ্রামের কৃতিসন্তান। রামপুর আলীয়া মাদ্রাসা হতে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে তিনি লাহোর চলে যান। সেখান থেকে মাদ্রাসায়ে আলীয়ার মাধ্যমে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯২০ ও ১৯২১ সালে মুন্সী আলিম ও মুন্সী ফাজিল কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। তার পর প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হতেই ১৯২১ সালে ইংরেজীতে মেট্রিকুলেশন এবং ইন্টার মিডিয়েট ১৯২৩ সালে পাস করেন। তার এক বছর পর ১৯২৪ সালে বি, এ, এবং ১৯২৭ সালে ফার্সীতে এম, এ, পাস করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে পি, এইচ, ডি, ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "হিন্দুস্থান কে মুসলিম মাওরেখ" (ہندوستان کے مسلم مورخ) পি, এইচ, ডির, থিসিস ইংরেজীতে লিখে ডিগ্রী লাভ করেন। [২]

১৯২১ সাল হতে স্কুলের মৌলবী হিসেবে তাঁর চাকরীর সূচনা হলে ও শীঘ্রই তিনি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর হিন্দু কলেজে ফার্সী ও উর্দু অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী ও উর্দু বিভাগে তিনি একজন সিনিয়র লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। ক্রমে তিনি বিভাগের রীডার ও প্রধান অধ্যাপক পদে উন্নতি হন। শাদানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এতই জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ছিলেন যে তিনি ক্রমাগত তিন তিন বার "ডীন অবদি ফ্যাকালটি অব আর্টস" নির্বাচিত হন। চতুর্থ বার নতুন নিয়মানুসারে ভাইস চ্যান্সেলর কৃর্তক উক্ত পদে পরবর্তী বৎসরের জন্য নিয়োজিত হন। এছিল তাঁর জন্য এক দুর্লভ সম্মান ও গৌরবের বিষয়। [৩]

১। ডঃ কুলসুম আবুল বাশার, ডঃ আন্দালীব শাদানী, জীবন ও কর্ম, অক্টোবর ১৯৯৬, ঢাকা পৃঃ -৫

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪

৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ,৪১

Dhaka University Institutional Repository

শাদানী সাহেব ১৯৪৪ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৬টি বছর ফার্সী ও উর্দু বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন পন্ডিত, উপমহাদেশ খ্যাত ফার্সী ও উর্দু কবি, বিশিষ্ট ফার্সী ও উর্দু সাহিত্য সমালোচক। সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কট্টরপন্থী। ফার্সী ও উর্দু ভাষায় শাদানী সমান পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। "নেশাতে রাফতা" (نشاط رفتہ) তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ। "তাহকীকাত" (تحقیقات) তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধের সংগ্রহ। "উর্দু গজল গোয়ী আওর দওরের হাজের" "পায়ামে ইকবাল" (پیام اقبال) প্রভৃতি বহুগ্রন্থ তাঁর পান্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করে। [১]

শাদানী সাহেবের প্রকাশিত অপ্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় ১৬টি।

নিম্নে তাঁর প্রকাশিত বইগুলোর নাম দেওয় হলো

১। নিশাতে রাফতা (نشاط رفتہ)

২। তাহকীক কী রওশনী - মে (تحقیق کی روشنی میں)

৩। দাওরে হাযের আওর উর্দু গযলগুয়ী (دور حاضر اور اردو غزل گوئی)

৪। সাচিচ্ কাহানিয়া (سچی کہانیاں)

৫। নোশ ও নিশ (نوش و نیش)

৬। ছোটাখোদা (چھوٹا خدا)

৭। পায়াম -এ- ইকবাল (پیام اقبال)

৮। ইনশায়ে আবুল ফযল (অনুবাদ)

৯। চাহার মাকালে (অনুবাদ) (چہار مقالہ)

১০। তাহকীকাত ওয়া তাদকীকাত

১১। রুবাইয়াত - এ- বাবা তাহের (অনুবাদ)

১২। কাসাইদ -এ- কানী- ইত্যাদি বই তিনি লিখেছেন। [২]

শাদানী বাল্যকাল হতেই উর্দু সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট। তাঁর কবিনাম আন্দালীব। তিনি কাব্যে কারও নিকট হতে কোন শিক্ষালাভ করেন নাই। বস্তুতঃ তাঁর কাব্যের ধারা এক স্বতন্ত্র পথে চালিত হয়েছে। তাঁর কাব্য পাঠে মনে হয় যেন নিজের কথা আপন মনেই বলে যাচ্ছেন। ১৯২৮ সাল হতেই ঢাকায় তিনি বসবাস করতে থাকেন এবং ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্য সংস্কৃতির তিনি একজন প্রধান ছিলেন। ভারত বিভাগের পরে ১৯৪৮ সালে তথায় "মাশরিকী

১। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু, ১৯৬৯ পৃঃ ৭৩

২। ইকবাল আযীম, মাশরিকী বাংলা-মে-উর্দু, ১৯৫৪ পৃ ২৫৮

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান' নামে একটি দৈনিক সংবাদ পত্রের প্রবর্তন করেন এবং ১৯৫২ সালে 'খাওয়ার' নামে একটি মাসিক উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিছুদিন অত্যন্ত যশের সঙ্গে চলবার পর নানা প্রতিকুল পরিবেশের চাপে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।[১] আন্দালীব শাদানী গজলই বেশী বলতেন। তাঁর "নেশাতে রাফতা" (نشاط رفتہ)এর মধ্যে ছোট বড় ১৬টি কবিতা রয়েছে কিন্তু এই সবগুলিই তাঁর নিজস্ব গুনের দিক দিয়ে গজল রূপেই পরিগণিত হয়।

শাদানী উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায় পরিপূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। দুইবার তিনি ইরান ভ্রমণ করেছিলেন। প্রথম ১৯৩০ সালে এবং দ্বিতীয় বার ১৯৫২ সালে।ইহা ছাড়া তিনি বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

নিম্নে শাদানী সাহেবের উর্দু গজল থেকে কয়েক লাইন তুলে দেয়া হলো।

کوئی ادا شناسِ محبت ہمیں بتا ئے
جو ہم کو بھول جائے،وہ کیوں ہمکو یا دآئے
کِس کی مجال تھی کہ حجاب نظر اٹھائے
وہ مسکرا کے آپ ہی دل کے قریب آئے
ان دلنشیں نگا ہ میں اللہ یہ خلِش
نشتر کی نوک جسیے کلیجے میں ٹوٹ جائے- [২]

ফার্সী শের

بنازم طالع خود راکہ یارم در کنار آمد
بفیض مقدم او درمہ بہمن بہار آمد
کہ باشد یار من این ہیات فرہنگی ایران
کہ سوی خا ورستان آمد وخورشید دار آمد
چنین نعمت بہ دست ماز لطف کر دگار آمد
نشاط وخرمی را کا روان در کارروناں بینم - [৩]

---

১ । ডঃ হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ৩৮২

২ । ইকবাল আযীম, পূর্বোক্ত -পৃঃ ২৬২-৬৩

৩ । কালিম সাহসারামী, খেদমতে গুজারানে ফার্সীদর বাংলাদেশ, ১৯৯৯, পৃঃ ৩৯২

Dhaka University Institutional Repository

শওকত সাবজ্ওয়ারী

শওকত সাবজ্ওয়ারী ১৯০৭ সালে মিরাটে জন্ম গ্রহন করেন। সেখানেই তিনি জীবনের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করেন। মিরাট-কেই তাঁর মাতৃভূমি হিসেবে মনে করতেন। শওকত সাবজ্ওয়ারীর প্রাথমিক শিক্ষা মিরাটেই সম্পন্ন হয়। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৪ সালে মৌলবী ফাজিল পাস করেন। ১৯২৭ সালে মুন্সি ফাজিল পাস করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। শওকত সাবজ্ওয়ারী সাহেবের ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনেক ঝোঁক ছিল। তিনি খুব আগ্রহের সাথে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে ১৯২৬ সালে মেট্রিকুলিশন পাস করেন। মুন্সি ফাজিল পাস করার পর শওকত সাবজ্ওয়ারী মিরাটের দারুল উলূম মাদ্রাসায় ফার্সী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এক বৎসর শিক্ষকতা করার পর তিনি মিরাটে আলিম, ফাজিল, এবং মুন্সি ফাজিল ক্লাশে পড়ানোর জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হন। মিরাট আলিয়া মাদ্রাসায় ১৯৩১ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। কিন্তু সেখানে কাজ করা অবস্থায় ও শওকত সাহেব উচ্চ শিক্ষা লাভ করার আশায় নীরবে পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ব্যস্ত থাকতেন। ১৯৩২ সালে তিনি ইউ, পি, বোর্ড থেকে ইন্টামিডিয়েট পাস করেন এবং ১৯৩৫ সালে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে বি এ, পাস করেন। তার পর এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি স্বর্ণের মেডেল লাভ করেন। ফার্সী ও আরবীতে এম, এ পাস করার পর, আইন বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি আরম্ভ করেন এবং ১৯৪৩ সালে এল, এল, বি পাস করেন। এর পরবর্তী বৎসর ১৯৪৪ সালে উর্দুতে এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। সর্ব শেষ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫০ সালে "উর্দু ভাষার তাত্ত্বিক ইতিহাস" বিষয়ে পি, এইচ, ডি, ডিগ্রী লাভ করেন। ঢাঃ বিঃ যোগদান করার পূর্বে তিনি বিভিন্ন কলেজে আরবী, ফার্সী ও উর্দুর অধ্যাপনা করেন। ১৯৫০ সালে ঢাকা ঢাঃ বিঃ উর্দুর প্রভাষক হিসে যোগদান করেন।[১]

শওকত সাবজ্ওয়ারী একজন গবেষক, সমালোচক এবং উচ্চমর্যাদার ভাষা তত্ত্ববিদ ছিলেন। তিনি শুধু ঢাঃ বিঃ উর্দু ও ফার্সী বিভাগের জন্যই নয় বরং সমগ্র বাংলাদেশের জন্য গৌরবের বিষয় ছিলেন।আরবী, ফার্সী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষা ছাড়াও তিনি আইন, মানতেক, দর্শন এবং ইসলামের ইতিহাসের উপর দক্ষ ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ দেশের সকল প্রকার পত্রিকা তথা নেগার, জামেয়া, মা রেফ, উর্দু আলীগড় ম্যাগাজিন, খবর (ঢাকা) এবং আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। তাঁর যোগ্যতা এবং ভাষাতত্ত্ববিদ হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের সাহিত্যিকগন ১৯৫৭ সালে করাচীস্থ উর্দু বোর্ডের সম্পাদক পদে নিয়োজিত করেন। জীবনের শেষ দিন গুলো তিনি সেখানে অতিবাহিত করেন এবং উর্দু সাহিত্যের বাগানে নতুনত্বের আবির্ভাব ঘটাতে থাকেন।

১। ইকবাল আযীম, মাশরিকী বাংগাল-মে-উর্দু, ১৯৫৪, পৃঃ ২৭১-৭২

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর কয়েকটি প্রসিদ্ধ বইয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত গুলো উল্লেখযোগ্য।'গজল কি আপবায়েতী" (غزل کی آپ بیتی)'উর্দু আদ'বকি নায়ে পুরানে কদরে'। (اردو ادب کی نئی پرانی قدریں) উর্দু জবান কি দাক্কাতে' (اردو زبان کی دقتیں)[১] শওকত সাবজওয়ারীর তখন কার সময়ের একটি স্বতন্ত্র পুস্তক "ফালসফায়ে কালামে গালেব" সবারই দৃষ্টি গোচর হয়েছিল। নিম্নে তাঁর "ফালসাফায়ে কালামে গালেব" থেকে কিছুলাইন তুলে দেয়া হলো।

فلسفه خود ایك وسیع اور جامع لفظ هے. وه قدیم یونا نیون کے هیولی وصورت زبان ومکان سے متعلق موشگا فیوں هی پرشامل نهیں بلکه اس جز ونظر کا جامع بهی هے جو کا ئنات کے حجاب کو پرده ساز بنا نے کی صلا حیت رکهتی هے ، درحقیقت فلسفی وهی هے جو فلسفیا نه اصللا حوں کے طلسم سے بے نیاز هو تے هوئے بهی واقف نواہائے راز هے،کها جاتا هے که غا لب کا فلسفه ایك نا تمام فلسفه اور اس کا زاویه نگاه ایك منتشر زاویه نگاه هے . اگر فلسفی کی نا تما می اور زاویه نگاه کے انتشارسے مراد یه هے که اس میں ارسطو کے تکو ینی فلسفه کی سی جامعیت یا قدیم هندی فلسفیانه نظاموں کی سی دقت بنی نهیں ، تو یه درست هے مگر اس مقاله میں حیات، کا ئنات اخلاق اور فن سے متعلق غالب کے افکار کی جو تشریح کی گئی هے اس سے کے فلسفه کی تما میت اور زاو یه نگاه کی جا معیت پوري طرح آفکار هے ، فلسفیا نه مبا حث میں کا ئنات اور حیات دواهم بخشیں هیں پهران کے تعلق سے اخلاق وجود میں اتا هے، عصر حا ضر کا مکمل نظام فلسفه یهی هے ، غالب نے اس کو جس صورت میں پیش کیا اس کو کسی قد ر شرح وبسط کے سا تھ اور دوسرے مفکرین کے خیالات سے تقابل کر تے هوئے اس مقاله میں پیش کر دیا گیا هے -[২]

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৫ বছর পূর্তি স্বরণিকা, ১৯৯৬ পৃঃ ৮৪-৮৫

২। ইকবাল আযীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৪-৭৫

Dhaka University Institutional Repository

তাহের ফারুকী

তাহের ফারুকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু ও ফার্সী বিভাগের একজন সুপরিচিত শিক্ষক ছিলেন । তিনি ১৯০৬ সালের মে মাসে রামপুরে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর বংশ ছিল মৌলবী বংশ।প্রথমে তিনি আলিম ফাজিল ও কামিল পাস করেন। তার পর আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৪ সালে ফার্সীতে এম. এ, এবং ১৯৪৪ সালে উর্দুতে এম. এ পাস করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি শুধু প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন নাই, বরং দুটি পরীক্ষাতেই তিনি সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর পর আগ্রা বিশ্বদ্যালয় থেকেই ডক্টরেট ডিগ্রীলাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "আওরঙ্গজেব কে দরবার- মে- ফার্সী জবান ও আদব"।[১] (اورنگ زیب کے دربار میں فارسی زبان و ادب) তাহের ফারুকী ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু রীডার পদে যোগদান করেন। তিনি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও গম্ভীর প্রকৃতির লোকছিলেন। উর্দু ও ফার্সী ভাষায় তিনি যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। তিনি ঢাকায় একা ছিলেন। পরিবার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে । এ কারণে বেশীদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকেন নাই।[২]

মাত্র দেড় বছর চাকরি করে পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। ইকবাল সর্ম্পকে তাঁর ভাল পড়াশোনা ছিল। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সিরাতে ইকবাল " (سیرت اقبال) পাঠকদের কছে সমাদৃত। তখন ইকবালের উপর লিখিত গ্রন্থাদির সংখ্যা খুব সীমিত ছিল। এখন অবশ্য দুহাজারের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে।[৩] উর্দুতে লেখা তাঁর আরো বই আছে। "আদাবিয়াতে ইরান" (ادبیات ایران) "উর্দু নসর কে নমুনে" (اردو نثر کے نمونے) "ছরকারে দু আলম" (سرکار دو عالم) "ইজাদাতে সাইন্স" (ایجادات سائنس) "মওলানা মুহাম্মদ আলী মরহুম" (مولانا محمد علی مرحوم) "পাঁচুবে লারকী" (پانچویں لڑکی) অনুবাদ। "বজমে ইকবাল" (بزم اقبال) "চিমিনি স্থানে আদব" (چمنستان ادب) এই বই গুলোর মধ্যে সর্ব প্রথম "সিরাতে ইকবাল" ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী মাসে প্রাকাশিত হয়। ইকবালের সম্পর্কে ভাল ভাবে জানার জন্য "সিরাতে ইকবালের" চেয়ে ভাল বই আমাদের সামনে এখন ও দ্বিতীয় আর একটি ও নেই। এই বইটি তৃতীয় বার প্রকাশিত হওয়াতে ইহাই প্রমাণিত হয়।[৪] উপরোল্লেখিত তিনটি বই তাঁর নিজস্ব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে যথেষ্ট প্রশংসার দাবীদার।

"বজমে ইকবাল" (بزم اقبال) আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। 'আদাবিয়াতে ইরান নু' এর মধ্যে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সকল ফার্সী কবিদের নির্বাচিত কবিতা গুলো প্রকাশ করা হয়। ' উর্দু নছর কে নমুনে" ও একটি এধরনের বই ইহার মধ্যে স্যার সৈয়দ থেকে আরম্ভ করে নিয়াজ

১। ইকবাল আযীম, মাশরিকী বাংগাল-মে-উর্দু, ১৯৫৪, ২৭৮

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৯

৩। ঢাঃ বিঃ ৭৫ বছর পূর্তি স্বরণিকা, ১৯৯৬, পৃঃ ৩৬

৪। ইকবাল আযীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮০

Dhaka University Institutional Repository

ফাতেহ পুরী এবং মজনু গৌরক পুরী পর্যন্ত সকল প্রসিদ্ধ গদ্য লেখকদের বর্ণনায় রয়েছে প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট একটি তত্ত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই ভূমিকাটি একটি বিরাট প্রবন্ধ বলে মনে হয়। এই বইগুলো ছাড়া ও তাহের ফারুকীর অনেক গুলো সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ রয়েছে যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার পত্র -পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। এই প্রবন্ধ গুলো প্রায় চার শত পৃষ্ঠা রয়েছে। এগুলো এখন একটি বই আকারে রূপ নিয়েছে।[১] তাহের ফারুকী একজন ভাল কবি ছিলেন। তিনি ভাল কবিতা লিখতেন। খুব কম লোকই জানতেন যে তিনি একজন কবি ছিলেন। নিম্নে তাঁর কয়েটি উর্দু শের পেশ করা হলো।

جمال یا ر جو پابندِ جلو ہ گاہ نہیں
کمالِ شوق بھی نا آشنا ئے راہ نہیں
سکوں‌شناس ازل سے نہیں،وہ موج ھو نہیں
مرے قرار کو ساحل پہ بھی پنا ہ نہیں
تمھاری جلو وں کی رعنا ئیوں کا کیا کہنا
مگر جو دل میں نہ ڈوبے وہ کچہ نگاہ نہیں – [২]

১। ইকবাল আযীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮১

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

আফতাব আহ্‌মদ সিদ্দিকী

উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক ও মননশীল প্রবন্ধ লেখক আফতাব আহমদ সিদ্দিকী ১৯১৫ সালে যুক্ত প্রদেশের বারা বঙ্কীর অধীনে বদৌলী শরীফে জন্ম গ্রহন করেন। গৃহের পবিবেশেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা এবং আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করেন।[১] ১৯৩০ সাল হতে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ. (অর্নাস) এবং ১৯৪০ সালে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে "আল্লামা শিবলী নোমানীর জীবনী ও সাহিত্য কর্মের " উপর গবেষণা করে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করার পর ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। আলীগড়ে অধ্যয়ন কালেই মননশীল প্রবন্ধ ও কবিতা লিখে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন । আলীগড় সাময়িকী পত্রিকায় "উর্দু গদ্যের সূচনা ও ক্রম বিকাশ " সম্পর্কে একটি গবেষণা মূলক প্রবন্ধ লিখে তিনি সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষন করেন । এই প্রবন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই কর্তৃপক্ষ তাঁকে পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পদে নিয়োজিত করেন । পরবর্তী পর্যায়ে তিনি উক্ত পত্রিকার প্রধান সম্পাদক পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সম্পাদনার যুগেই পত্রিকার আলীগড় সংখ্যা প্রকাশিত হয় । বলা বাহুল্য যে, এই সংখ্যাটি উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছে । তাঁর অন্যান্য গুরুত্ব পূর্ণ বইয়ের মধ্যে "ছুহবায়ে মিনাই" (صہبائے مینائی)

"আতশ কুদ্দা" (آتش کدہ) "গুলহায়ে দাগ" (گلہائے داغ) "উর্দু নসর কি এবতেদা অএরতেকা " (اردو نثر کی ابتدا و ارتقا) এবং "ইকবাল কা ইনসানে কামেল" (اقبال کا انسان کامل)

প্রভৃতি বেশ কয়েকটি গবেষণা মূলক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে । প্রথম দুটি বই ঢাকায় প্রকাশিত হয়। মাহেনামা "খবর " (خاور) ঢাকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো । তাঁকে উর্দু ডিক্‌শনারী বোর্ডের মেম্বার বানানো হয়েছিল । ১৯৭১ সালে লাহোরে ইরানী কাল্‌চারাল সেন্টারে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অংশ গ্রহন করেছিলেন ।

শাদানীর মৃত্যুর পর ১৯৬৯ সাল হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত উর্দু ও ফার্সী বিভাগের প্রধান হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন । তাঁর তত্ত্বাবধানে ইডেন গার্লস কলেজের প্রফেসর জাহরা জুবরীর গবেষণা মূলক প্রবন্ধ "গুলশানে নুবাহার" (گلشن نوبہار) প্রকাশিত হয়েছিল।[২] আফতাব আহম্মদ সিদ্দিকী মাঝে মাঝে কবিতা ও বলতেন । তাঁর গজল এবং কবিতা আলীগড় ম্যাগাজিন সংখ্যা নামে পরিচিত ।

১। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু, ১৯৬৯, পৃঃ ৮০

২। ঢাঃ বিঃ ৭৫ বছর পূর্তি স্বরণিকা, ১৯৯৬, পৃঃ ৮৩-৮৪

Dhaka University Institutional Repository

আফতাব আহমদ সিদ্দিকীর রচিত কয়েকটি উর্দু শের নিম্নে পেশ করা হলো

میں نے مانا نِگہ شوق ھے تو ھینِ جمال
کیا کرے کو ئی جو بیتاب محبت ھو جا ئے
ضبط جزبات پہ قائم ھے نظامِ ھستی
دل بیتاب جو بکھرے تو قیامت ھو جائے ۔ ١

১। ইকবাল আযীম, মাশরিকী বাংগাল-মে-উর্দু, ১৯৫৪, পৃঃ ৩১৪

Dhaka University Institutional Repository

হানিফ ফউক কোরাইশী

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ভাষার একজন অধ্যাপক ছিলেন। কবিতা গজল ও গবেষণা মূলক প্রবন্ধ লিখতেন । তিনি ভাল ইংরেজী জানতেন। সাহিত্য ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁর অনেক গুলো গবেষণা মূলক প্রবন্ধ রয়েছে। তাঁর কয়োটি গবেষণা মূলক প্রবন্ধের শিরোনাম নিম্নে দেয়াহলো। [১]

১) "জুমুদ ইয়া শোয়ুর" (جمود یا شعور) জারিদাহ শোর, করাচী।

২) "অমিক কি শায়েরী" (دامن کی شاعری) আদাবে লতিফ লাহোর

৩) "উর্দু গজল কে নায়ে জাবিয়া, ফুনুন" (اردو غزل کے نئے زاویے) গজল নম্বর লাহোর।

৪) "ইসলাম আওর লিটারেচার" (اسلام اور لٹریچر) আফকারে জিবলী নম্বর, করাচী, ১৯৭০

৫) "শের আতশ" (شعر آتش) ঢাকা।

৬) "ইকবাল আওর দওরে হাজির" (اقبال اور دور حاضر) করাচী।

৭) "ইকবাল আওর ওয়েষ্টান থটস" ইংরেজীতে লিখিত এই প্রবন্ধটি বুল বুল একাডেমী, ঢাকায় পাঠ করেছিলেন। তাঁর অপরএকটি গুরুত্ব পূর্ণ ইংরেজী প্রবন্ধ[২] দৈনিক "মনিংনিউজ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

"The Bengal language Movement and Urdu Literature "

২১ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ সালের ঢাকার 'দৈনিক মনিংনিউজ' প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর কিতাব "মুছবাতে কাদরে" (مثبت قدریں) ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ সালে পি, এইচ, ডি, ডিগ্রীলাভ করেছিলেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল' "Social analysis of Urdu poetry during 1857 and after" । ১৯৭১ সালের শেষের দিকে তিনি ঢাকা ছেড়ে পাকিস্তান চলেযান এবং করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি চাকুরী নেন। তার পর তুর্কীর আনকারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এজামী প্রফেসর হিসেবে নিযুক্ত হন।[৩]

বর্তমানে ও তিনি উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উপর কাজ করে যাচ্ছেন।

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৫ বছর পূর্তি স্বরণিকা, ১৯৯৬, পৃঃ ৮৬-৮৭

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৭

৩। মওলানা মুহিউদ্দীন খান, পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু, ১৯৬৯, পৃঃ ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

ফয়েজ আহমদ চৌধুরী

বাংলাদেশী এবং বাংলা ভাষীদের মধ্যে যারা ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা করেছেন তাদের মধ্যে জনাব ফয়েজ আহমদ চৌধুরী অন্যতম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভগের একজন সুপরিচিত শিক্ষক ছিলেন। ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বাংলাদেশ হওয়ার পর থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত উর্দু ও ফার্সী বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। জনাব আবু মোহাম্মদ ফয়েজ আহমদ চৌধুরী (১৯১৭ -১৯৮৭) বৃহওর চট্রগ্রামের বাশখালী থানার অন্তর্গত পুকুরিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তিনি বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, ফার্সী.ও আরবী ভাষা সমভাবে রপ্ত করেছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তিনি আজীবন শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন।[১] তাঁর লিখিত বই "সিকান্দর নামা" (سکندر نامہ) (বাংলা অনুবাদ) বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। কয়েকটি বিশিষ্ট পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। বাংলা উর্দু ডিক্‌শনারী চার খন্ড প্রকাশ করে গিয়েছেন। তাঁর কয়েকটি গবেষণা-মূলক প্রবন্ধের নাম নিম্নে দেওয়া হলো।

(1) One aspect of Iranian character.Monthly.Mohammady Dhaka.

(2) Julus (In Urdu) Mah-e -Nau, Karachi.

(3) Linguistic affirmity between Iran and Pakistan.

(4) Influence of persian on Bengali and urdu.

উর্দু ব্যাকরণের দুর্গতির উপর ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতেন। ঢাকা রেডিও থেকে হযরত মুহম্মদ(সঃ)এর জীবনী এবং তাঁর উপর অর্পিত বার্তা সম্পর্কে বক্তব্য প্রকাশিত হতো।[২] বাংলা একাডেমীর "পরি-ভাষা" সাব কমিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

১। তাঁর ব্যক্তিগত ফাইল।

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৫ বছর পূর্তি স্বরণিকা, ১৯৯৬, পৃঃ ২৫

Dhaka University Institutional Repository

ছদরুল হক

ছদরুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের একজন সুপরিচিত শিক্ষক ছিলেন। বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি এবং সাহিত্যিক আবদুল গফুর নাস্‌সাখ এর উপর গবেষণা মূলক প্রবন্ধ লিখে পি, এইচ, ডি, ডিগ্রী লাভ করেন । ডঃ আন্দালীব শাদানী ছিলেন তাঁর তত্ত্বাবধায়ক। ছদরুল হকের পি, এইচ, ডি, থিসিস প্রকাশিত হয়েছে । তিনি ১৯৮০ সালে পাকিস্তানে চলে যান এবং সেখানে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। পারবতীপুর ও রংপুরের একটি দৈনিক পত্রিকায় "আযম নু" (عظیم نو) এর মধ্যে "আবু ছাদ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ" বাংলার একজন নীরব কবি। তাঁর উপর উর্দুতে একটি প্রবন্ধ লিখেন । ইহা ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছিল ।[১]

মুয়িজ উদ্দীন

মুয়িজ উদ্দিন উর্দু ও ফার্সী বিভাগ থেকে উর্দু ও ফার্সীর অনেক কাজ করেছেন । এই বিভাগে আসার পূর্বে তিনি জগন্নাথ কলেজের উর্দু প্রফেসর ছিলেন । তিনি ডঃ শাদানীর তত্ত্বাবদানে ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি, এইচ, ডি, ডিগ্রী লাভ করেন । তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "কাইয়ুম চন্দ্রপুরীর - জীবনী ও সাহিত্য কর্ম" তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, ফিল , ডিগ্রী লাভ করেন ।[2]

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৫ বছর পূর্তি স্বরণিকা, ১৯৯৬, পৃঃ ৮৯

২। পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

যফরুল হুদা

যফরুল হুদার জন্মভূমি ছিল বিহারে। তিনি শুরু থেকে উর্দু ও ফার্সী বিভাগে ফার্সী শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। ফার্সী ও উর্দুতে ডবল এম. এ, ছিলেন । ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল (Indo-pak contributions. to persian Literature) যফরুল হুদা উর্দু ও ফার্সী এবং ইংরেজী ভাষায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন । তিনি আল্লামা শিবলী নোমানীর বংশধর ছিলেন এবং ঢাকায় "শিবলী একাডেমী" নামে একটি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এই দপ্তরটি ১৯৭১ সালের পর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের এক দুটি সভায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল । ১৯৭৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন । অবসর গ্রহণ করার কয়েক বৎসর পরই তিনি এজগত ছেড়ে চলে যান। তাঁর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ "ফার্সী নামা হাসেমী"(فارسی نامہ ہاشمی) ১৯৬৯ সালের আগষ্ট মাসে এসিয়াটিক সোসাইটি ঢাকা এর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৫ বছর পূর্তি স্বরণিকা, ১৯৯৬, পৃঃ ৩২

Dhaka University Institutional Repository

মুয়িদুল ইসলাম বৌরা

জনাব ফেদা আলীখানের পর উর্দু ও ফার্সী বিভাগে সিনিয়ারিটি ও যোগ্যতার ভিত্তিতে আসাম নিবাসী জনাব.এম.আই. বৌরা বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম এই বিভাগের ডিগ্রী প্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। ১৯২৪ সালে ফার্সীতে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন।

তারপর ১লা জুলাই ১৯২৪ সালে সহকারী প্রভাষক হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ছুটি নিয়ে লন্ডনের স্কুল অফ অরিয়েন্টাল ইন্দ্ আফ্রিকান ইষ্ট্রাডিজ থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি একজন ভাল ফার্সী শিক্ষক ছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য হিন্দুস্থানে যান এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ভাল ইংরেজী ও জানতেন। ফার্সী কিতাব "বাহারিস্তানের গায়েবী" (بهارستان غیبی)এর অনুবাদ ইংরেজী ভাষায় করেছিলেন। এই কিতাবকেই আবার বাংলা একাডেমী বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে । মাঝে মাঝে তাঁর গবেষণা মূলক প্রবন্ধ পত্র - পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ "আমির হুসাইন দেহ লভী-জিন্দীগি আওয়ার কারহায়ে নুমায়া" তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ বই ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৫ বছর পূর্তি স্বরণিকা, ১৯৯৬, পৃঃ ৭৭-৭৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

খান্‌কায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা

১। লক্ষী বাজার মিঞা সাহেবের দায়েরা

অন্যান্য দেশের ন্যায় ঢাকা তথা বাংলাদেশের খানকাহ্ তৎসংলগ্ন মসজিদ ও মাদ্রাসা সমূহ উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ঢাকার মিঞা সাহেবের ময়দানস্ত (লক্ষীবাজার) দায়েরা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শহ্‌সূফী আবদুর রহীম শহীদ। শহীদ আবদুর রহমান থেকে আরম্ভ করে পর্যায়ে ক্রমে লক্ষীবাজারের দায়েরার গদীনশীন হন শাহ্ আবু ইউসুফ আবদুল্লাহর বড় পুত্র শাহ সৈয়দ আহমদুল্লাহ । [১]

শাহ্ আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ ওফাতের পর তাঁর বড় পুত্র শাহ্ সৈয়দ আহমদুল্লাহ (১৯০৬-১৯৭৯) খানকার গদীনশীন হন । বই পুস্তক রচনার প্রতি সৈয়দ আহমদুল্লাহর ঝোঁক ছিল । তিনি উর্দুতে "আইনুন জারিয়াহ" নামক একটি বইতে শাহ্ আব্দুর রহীম শহীদ থেকে আরম্ভ করে তখনকার সাজ্জাদানশীন পর্যন্ত খানকার ও খানকাহ্‌নশীনদের আদ্যোপান্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। এতে ঢাকায় অন্যান্য খানকাহ্ তথা দায়েরার কথাও কতকটা বর্নিত হয়েছে। ৯১ পৃষ্ঠার এ বইটি প্রথমবার ১৯২৮ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এটি পুনঃমুদ্রিতহয় ১৯৬৪ সালে। নিজেই তারঁ"আইনুন জারিয়াহ" নামক বইটির বংগানুবাদ করেন, এবং 'রহমান নির্ঝর' নামে অভিহিত করেন। ১২৫ পৃষ্ঠা সংবলিত এই অনুদিত বইটি সৈয়দ হামীদুল্লাহ কর্তৃক ১৯৭০ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। কুরআনের কতকগুলো আয়াত কিছুসংখ্যক হাদীস এবং বযুর্গান - এ- দীনের কতক বানীর ব্যাখ্যা অবলম্বনে শাহ্ আহমদুল্লাহ উর্দুতে "আয়াতুল লিল্‌মুকিনীন " শীর্ষক একটি নীতিমূলক পুস্তিকা রচনা করেন। ৪৯ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি ১৯৭৭ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া মরহুম আহমদুল্লাহ তরীকত ও শরীঅত বিষয়ে দীনিয়াত শিক্ষামূলক আরো একটি বই লিখেছেন। ১৬০ পৃষ্ঠার এ বইটি ১৯৭২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। শাহ্ আহমদুল্লাহর ওফাতের পর তাঁর পুত্র শাহ হামীদুল্লাহ গদীনশীন হন। বর্তমানে মিঞা সাহেবের ময়দানস্ত দায়েরা শরীফের ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী হলেন শাহ্ আহমদুল্লাহর ছোট ভাই শাহ্ আহসানুল্লাহ এবং খানকায় সাজ্জাদানশীন আছেন উক্ত শাহ্ হামীদুল্লাহ। [২]

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ১৯৯১, পৃঃ ২৭৯

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮৫

Dhaka University Institutional Repository

আযীমপুর দায়রা শরীফ

শাহ সুফী খলীলুল্লাহ

ঢাকার আযীমপুর দায়েরার প্রতিষ্ঠাতা শাহ সূফী সৈয়দ মুহাম্মদ দায়েম এর মৃত্যুর পর পর্যায় ক্রমে শাহ ওলীউল্লাহর পুত্র শাহ সূফী খলীলুল্লাহ গদীতে আসীন হন। তিনি পূর্ব সুরির বুযুর্গদের পুরোপুরি অনুসারী একজন কামিল লোক ছিলেন ।[১] স্থাপত্য শিল্পে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পিতার সঞ্জিত অর্থ দিয়ে দায়েরা শরীফে ইমারত সমূহ নির্মান করেন।[২] শাহ সূফী খলীলুল্লাহ ঢাকার আল্লাহ ওয়ালা লোক ও বিভিন্ন খান্দানের হাল হকিকত সম্পর্কে খুবই অবগত ছিলেন। তিনি পূর্ব পুরুষদের রীতিনীতি মেনে চলতেন। "তুহফা এ- আসরার এ- খালীল" শীর্ষক তাঁর একটি উর্দু পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে মৃত্যু বরণ করেন।[৩] শাহ সূফী খলীলুল্লাহ অবর্তমানে তাঁর বড় পুত্র শাহ সূফী লকীতুল্লাহ সাজ্জাদানশীন হন। তিনি 'মুঝদা - এ - ফযল - এ- হক কারামত - এ- আওলিয়া - এ- বর হক" নামে আযীমপুর দায়েরার ইতিহাস ও কারামত সংক্রান্ত একটি উর্দু কিতাব রচনা করেন। ৭৮ পৃষ্ঠার এই কিতাবটি ঢাকা থেকে ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই শাহ লকীতুল্লাহ শাহ মুহাম্মদ ফযলে হক নামে বেশী পরিচিত ছিলেন বলে তিনি কিতাবটিকে"মুঝদা -এ- হক" নামে অভিহিত করেন। [৪]

আযীমপুর বড় দায়েরার বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এখানকার গদীনিশীন হজ্ব বা যিয়ারত ছাড়া অন্য কোন সময় দায়েরার বাইরে যাতায়াত করে না। শাহ সূফী মুহাম্মদ দায়েমের সময় থেকেই এই রীতি পালিত হয়ে আসছে। এই খানকাহ্ শরীফে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের সংগৃহীত কিতাব সমুহের জন্য একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। এতে অনেক দুস্পাপ্য আরবী, ফার্সী ও উর্দু গ্রন্থ আছে। এখানকার গদীনিশীন ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ আধ্যাত্মিক বিষয়ে ছোট - বড় কিতাব রচনা করেছেন। শাহ খলীলুল্লাহর "আসরার - এ- খলীল" ও শাহ ফযলে হকের 'মুঝদা -এ- ফযল -এ- হক' উল্লেখ যোগ্য। এই খানকাহ্ শরীফে সোনালী রংগের দুটি সুন্দর কুরআন শরীফ রয়েছে। তন্মধ্যে একটিতে বাদশাহ আলমগীরের আমল থেকে দ্বিতীয় শাহ্ আলমের যুগ পর্যন্ত ঢাকায় কাজীদের শীলমোহরের ছাপ রয়েছে। এটি কুরআনের একটি বিরলকপি। [৫]

১। হাকীম হাবীবুর রহমান, আসুদগান- এ- ঢাকা, পৃঃ ১০২

২। আহমদুল্লাহ , আইনুন - জারিয়হ, ১৯২৮, পৃঃ ৭৭

৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৪

৪। । ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ১৯৯১ , পৃঃ ২৯৪- ।

৫। পূর্বোক্ত, পৃঃ -২৯৫

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পত্র -পত্রিকা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা

বিভাগ পূর্ব যুগে ঢাকা হতে প্রকাশিত সর্বপ্রথম উর্দু পত্রিকা হাকীম হাবীবুর রহমান সম্পাদিত "আলমাশরেক "১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হবার পর লীগের বাণী বহন করে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। দীর্ঘকাল পর ঢাকা হতে হাকীম হাবীবুর রহমান সম্পাদিত মাসিক "জাদু" পাকিস্তানোত্তর যুগে বিপুল পরিমাণ উর্দু ভাষাভাষী জন সাধারণ পূর্ব পাকিস্তানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাদের প্রয়োজন ও আগ্রহেই ঢাকা হতে দৈনিক "পাসবান" প্রকাশিত হয়। কলিকাতার মরহুম আজিজুর রহমান্ই পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা। মরহুম গোলাম মোহাম্মদ ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। "পাসবানের "পর দৈনিক "ইনকিলাব" দৈনিক "পাকিস্তান" দৈনিক "সিতারা" প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। কিন্ত প্রতিকূল পরিবেশের সংগে সংগ্রাম করে একমাত্র "পাসবান" ব্যতীত আর কোন পত্রিকাই টিকে থাকতে পারেনাই। সাপ্তাহিক পত্র পত্রিকার মধ্যে বিশেষ সম্ভাবনা লয়ে মরহুম মওলানা নাসিম বিহারী সম্পাদিত সাপ্তাহিক "মিজান" এবং রফী আহমদ ফেদায়ী সম্পাদিত "সবরঙ্গ" ঢাকা হতে প্রকাশিত হয়। মাসিক পত্রিকার মধ্যে "খাওয়াব" এবং "দিলরুবা" ঢাকা হতে প্রকাশিত হয়। তবে প্রায় প্রত্যেকটি পত্র-পত্রিকাই মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রতিকূলতা ও যথেষ্ট পাঠকের অভাবে অকাল মৃত্যু বরণ করেছে।[১]

উর্দু মাধ্যম স্কুল কলেজ

বহিরাগত উর্দু ভাষা ভাষীদের প্রয়োজনেই ঢাকা, চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর খুলনা, পাকসী প্রভৃতি অনেক গুলো স্থানে উর্দু মাধ্যম স্কুল ও কয়েকটি কলেজ গড়ে উঠে ছিল। এই প্রতিষ্ঠান গুলো উর্দু ও ফার্সী ভাষায় সাহিত্যের চর্চার খেদমত করে চলছিল।[২]

১। মওলানা মুহিউদ্দীন খান, পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু, ১৯৬৯, পৃঃ ৮৯

২। পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্জুমানে তরক্বীয়ে উর্দু

সরকারী অর্থানুকূলে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত আঞ্জুমানে তরক্বীয়ে উর্দু বিভাগোত্তর কাল হতেই "ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চাও বিস্তারের ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছিল। বিভিন্ন সময় সাহিত্য সভা, মুশায়েরা প্রভৃতির অনুষ্ঠান ছাড়াও "আঞ্জুমান" (انجمن) কয়েকটি সাধারণ পাঠাগার পরিচালনা করেছিল। [১]

সাহিত্য- সমিতি ও মুশায়েরা

আঞ্জুমানে তরক্বীয়ে উর্দু ছাড়া ও ঢাকায় অনেক গুলো সাহিত্য সমিতি ব্যাপক ভাবে উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চার খেদমত করে যাচ্ছিল। নিয়মিত সাহিত্য সভার অনুষ্ঠান, যৌথভাবে নতুনদের লেখার আলোচনা প্রভৃতি ছাড়াও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান অবিশ্রান্ত তাবে মুশায়েরার অনুষ্ঠান করে থাকত।

উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যকে গণমূখী করে তুলবার ব্যাপারে মুশায়েরা একটি অত্যন্ত কার্যকরী ব্যবস্থা ছিল। এক একটি মুশয়েরা বা কবিতার জলশায় বিপুল পরিমাণ শ্রোতার সমাগম হতো অসাহিত্যিক সাধারণ শ্রোতার ভীড়ই ইহার মধ্যে বেশী পরিমাণে দেখাযেতো। ফলে বিখ্যাত অখ্যাত সকল প্রকার কবি সাহিত্যকই ইহার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন। মুশায়েরায় গঠিত এক একটি কবিতা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হওয়ার আগেই শ্রোতাদের মাধ্যমেই লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তো । কিন্তু বর্তমানে এই সব প্রতিষ্ঠান গুলোর কার্যক্রম অনেকটা কমে গিয়েছে। মূলত এই সব গুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে বললেই চলে। কারণ তখন সবার মুখে মুখে উর্দু ও ফারসী ভাষার চর্চাই বেশী হত।১৯০১ থেকে ১৯৭১ ঢাকায় তথা বাংলাদেশে উর্দুর স্বর্ণ যুগ ছিল বলে ভুল হবে না । ১৯০১ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত উর্দু ভাষাও সাহিত্যের যে পরিমাণে চর্চা হয়েছে সে তুলনায় ফার্সী চর্চা হয়নি । কারণ ফার্সী তখন বিলুপ্তির পথে। ঊনিশ শতকের আগে ফার্সীর যে কদর এই উপমহাদেশে ছিল তার তুলনায় উনিশ শতকে ছিলনা । বৃটিশ সরকার ফার্সীর ঐতিহ্যকে নষ্ট করে উর্দুকে উপমহাদেশের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল তাহাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। [২]

১। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু, ১৯৬৯, পৃঃ ৯০

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯১

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা ও বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উনিশ শতক ঢাকার হিন্দুদের তুলনায় তদানীন্তন ঢাকা বাসী মুসলমানদের অবদান কম হলেও মোগল সভ্যতাবাহী উর্দু ও ফার্সী ভিত্তিক জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সংস্কৃতি সেবার অংগনে তাঁরা যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, তা কোন দিক থেকে তুচ্ছ নয়। সে সময়কার মুসলিম কবি-সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ ও নাট্যকারগণ জ্ঞান ও কৃষ্টির বিভিন্ন শাখায় যে সব স্বাক্ষর রেখে গেছেন সেগুলোর পুরোপুরি মূল্যায়ন এখনো করা হয়নি। মোগল ঢাকার ন্যায় বৃটিশ ঢাকায় ও ফার্সীর চর্চা হয়েছে যথেষ্ট। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকায় আধুনিক শিক্ষার কিছুটা প্রসার ঘটলেও ১৯২১ সালের পূর্বে মুসলমানরা আধুনিক উচ্চ শিক্ষায় ছিলেন পশ্চাৎপদ। তখনো মুসলমানরা আরবী, ফার্সী ও উর্দু এই তিন ভাষায় শিক্ষা আর চর্চাতেই বেশী তৃপ্তি লাভ করতেন। অফিস আদালতের বাইরে সাহিত্য -সংস্কৃতি মহলেও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় উর্দু ও ফার্সীর চর্চা ছিল বিস্তর। ঢাকা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ , পাবনা এবং অন্যান্য স্থানেও এ ভাষাদ্বয়ের প্রভূত চর্চা ছিল। এদুটি ভাষার মাধ্যমে মাদ্রাসা সমূহে ইসলামিয়াত শিক্ষা দেয়া হতো। আলেম, ফাজেলগণ ধর্মীয় মাহ্ফিলে উর্দু ও ফার্সী কবিতা আবৃত্তি করতেন দেদার। আর এখনো করে চলছেন। শুধু ওয়ায নসীহত ও চিঠি পত্র লেখালেখিই নয়, দস্তুরমত তাঁরা উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চাও করতেন । কিন্তু উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার লাভের ফলে উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের ন্যায় বাংলাদেশেও ফার্সী চর্চা হ্রাস পেতে থাকে।

পাকিস্তানের অস্তিত্ব লাভের পর পশ্চিম পাকিস্তানের ও ভারত ইউনিয়নের অনেক কবি সাহিত্যিক বাংলাদেশে তথা ঢাকায় আগমন করেন এবং উর্দু সাহিত্যের চর্চাকে সজীব করে তোলেন। বর্তমানে এ দেশে উর্দু ও ফার্সী সাহিত্য রচনার দিকটি শূন্য পর্যায়ে রয়েছে বলে মনে হয়। রাষ্ট্র ভাষা বাংলা হওয়ায় মক্তব মাদ্রাসায় ও উর্দু ও ফার্সীর শিক্ষা শূন্য বিন্দুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। উনিশ শতকে ঢাকার মুসলমানরা প্রধানতঃ জ্ঞান চর্চা করতেন উর্দু ও ফার্সীতে। তখনো তাঁরা বলতে গেলে বাংলা চর্চায় তেমন অবতীর্ণ হননি । তাঁদের জ্ঞান চর্চার বাহন মূলতঃ ছিল উর্দু ও ফার্সী । এই যুগের সাহিত্যিকদের রচনাবলী সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের জন্য প্রাথমিক সূত্র বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। এ ক্ষেত্রে নাস্সাখের "সুখান -এ- শুআরা" ও খাজা আহ্সান উল্লাহ শাহীনের "তাওয়ারীখ এ- খান্দান এ- কাশমীরিয়াহ" ইত্যাদির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়। উনিশ শতকের ঢাকার দ্বিতীয়ার্ধের ও বিশ শতকের ঢাকার প্রথমার্ধের সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার জন্য হাকীম হাবীবুর রহমানের রচনাবলীর একান্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন। এগুলো মৌলিকত্বের অধিকারী। আসলে কথা হলো উনিশ শতক ও বিশ শতকে ঢাকা শহরের উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যে এমন সব উপাদান রয়েছে- যেগুলো আমাদের অতীত কে স্বরণ করিয়ে দেয় এবং এগুলোকে আমাদের মাতৃভাষায় বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হলে তাদের জ্ঞানের পরিধি অবশ্যই বাড়বে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ পঞ্জী

প্রকাশিত যে সব গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে লেখকের নামানুসারে

আবদুস সাত্তার মাওলানা ঃ তারীখ -এ- মাদ্রাসা -এ -আলিয়া ॥ ঢাকা ,মাদ্রাসায়ে আলিয়া পাবলিকেশন, ১৯৫৯

আযম মুহাম্মদ ঃ ইসলামী পন্চায়েত ঢাকা ॥
ক লকাতা ঃ নুসরাতুল ইসলাম প্রেস, ১৯১১

আসকারী হাসান মুহাম্মদ(অনুঃ) ঃ তারীখে-এ.আদাবে উর্দু ॥ লখনৌঃ বিপনি বিহারী কিশোর প্রেস, ১৯৫২

আহমদুল্লাহ শাহ্ ঃ আইনুন জারিয়াহ ॥
ঢাকা ঃ শাহ্ সৈয়দ ওবায়দুল্লাহ, সেন্টাল অফসেট প্রেস, বাংলা বাজার, ১৯৪৬

আবদুস সামাদ মোহাম্মদ (অনুঃ) ঃ সুবলুস সালাম ॥
ঢাকা ঃ ১৯৭৬

আবদুর রউফ, ওহীদ মুহাম্মদ ঃ মুসলমান -এ -বাংগালা-কী-তালীম - ওয়া - তারবিয়াত ॥
ক লকাতা ঃ সরকারী প্রকাশনা ১৮৮৩

আদিনাথ সেন ঃ দীননাথ সেনেরে জীবনী ও তাৎকালীন পূর্ব বঙ্গ ॥ (২)
ক লকাতা ঃ বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সন্স লিঃ, ১৯৪৮

আলাউদ্দিন সিদ্দিকী(সম্পাদিত) ঃ তারীখে আদাবিয়াত -এ- মুসলমান -এ- পাকিস্থান - ওয়া -হিন্দু ॥ (৩)

আহ্সানুল্লাহ শাহিন খাজা ঃ কুল্লিয়াত - এ -শাহিন ॥

আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ঃ বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য ॥
(উনবিংশ শতাব্দী) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা -১৯৮৩

ঃ ঢাকার কয়েক জন মুসলিম সুধী ॥ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ -১৯৯১

আহমদ হুসাইন ওয়াফির ঃ বুল-বুল বীমার ॥ ঢাকা ঃ মাত্বা -এ- মুহম্মদী , ১৮৬৮

আবদুল গফুর নাস্সাখ ঃ সুখান -এ -শুয়ারা ॥
লখনৌঃ নওয়াল কিশোর প্রেস, ১৮৭৪

ঃ তায্কিরাতুল মুয়াসিরীন ॥ কলকাতা, ১৮৮৯

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল করীম, ডকটর ঃ বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল ॥ ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭

আবুদর রউফ মুহাম্মদ, ওহীদ ঃ খুলাসা-এ-তাওয়ারীখ-এ- বাঙ্গালা ॥ কলকাতাঃ নওয়াল কিশোর প্রেস, ১৮৫৩

ইকবাল আযীম ঃ মাশ্‌রিকী বাংগাল-মে - উর্দু ॥ ঢাকাঃ মাশ্‌রিক কো- অপার‍্যাটিভ পাবলিশার্স, ১৯৫৪

ওয়াকিল আহম, ডকটর ঃ বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী॥ ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

কামরুদ্‌দীন আহমদ ঃ বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ ॥ ঢাকাঃ জহীরুদ্দীন মাহমুদ ১৩৮২ বাং

গুলশান আরা, রীনা (সম্পাদিত) ঃ স্বরণিকা ॥ ঢাকাঃ স্যার সলিমুল্লাহ মুসালম এতিমখানা, ১৯৮৫

নাজির হোসেন ঃ কিংবদন্তীর ঢাকা ॥ ঢাকাঃআজাদ মুসলিম ক্লাব, ১৯৮১

নূর - আহমদ, আবুয্-যোহা ঃ উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন ॥ ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫

নূরুল আলম ঃ আজিমপুর দায়রা শরীফের আত্মকথা ॥ ঢাকাঃ খাদেম নূরুল আলম, তারীখ- বিহীন

মাহমুদ, আযাদ, -সৈয়দ ঃ দীওয়ান-এ- আযাদ ॥ আযীমাবাদঃ জালীলুল্ মাতাবে, ১৮৮৯

মুহম্মদ, সৈয়দ ঃ আরবাব-এ- নসর -এ- উর্দু ॥ হায়দারাবাদঃ মাক্‌তাবা -এ- ইব্রাহীমিয়াহ্, ১৯৩৭

মুহম্মদ, আযাদ, সৈয়দ নওয়াব ঃ খিয়ালাত-এ- আযাদ ॥ লাহোরঃ মাক্‌তাবা-এ- খিয়াবান-এ- আদাব, ১৯৬৭

ঃ নওয়াবী দরবার ॥ লাহোরঃ আবদুল গফুর শাহ্‌বায, ১৯৬৬

লকীতুল্লাহ্ শাহ্ ঃ মুঝদা-এ- ফযল-এ-হক ॥ কলকাতাঃ মুহম্মদ নাসীরুদ্দীন খান, সিতারা-এ-হিন্দ প্রেস, ১৯৩৩

রফিকুল ইসলাম ডঃ ঃ ঢাকার কথা॥আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮২

রশীদ আহমদ, সিদ্দীকী ঃ তান্‌যিয়াত-ওয়া-মাযহিকাত্ ॥ এলাহাবাদঃ হিন্দুস্তানী একাডেমী, তারিখ বিহীন

রহমান আলী, তায়েশ ঃ তাওয়ারীখ -এ-ঢাকা ॥ আরাঃ সার্জন আহমদ আলী, ১৯১০

শরফুদ্দীন, হুসাইন ঃ গুলিস্তান -এ- শরফ ॥ কলকাতাঃ সিতারা-এ- হিন্দ প্রেস, ১৯৩৭

Dhaka University Institutional Repository

হাকীম হাবীবুর রহমান ঃ আসুদেগান -এ-ঢাকা,
ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী- ১৯৪৬
ঃ ঢাকা পচাস্‌বরস্‌ পহ্‌লে, লাহোরঃ কিতাব মন্‌যিল, ১৯৪৯

Azam, Muhammad, Khaja ঃ Panchayat System of Dacca.
Calcutta: n.d

Aulad Hasan. Syed ঃ Notes on the Antiquities of Dacca,
Dacca: M.M Bysak, Bangla jantra.
1904

Azimusshan. Hidar(ed) ঃ Dacca- A City and its Civic Body
Dacca: Dacca Municipality 1966

Abdullah AL- Mamun Suhrawarday ঃ Notes on important Arabic and persian, MSS found in various libraries in India.
Calcutta: The Journal and proceedings of the Asiatic society of bengal, 1917

Abdur Rob, A. S. M. ঃ A. K. Fazlul Haq, Barisal: 1966

Ahmed, Sharifuddin ঃ Dacca.
London: Riverdale Co. Curzon press. 1986

Campbell .AC. ঃ Glimpses of Bengal, Calcutta.
1907. P. 201

Clay. A.L ঃ Principal Heads of the History and statistics of Dacca Division.
London: 1868

Majumder, Hridaynath ঃ Reminiscences of Dacca ,
calcutta: 1926

Nusrat jang ঃ Tarikh:-i- Nusrat jangi, Calcutta:

Dhaka University Institutional Repository

Memoirs of the Asiatic Society of bengal ,Vol.-iii, No -6

Storey . C.A : Persian Literature, Vol-ii, London: Luzac, 1927,1939

Sufia Ahmed : Muslim Community in Bengal, (1884-1912) Dacca: Sufia Ahmed, Asiatic press. 1974

Taifoor, Muahammad. Syed : Glimpses of Old Dacca, Dacca: Lulu bilquis Banu and others. 1985

Dhaka University Institutional Repository

অপ্রকাশিত যে সব পুস্তক পুস্তিকা ব্যবহার করা হয়েছে লেখকের নামানুসারে

আবদুর রহীম সাবা	ঃ তারীখ -এ- কাশমীরিয়ান - এ- ঢাকা ॥
আহসানুল্লাহ্, খাজা, নওয়াব	ঃ তাওয়ারীখ -এ- খান্দান-এ- কাশ্ মীরিয়াহ্ ॥
উবায়দুল্লাহ, উবায়দীসুহরাওয়ার্দী	ঃ দাস্তান- এ- ইবরাত বার ॥
শাহ্নুরী	ঃ কিব্রীত -এ- আহ্মার ॥
হাবীবুর রহমান হাকীম	ঃ সালাসা গাস্সালা (উপরোক্ত পাণ্ডুলিপিগুলো ঢাকা বিঃ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত)
মুহম্মদ, আযাদ, সৈয়দ	ঃ খান্দানী হালাত ॥
শরফুদ্দীন, শরফ, আল- হুসাইনী	ঃ দাবিস্তান -এ- শরফ ॥
Taifoor, Muahammad. Syed	ঃ Ashort Autobiography , 1971

যে সব (ক) চরিতাভিধান (খ) পত্র- পত্রিকা থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে

(ক) অঞ্জলিবসু (সম্পাদিত)	ঃ সংসদ - চারিতাভিধান॥ কলিকাতাঃ শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৮২ বাংলা
আবদুল ওহীদ (সম্পাদিত)	ঃ উর্দু এনসাইক্লোপীডিয়া॥ লাহোরঃ ।ফ সন্স ১৯৬২
আবদুল হাকীম (সম্পাদিত)	ঃ বাংলা বিশ্বকোয (৪) ॥ ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৭৬
খ) আজাদ, ঢাকা	ঃ জুলাই , ১৬.১৯৪৯ নভেম্বর ২২ মে ৩১ ১৯৬৭
জাহাঁনুমা করাচী	ঃ মে ৩১, ১৯৬৭
ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা	ঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৪, ডিসেম্বর-৩১- ১৯০৬, জানুয়ারী-৩,১৯০৯, ডিসেম্বর-১৯২৩
পাসবান (দৈনিক) ঢাকা	ঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২
Bangladesh Observer (Dhaka)	ঃ August- 1984
Bengal past and present (Calcutta) Vol,iii- No 105-106	ঃ May-June, 1938